সমর্পণ

'স্বয়ংসিদ্ধা'র স্বয়ংসিদ্ধ প্রযোজক

নাট্য-প্রেমিক সহৃদয় সুধী

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহের

করকমলে

এই নাটকখানি

সস্নেহে

সমর্পিত হইল

পরিচয়

মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এই নাটকখানির রচনা কার্য্য শেষ করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমার প্রীতিভাজন বন্ধু নটশেখর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র এই সময় পরিচালকরূপে মিনার্ভায় যোগদান করেন। মৎপ্রণীত 'স্বয়ংসিদ্ধা' নামক চিত্র-নাট্য সম্পর্কে নটশেখরের অতুলনীয় নাট্য-প্রতিভার সহিত আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। সুতরাং তাঁহার হাতে নাটকখানি সমর্পণ করিয়া ইহার সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকি। আমার সে নির্ভরতা যে সার্থক হইয়াছে—তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রযোগ-নৈপুণ্যে বহু চরিত্র ও ঘটনাবহুল এই বিরাট নাটকখানির মঞ্চ-সফল অভিনয়েই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও নাট্যসাহিত্য, সৌখীন নাট্যসমাজ এবং পাঠক-মহলের সুবিধার অনুরোধে নাটকখানিকে সাধারণ নাট্যশালার পক্ষে অপরিহার্য্য সময়-নিয়ন্ত্রণের পাশমুক্ত করিয়া গ্রন্থাকারে অবাধ গতি প্রদানে আমাকে বাধ্য হইতে হইয়াছে। এজন্য দ্বিতীয় অঙ্কের ৩য় দৃশ্যটি এবং তৃতীয় অঙ্কের ১ম, ২য় ও ৫ম দৃশ্য মঞ্চাভিনয়ে পরিত্যক্ত হইলেও দৃশ্যগুলির গুরুত্বের দিকে চাহিয়া গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছি। তৃতীয় অঙ্কের শেষ তিনটি দৃশ্য—গোয়ালিয়রে দিনকর রাওয়ের বাটী, সিন্ধিয়ার দরবার ও কাল্পীর অরণ্য—সময়ের অনুরোধে সংক্ষেপে দ্রুত-ঘটনা-সংস্থানের দ্বারা যেভাবে অভিনীত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণ মঞ্চেই সম্ভব। এজন্য প্রয়োগ-কর্তৃপক্ষকে actionকেই মুখ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা নাটক

পড়িবেন, বা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত actionময় দৃশ্যত্রয় দুরূহ হইবে বলিযা দৃশ্যগুলির মৌলিকরূপই নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই নাটকের গানগুলি সংলাপের মতই নাটকের অন্তর্ভুক্ত বস্তু—ঘটনা ও সংলাপের সহিত প্রত্যেক গানটিব সংযোগ থাকায় আমারই উচিত ছিল গানগুলি নাটকের ভাষার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া রচনা করা। কিন্তু সময়াভাবে তাহা সম্ভব না হওয়ায গীতকার শ্রীবিমল ঘোষ ও শ্রীপ্রভাত বসু গানগুলি রচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমি আমার স্নেহভাজন সহকর্মী সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সুকবি শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের কথাও উল্লেখ করিতেছি এইজন্য যে, আমারই নির্দেশমত তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম ইংরেজদের ভারতে আগমন ও প্রতিষ্ঠা এবং ভারত ত্যাগের জন্য ইংরেজদেব প্রতি নানাসাহেবের হুমকি—হিন্দী গানে নিবদ্ধ করেন এবং তাহাই গীতকারদের অবলম্বনস্বরূপ হয়। হোলীর গানটি নটশেখর মহাশযের পরিকল্পিত। নানাসাহেবের রক্ত-রাঙ্গা অনাগত দিনের পরিকল্পনার সহিত হোলীর আবির-রাঙ্গা দিনের সাদৃশ্যমূলক রূপকটি তাঁহার বিশিষ্ট রুচির পরিচায়ক। তবে গানের বাণী আরও গভীর ভাবময ও বলিষ্ঠ হইলে ইহা আরও সুস্পষ্ট হইত। পরম স্নেহভাজন যশস্বী অভিনেতা শ্রীবিপিন গুপ্ত নাটকখানির প্রযোজনা ব্যাপারে নটশেখরের সহযোগীরূপে নিষ্ঠাসহকারে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এই নাটকের সমারোহপূর্ণ দৃশ্যাবলি সম্পর্কে মঞ্চ-কৌশল প্রদর্শন দ্বারা যেভাবে দর্শক-মনে মোহময়ী ইন্দ্রজাল বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার ন্যায় শ্রেষ্ঠ মঞ্চপীঠ-শিল্পীরূপেও তিনি প্রতিষ্ঠাপন্ন হইলেন। সাজসজ্জা সম্বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইসচ্যান্সেলর বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সৌজন্যে ভিক্টোরিয়া

মেমোরিয়াল-হলে রক্ষিত তৎকালীন চিত্ররাজির আদর্শ হইতে সাহায্য গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে। এজন্য তাঁহাদের সহিত উক্ত হলের অধ্যক্ষ মহোদয়কেও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এ-সম্পর্কে মিনার্ভা মঞ্চের কৃতী ব্যবস্থাপক শ্রীগৌরচন্দ্র বসাকের আপ্রাণ প্রচেষ্টা অন্ধ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে গানগুলির সুর-যোজনায় তাঁহার বিরাট প্রতিভার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন এবং এই নাটকখানির অভিনয়-পরিবেশকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে তাঁহার পরিকল্পনায় অভিনয় কালে আগাগোড়া যে Background music ৬ষ্ঠ অভিনয় হইতে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাও তাঁহার এক বিশিষ্ট অবদান।

এই নাটকখানি যখন মঞ্চে অভিনেতৃবর্গের সমক্ষে পড়া হয়, তখন হইতেই প্রত্যেকে নাটকখানির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইহার অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যেরূপ আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন এবং সামান্য একটি সৈনিকের ভূমিকা হইতে আবহ সঙ্গীতে একটি যন্ত্রী পর্য্যন্ত যেভাবে গভীর নিষ্ঠায় তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানে বড় একটা দেখা যায় না—এজন্য আমি তাঁহাদের প্রত্যেককেই আন্তরিক-ভাবে আশীর্ব্বাদ করি।

সিপাহী বিপ্লবের অন্যতম নায়ক নানা ধন্ধুপন্থই যে সর্বপ্রথম 'হিন্দুস্থান ছোড় দো' বলিয়া বৃটিশ শাসকদের উপর হুমকি দিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য এবং এই তথ্যটি আমি বারাণসীর বিখ্যাত 'উত্তরা' পত্রে (বঙ্গাব্দ ১৩৫৪ আশ্বিন, শারদীয়া সংখ্যায়) 'ভারত ছাড়ো' প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি এবং উক্ত প্রবন্ধ অবলম্বনেই নাটকখানি রচনা করিয়াছি।

আর একটি কথা—৬ষ্ঠ অভিনয় হইতে মঞ্চে নাটকখানি চারিটি অঙ্কে বিভক্ত হইয়াছে। রাণীর দরবার দৃশ্যটি এরূপ Climaxএ উঠিয়া যায় যে, প্রথম অঙ্কের যবনিকা ভাবিয়া বহু দর্শক উঠিয়া পড়েন—

তাহাতে রসভঙ্গ হয়। এজন্য কর্ত্তৃপক্ষ ঐখানেই প্রথম অঙ্কের যবনিকা ফেলিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে যবনিকা পড়ে—বারাকপুর নাচঘরের দৃশ্যে। তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা ঝান্সী-মহলে ৮ম দৃশ্যে পড়ে। কিন্তু নাটকীয় ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নাট্যনীতির অনুসরণ করিতে হইলে নাটকে যে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে তাহাই সঙ্গত।— বন্দে মাতরম্!

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ সাল। শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যোল্লিখিত ভূমিকা লিপি ও অভিনেতৃবৃন্দ

পুরুষ

লক্ষ্মণরাও (ঝান্সীর দেওয়ান)	নটশেখর শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র
নানা সাহেব (শেষ পেশোয়ার দত্তক পুত্র)	যশস্বী অভিনেতা শ্রীবিপিন গুপ্ত
আনন্দ স্বামী (মহালক্ষ্মী মন্দিরের পুরোহিত)	সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
মঙ্গল পাঁড়ে (ঝান্সী সেরেস্তার কর্মচারী)	শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
তান্তিয়া তোপী (দেশভক্ত যুবা)	দেবী চক্রবর্ত্তী
সালাবৎজঙ্গ (নিজামের দেওয়ান)	গোবিন্দ আঢ্য
আজিমউল্লা (শিখণ্ডী) (নানা সাহেবের শিষ্য)	সুশীল রায়
দিনকর রাও (সিন্ধিয়ার দেওয়ান)	
রঘু (ঝান্সী সেরেস্তার কর্মচারী)	বঙ্কিম দত্ত
বাহাদুরশা' (বাদশাহ-বংশধর)	শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়
শম্ভু (ঝান্সী সেরেস্তার কর্মচারী)	
মেজর স্কীন (ঝান্সীর রেসিডেন্ট)	ম্যালকম
স্যার হিউরোজ (ইংরেজ জেনারেল)	শ্যাম লাহা
স্যার হিউ হুইলার (ইংরেজ সেনাধিনায়ক)	সমর মিত্র
কর্ণেল হিয়ারসে (ব্যারাকপুর ছাউনীর কমাণ্ডিং অফিসার)	মনোজ চট্টোপাধ্যায (এ্যাঃ)

ডানলপ (সেনা বিভাগের কর্মচারী)	বিমল ভৌমিক
গর্ডন (সেনা বিভাগের কর্মচারী)	অজিত সোম
মঙ্গললাল (কুশীদজীবি)	কুঞ্জ সেন
মীরচাঁদ (ঝান্সীর সামন্ত)	সূর্য্য সেন
শশধর (গুপ্তচর)	রাধারমণ পাল
গোস খাঁ (ঝান্সীর গোলন্দাজ নায়ক)	বিভূতি দাস
মিশ্র (ঝান্সী সেরেস্তার কর্মচারী)	মিলন দত্ত
লালা ঐ	বাদল গাঙ্গুলী
তেওয়ারী ঐ	গোবিন্দ আঢ্য
পণ্ডিতজী ঐ	নকুল গাঙ্গুলী
নৃপৎ সিং (রেওয়ার রাজা)	
খাম্মা ঐ	সুধীর সোম
বাহাদুর খাঁ ঐ	গিরিশ ঘোষ
সালে মহম্মদ ঐ	
কুমার সিং (আরার জমিদার)	শীতল দত্ত
লছমন সিং (আরদালি)	অমিয় কর

লক্ষ্মীকান্ত (মন্দির সেবক)	যুগল অধিকারী
আরদালি	জ্যোতি চট্টোপাধ্যায
জিয়াজীরাও সিন্ধিয়া (গোয়ালিয়ারাধিপতি)	রবীন বসু

স্ত্রী

লক্ষ্মীবাঈ (ঝান্সীর রাণী)	শ্রীমতী সাতাদেবী (১ম ও ২য অভিনয), শ্রীমতী মুকুলজ্যোতি (৩য অভিনয) এবং শ্রীমতী রাণীবালা (৪র্থ অভিনয হইতে)
লিলি (স্যার হুইলারের পত্নী)	শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায
উল্কাবাঈ (দেশপ্রেমিকা নর্ত্তকী)	শ্রীমতী আশা বোস
আদিলা (নানা সাহেবের পালিতা কন্যা)	শ্রীমতী মুকুলজ্যোতি
সীতাবাঈ (রাণীর সহচরী)	শ্রীমতী গীতা দে
এমিলি (স্কীন সাহেবের বিবি)	শ্রীমতী রাণী ব্যানার্জ্জি
ভদ্রা (রাণীর সেবিকা)	শ্রীমতী রাধারাণী
কুমার দামোদর (রাণীর দত্তকপুত্র)	কুমারী মাধুরী

গানের মজলিসে গীতায়ন-সংশ্লিষ্ট রূপক চরিত্রাভিনয়ে—

জাহাঙ্গীর	...	কৃষ্ণভামিণী
ইংরেজ বণিক	...	শেফালী বোস
নন্দকুমার	...	প্রফুল্লবালা
সিরাজদৌল্লা	...	আরতি সেন
মিরজাফর	...	প্রভারাণী
জগৎশেঠ	...	পরীরাণী
পেশোয়া	...	চামেলি সেন
টিপু সুলতান	...	রাধারাণী

ঝান্সীর রাণী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঝান্সীর মালখানা সংলগ্ন সেরেস্তার-একাংশ। এখানে কতিপয় বিশিষ্ট কর্ম্মচারীকে কার্য্যে ব্যস্ত দেখা যাইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে ঝান্সীর পলিটীক্যাল এজেন্ট (রেসিডেন্ট) সাহেব কর্ণেল স্কীন ও লেফ্‌টন্যান্ট গর্ডন দেওযান লক্ষ্মণরাওয়ের সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

স্কীন। What could I do? কলিকাত্তার কাউন্সীল হইতে হিজ একসেলেন্সী দি ভাইস্‌রয় লর্ড ডালহৌসী এই অর্ডার ইস্যু করিয়াছেন—ঝান্সীর মালখানার উপর ব্রিটিশ এ্যাক্তিয়ার কায়েম হইবে।

গর্ডন। অনরেবেল্‌ কর্ণেল স্কীন As resident of the state বাধ্য হইতেছেন সেরেস্তা আপন হস্তে গ্রহণ করিতে।

স্কীন। ভাইস্‌রয় উক্ত অর্ডার ইস্যু করিয়াছেন—হামিরা কি করিতে পারে!

লক্ষ্মণ। থাক, আমি সব বুঝেছি সাহেব। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। চোর যেমন বেড়া নেড়ে গৃহস্থ সজাগ আছে কিনা বুঝতে চায় আগে—আপনার সরকারও তেমনি ঝান্সীর সেরেস্তার উপরে আচমকা নাড়া দিয়ে রাণী-সাহেবার মতি গতিটা জানবার ফিকির করেছেন।

স্কীন। হাঃ হাঃ হাঃ I understand দেওয়ান—I understand your Joke! of course you know দেওয়ান সাহেব, adminstra-

tion of Jhansi—ঝান্সীর শাসন, রাণীসাহেবার হস্ত হইতে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট আপন হস্তে গ্রহণ করিবার দিবস not very far অধিক দূর না আছে।

লক্ষ্মণ। আমিও তো সেই কথাই বলছি সাহেব—আপনারা দেখতে এসেছেন, ব্রিটীশ সরকারের এই অনধিকার প্রবেশ রাণীসাহেবা কি ভাবে গ্রহণ করেন। মেনে নেন, কিম্বা বাধা দেন—এই তো?

স্কীন। হামিদের কার্য্যে বাধা দিবেন রাণীসাহেবা! Well দেওযান, ট্রুপস (Troops) লইয়া হামিরা মালখানা দখল করিতে আসিলে টাহা কি উত্তম হইবে?

লক্ষ্মণ। অযোধ্যা থেকে সুরু করে এ পর্য্যন্ত যতগুলো রাজ্য আপনার সরকার নিজের কব্জির মধ্যে এনেছেন—সবই কৌশলে, আর ভয় দেখিয়ে। বদনামের ভয়ে অতি সন্তর্পণেই আপনারা এড়াতে চেয়েছেন যুদ্ধ। ঝান্সীর বেলায়ও তাই করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

স্কীন। What do you mean! আপনাদের এ সব উক্তি হামি বুঝিতেছে না দেওয়ান সাহেব!

লক্ষ্মণ। বুঝেছেন সাহেব—বুঝেছেন; তবে বরদাস্ত করতে পারছেন না।

স্কীন। রাণীসাহেবা রাজ্যশাসনে দক্ষ নহেন বলিয়া শাসনভার লইতে হামিরা বাধ্য হইবে।

লক্ষ্মণ। এ কথা আপনাদের কেতাবের পাতায় লিখে রাখবেন সাহেব; আপনাদের নাতি-পুতিরা পড়ে খুসি হবে—বাহোবা দেবে। শৃঙ্খলার সঙ্গে রাণীসাহেবার রাজ্য শাসনই হয়েছে আপনাদের দুশ্চিন্তার কারণ। তাই পাকে চক্রে রাজ্যে অশান্তির আগুন জ্বালতেও কসুর করেন নি।

স্কীন। What! What!

লক্ষ্মণ। আমাকে বলতে দিন সাহেব। চোখরাঙানী বরদাস্ত করা

আমার অভ্যাস নেই। শুনুন তবে—রাণীসাহেবার তাঁবেদার সামন্ত লালা মীরচাঁদ বিদ্রোহী হলো, তলে তলে তাকে সাহায্য করতে লাগলেন আপনার সরকার। ভেবেছিলেন, মীরচাঁদকে শিখণ্ডীর মত সামনে রেখে ঝান্সী হস্তগত করবেন। কিন্তু সে হেরে গিয়ে আপনার সরকারের এত বড় চালটাই মাটী করে দিলে। সরকারও বুঝতে পারলেন—ঝান্সীর রাণী কি ধাতুতে তৈরী! অথচ, ঝান্সী আপনাদের নেওয়া চাই—নৈলে মান ইজ্জৎ সব যায়। এখন কি করতে চান, সোজা কথায় তাই বলুন।

স্কীন। আমাকে মাপ করিবেন দেওয়ান সাহেব—if I have offended you যে দিবস হামি Political Agentএর Duty লইয়া ঝান্সিতে আসিল—তাজ্জব হইয়াছিল আপনকার এলেম দেখিয়া। কিন্তু রাণীসাহেবা আপনকার ইজ্জত কোথায় রাখিয়াছেন? 'দেওয়ান' আপনি নামেই আছেন—But no prestige, no power—কিছু না আছে।

লক্ষ্মণ। জেনেছেন ভালই করেছেন, কিন্তু ওসব কথা তুলে লাভ কিছু আছে?

স্কীন। আলবৎ আছে। Who told you লাভ কিছু না আছে! হামিরা বাণিজ্য করিতে আসিয়া এই দেশ লাভ করিয়াছে। Whole life stateএর খিদমৎ খাটিয়া কি লাভ আপনি করিলেন দেওয়ান সাহেব, power যদি আপন হাতে না আসিল? You help us and we shall help you—আপনি আমাদের সাহায্য করুন, আমরা আপনাকে সাহায্য করিব—come on have a talk privately

লক্ষ্মণরাও ও সাহেবদের প্রস্থান

শিখণ্ডী। দেওয়ান সাহেবকে দলে টেনেছে—

মদন। খুন করবো তাহলে দেওয়ানকে।

শিখণ্ডী। ক্ষেপলে চলবে না বন্ধু!

মঙ্গল। তুমি থাম ; মনে এক কথা, আর মুখে এক—সে আমার দ্বারা হবে না।

শিখণ্ডী। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো ভাই (বাহিরে দেখিয়া) ঐ যে আসছেন আবার। মুখ বুজে সব কাজ করে যাও, ওদিকে তাকিও না।

লক্ষ্মণরাও ও স্কীন প্রভৃতির পুনঃ প্রবেশ

স্কীন। All right, ask that fellow to come at once.

লক্ষ্মণ। লছমন সিং।

একজন সিপায়ের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। শিখণ্ডী বাবুকে সেলাম দেও।

সিপাহীর প্রস্থান

শিখণ্ডীর প্রবেশ ও সেলাম

লক্ষ্মণ। জানো বোধ হয়, ইনি হচ্ছেন ঝান্সার রেসিডেণ্ট স্কীন সাহেব ; আর ইনি হচ্ছেন এঁর সহকারী—

শিখণ্ডী। আমরা হচ্ছি গরীব কেরাণী, সেরেস্তায় বসে কলম পিষি—মালিক রাণীসাহেবা, এবং আপনি দেওয়ান সাহেব ছাড়া আর কারুর খবর রাখিনা ; আর রাখার দরকারও মনে করি না।

লক্ষ্মণ। কিন্তু সেরেস্তায় যখন চাকরী করতে এসেছ, মুলুকের মালিকদেরও খবর রাখতে হবে বৈকি।

শিখণ্ডী। সে খবর আপনারা রাখলেই হলো দেওয়ান সাহেব! গরীব বেচারী আমরা, অত খবরদারীর ফুরসদ কোথায়—আর লাভই বা তাতে কি হবে!

লক্ষ্মণ। যাক! এখন শোন, কাল থেকে সেরেস্তার উপর রেসিডেণ্ট সাহেবের হুকুম জারী হচ্ছে। হুজুরদের হুকুম মেনে কাজ কর্ম্ম সব করবে।

শিখণ্ডী। আমরাতো জানি, আমাদের হুজুরাইন হচ্ছেন ঝান্সীর রাণীসাহেবা, তাঁর তরফ থেকে কাজের হুকুম দেবেন আপনি। রেসিডেণ্ট সাহেবের হুকুম আমরা কেন মানতে যাব ?

লক্ষ্মণ। শুনছেন সাহেব, শুনছেন—এদের আস্পর্দ্ধার কথা !

স্কীন। You must। আলবৎ মানিবে। ঝান্সীর সেরেস্তা হামি আপন হাতে লইবে। টুমিরা হুকুম মানিয়া কাজ করিবে।

শিখণ্ডী। যতক্ষণ রাণীসাহেবার হুকুমৎ বজায় থাকবে ততক্ষণ—

স্কীন। রাণীসাহেবা হুকুম দিবে না হুকুম হামি দিবে—টুমিলোক আলবৎ হুকুম মানিবে।

শিখণ্ডী। সাহেবের আর কিছু বলবার আছে ?

স্কীন। Daily work rutine হামি প্রস্তুত করিয়া সেরেস্তায় দিবে; টুমিরা টাহা follow করিবে। যে ব্যক্তি oppose করিবে—He should be dissmissed টাহার কাম খটম হইবে—বরখাস্ত করিয়া দিবে।

শিখণ্ডীর প্রস্থান

স্কীন। Humph !

গর্ডন। He is laughing at us—Disobedient chap.

লক্ষ্মণ। এই ধরণের লোকের উপরই রাণীর বিশ্বাস। ওর কথা শুনলেন তো ?

স্কীন। Dont be anxious dewan, I know the mentality of the clearks, they are all cowards.

সাহেবদের প্রস্থান

শিখণ্ডী, শম্ভু, রঘু, মঙ্গলপাঁড়ে হাকিম সাহেবের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। এ কি ! দল বেঁধে সবাই এখানে কি মনে করে ?

শম্ভু। আপনি কি বুঝতে পারেন নি—দেওয়ান সাহেব ?

রঘু। এ সব কি শুনছি আমরা?

মঙ্গল। শেষ বয়সে ইংরেজ বেণিয়ার সঙ্গে হাত মেলাতে চলেছেন।

হাকিম। সুরুতে অত ঝাঁঝ দেখালেন, কত তড়ফালেন; তারপরেই মুখ শোঁকাশুঁকি করে রা পাল্টালেন কেন বলবেন?

লক্ষ্মণ। আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছি, এত সাহস তোমরা কোথা হতে পেলে! বিনা এত্তেলায় আমার ঘরে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছো তোমরা?

শিখণ্ডী। কৈফিয়ৎ চাওয়া নয় দেওয়ান সাহেব; আমরা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি ঝান্সী সেরেস্তার আসল মালিক কে? আর, স্কীন সাহেবের কি এক্তিয়ার আছে যে আমাদের উপরে তিনি হুকুম চালান?

লক্ষ্মণ। জবাব শোন তবে—তোমরা হচ্ছ হুকুম পরোয়ার, যে হুকুম সেরেস্তায় বসে পাবে, মুখ বুজে তাই মানবে। আদার ব্যাপারীর কাজ হচ্ছে আদা বেচা, জাহাজের খবরদারী করতে যাওয়া তার পক্ষে পাগলামী, অনধিকার চর্চ্চা, যাও, এ ছাড়া আর জবাব নেই।

শিখণ্ডী। এ কিন্তু জবাব হলো না দেওয়ান সাহেব! আমরা জানতে চাই—কে আমাদের আসল হুকুমদার।

মঙ্গল। আমরা স্কীন সাহেবের হুকুম কেউ মানবো না, মানবো না—মানবো না। তাতে যা হবার হবে।

লক্ষ্মণ। বটে! যা হবে একটু পরেই দেখতে পাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঝান্সী রাজোদ্যান। উদ্যানের একদিকে কৃত্রিম জঙ্গল। অন্তদিকে উদ্যানে আসিবার পথ—সেই পথে দ্বার। উদ্যানের মধ্যভাগে একটী প্রস্তরময় বেদীর উপর চারিটী কামান রক্ষিত হইয়াছে। কামানগুলিকে পূজা করা হইয়াছে তাহার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। নলি-মুখগুলি রক্ত চন্দন চর্চ্চিত। চিত্তচাঞ্চল্যকর বাদ্যধ্বনির তালে তালে সদ্যস্নাতা পুষ্পভূষিতা শুভ্রবস্ত্র পরিহিতা পুরবালাগণ সমবেত কণ্ঠে গীতের ঝঙ্কার তুলিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের হস্তে পুষ্পমাল্য। কামানগুলিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহারা গান গাহিতে লাগিলেন। গীতান্তে সকলে কামানগুলির সম্মুখে নত মস্তকে অভিবাদন করিয়া এবং হাতের মালাগুলি কামানগুলির গলদেশে পরাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

গান

সদা জাগ্রত হে বীর প্রহরী
তোমাদের মোরা প্রণাম করি।
অপূর্ব্ব রণকীর্ত্তি কাহিনী
পুলকিত চিত্তে আজিকে স্মরি।
তোমাদের ঐ ঘন গরজনে
সন্ত্রাস জাগে শত্রুর মনে
উল্লাসে নাচে আমাদের বাহু
গৌরব জয় কেতন ধরি।
ঝান্সীর মান অটুট রেখেছ
তোমরা চারিটি ভাই,
শত্রুর বুকে মরণ আঘাত
হেনেছ সর্ব্বদাই;
তোমরা রেখেছ স্বাধীনতা ধন
সফল করেছ রাণীর স্বপন
প্রীতি চন্দন ললাটে পরাই—
শ্রদ্ধার মালা কণ্ঠে ধরি,
তোমাদের মোরা প্রণাম করি।

পুরবালাগণের প্রস্থান

রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ, সঙ্গে রাণীর সপ্তমবর্ষীয় দত্তক পুত্র কুমার দামোদর

রাণী। এরাই আমার ঝান্সীর গর্ব্ব, জাতির গৌরব। প্রণাম কর।

উভয়ে করযোড়ে প্রণাম করিলেন

দামোদর। তুমি এগুলো বানিযেছ মা ?

রাণী। হ্যাঁ বাবা, আমিই যত্ন করে এগুলো গড়িয়েছি, আর গড়েছেন আমাদের দেশের—এই ভারতের শিল্পী। সেই জন্যই তো এদের নিযে এত গর্ব্ব করি।

দামো। এই কামানগুলোই যুদ্ধ করেছিল।

রাণী। এরাই যুদ্ধে আমরা মুখ রেখেছে। বিদ্রোহী মীরচাঁদ ইংরেজের কামান পেয়েও হেরে গেছে। দরকার হলে এই সব কামান তোমাকেও দাগতে হবে একদিন। জানত, ইংরেজ এখন দেশের বাদ্শা। এই ঝান্সীর মত যে সব রাজ্য আছে, ইংরেজ সরকার সেখানে এক একজন রেসিডেণ্ট অর্থাৎ প্রতিনিধি রেখেছেন। তাদের কাজ হচ্ছে—আপদে বিপদে রাজাকে সুপরামর্শ দেওয়া, আর রাজা বা রাজ্যের প্রজারা যাতে ইংরেজের কোন রকম বিরুদ্ধাচরণ না করেন লক্ষ্য রাখা—

দামো। এই যেমন স্কীন সাহেব সেই কাজ করছেন—

রাণী। হ্যাঁ। এর আগে রেসিডেণ্ট ছিলেন এলিস সাহেব। ঐ ফৌজদার মীরচাঁদ তাঁরই আমদানী। বছর সালিয়ানা ছয় লক্ষ টাকা মাইনে বরাদ্দ করে স্কীন সাহেব তাকে ঝান্সীর বুকে চাপিয়ে দেন।

দামো। অত টাকা দিয়ে মীরচাঁদের মতন দুষ্ট্ লোককে আনা হলো কেন মা ?

রাণী। এ প্রশ্ন তোমার বাবার মনে জাগেনি। জাগলেও, ইংরেজ রেসিডেণ্টকে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করেন নি।

দামো। তুমি কেন জিজ্ঞাসা করনি মা ?

রাণী। আমার তখন মুখ ছিল না বাবা! আমি যে নারী; তাই রাজনীতি নিয়ে চর্চ্চা করা আমার বারণ ছিল। কিন্তু তিনি স্বর্গে গেলে রাজ্যের ভার আমার হাতে আসতেই, আমার প্রথম কাজ হয়েছিল ঐ মীরচাঁদকে তাড়ানো। আমি জেনেছিলাম, আমার রাজ্যের বুকে বসে গরীব প্রজার টাকায় সে রাজ্যে অশান্তি বাধাচ্ছে, দল গড়ছে, আর তার পিছনে রয়েছে ইংরেজ।

দামো। এখন বুঝেছি মা, ইংরেজ কেন মীরচাঁদকে কামান দিয়েছিল।

রাণী। আমি জানি তুমি বুঝবে। আজ যে বোঝবার দিন এসেছে দামু। এই বোঝাবুঝির মধ্যে রয়েছে তোমার দেশ—আমার চেয়েও যা অনেক বড় তোমার কাছে।

সীতার সহিত শিখণ্ডীর প্রবেশ

সীতা। দিদি! তোমার ধর্ম্মপুত্তুর আজ সকালেই কি কাণ্ড বাধিয়ে এসেছে শোন।

দামো। এই যে শিখণ্ডীদা, মা আজ অনেক কথা আমাকে বলেছেন।

রাণী। সকাল বেলাতেই আবার কার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে এলে শিখণ্ডী? তোমাকে নিয়ে তো আর পারি না।

শিখণ্ডী। সত্যি মা, আপনার সেরেস্তা ক্রমশঃই বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রাণী। কি হয়েছে?

শিখণ্ডী। স্কীন সাহেব এক হুকুম নামা পাঠিয়েছেন—এখন থেকে তাঁর হুকুম মত কাজ করতে হবে সেরেস্তা শুদ্ধ সকলকে। কিন্তু মা, মাথার উপর আমাদের আপনি থাকতে, স্কীন সাহেব হুকুম দেবার কে?

রাণী। আমিও ভেবেছিলাম, এই রকম একটা কিছু হবে। তা দেওয়ান কাকা কি বললেন?

শিখণ্ডী। তাঁর কথা নিয়েই তো এই ঝামেলা বেধেছে মা! চোখ পাকিয়ে বললেন, তোমরা হচ্ছো হুকুম পরোয়ার। সেরেস্তায় যে হুকুম আসবে, ঘাড় হেঁট করে তাকে মেনে কাজ করে যাবে।

সীতা। এত কাণ্ড! তারপর কি করলে তোমরা?

শিখণ্ডী। কেরাণীর যা যা করবার সব করলাম। একটা দল পাকিয়ে ফেললাম তখুনি; তারপর কলম-ধর্ম্মঘট সুরু করে নালিশটা এনেছি রাণীমার কাছে।

রাণী। সেরেস্তার সব কেবাণীই কি তাহলে ধর্ম্মঘট সুরু করেছে? চুপ কবে রইলে কেন, বল?

শিখণ্ডী। না মা, তাহলে তো কথাই ছিল না। সেরেস্তার তিনশো কেরাণীর মধ্যে চারটী প্রাণী এই পাগলের হাতে হাত মিলিযেছে। এদের নিযেই আমাব দল আর ধর্ম্মঘট।

রাণী। তাদের নাম?

শিখণ্ডী। পেস্কার শম্ভুরাম, মুহুরী রঘুরায়, নকল-নবিশ মঙ্গল পাঁড়ে আর তশিলদার মহম্মদ হোসেন হাকিম সাহেব।

রাণী। হুঁ!

ভদ্রার প্রবেশ

ভদ্রা। মা, দেওয়ান সাহেব এসেছেন দেখা করতে—

রাণী। বাবু দামু, তুমি যে কেল্লা বানিয়েছ তোমার দাদাকে দেখিয়ে আনো তো—

শিখণ্ডী ও দামোদরের প্রস্থান

রাণী। দেওয়ান সাহেবকে এইখানেই আনো—

ভদ্রার প্রস্থান

রাণী। সেরেস্তায় তা হলে এমন কটি লোক এখনো আছে—রাণীর মুখ চেয়ে যারা স্কীন সাহেবেরও পরোয়া করে না।

ভদ্রার সঙ্গে দেওয়ান লক্ষ্মণরায়ের প্রবেশ

রাণী। আসুন রাওকাকা, কিন্তু এমন অসময়ে যে?

লক্ষ্মণ। জানি, তুমি এ সময়টা এইখানেই কাটাও, তাই সেরেস্তা ফেলে ছুটে আসতে হলো কাজের গরজে। হ্যাঁ, তোমার ঐ আবদারে ধর্ম্মপুত্তুর শিখণ্ডীকে নিয়ে আর তো পারিনে মা!

রাণী। কেন, সে আবার কি করলে?

লক্ষ্মণ। একেবারে চূড়ান্ত করে তুলেছে মা! কথায় আছে না—আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরদারী করতে গেলে—

রাণী। আপনি তো জানেন কাকাজী, তেমনি বেপরোয়া ব্যাপারীকে সময় সময় আমিও উৎসাহ দিতে ভালবাসি—

লক্ষ্মণ। তোমার কাছে প্রশ্রয় পেয়েইত ও ছোকরা এতটা বেড়ে উঠেছে? নৈলে মহামান্য রেসিডেন্ট সাহেবের ওপরেও ও কিনা কথা বলতে যায়।

রাণী। মহামান্য রেসিডেন্ট সাহেব আমাদের সেরেস্তার ব্যাপারেই বা কথা বলতে আসেন কেন? ওরা যখন হুকুম পরোয়ার ঝান্সীর রাণীর?

লক্ষ্মণ। আমাদের সেরেস্তার উপর গভর্ণর জেনারেলের হুকুম যে এসেছে মা—

রাণী। হুকুম এসেছে!

লক্ষ্মণ। হ্যাঁ, মা।

রাণী। সে কথা আমাকে জানান নি কেন?

লক্ষ্মণ। তোমার মেজাজ তো আমার জানা আছে মা, পাছে স্কীনসাহেবের হুকুম নিয়ে একটা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বস, তাই

কথাটা চেপে রাখা হয়েছিল। তাছাড়া, দুদিন পরেই যখন ঝান্সীর সরকারই ইংরেজ কোম্পানার এক্তিয়ারে চলেছে—

রাণী। তার মানে? কথাটা খুলেই বলুন—কিছুই লুকোবেন না আমার কাছে—

লক্ষ্মণ। লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষের বড়লাট হয়ে এসেই দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস করবার জন্তে সেই যে লালমুখখানি ব্যাদন করেছেন—আজ পর্য্যন্ত কেউ কি তা বোজাতে পেরেছে মা? এবার এসেছে ঝান্সীর পালা। প্রথম পরোযানা যেই এলো, তুমি অমনি আগুনের মত জ্বলে উঠে—ইংরেজ সরকারকে গাল দিলে, রেসিডেণ্ট সাহেবকে ধমকালে, শত্রুতাই বাড়ালে; কিন্তু কলকাতায় বড়লাটের দরবারে একখানা দরখাস্তও পাঠালে না—

রাণী। না—দরখাস্ত পাঠাই নি। আপনাদের সে পরামর্শ আমি শুনিনি। যে রাজ্য শৃঙ্খলার সঙ্গে শাসিত হয়ে আসছে, দস্যুর মত অন্যায় করে গায়ের জোরে ইংরেজ সরকার সেই রাজ্যকে ছিনিযে নিতে হাত বাড়িয়েছে! এর প্রতিকার কি মুহুরীর মতন কলমের কালী দিয়ে দরখাস্ত লিখে সাদা কাগজকে কালো করা, না—তলোয়ারের মুখে খুন ঢেলে তামাম হিন্দুস্থানের জমি দস্যুর রক্তে রাঙিয়ে দেওযা? শেষের পথটাই আমি বেছে নিয়েছি বলে ঐ পরোয়ানার জবাব দিইনি।

লক্ষ্মণ। এ হলো রাগের কথা মা! শক্তিশালীর কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হলে দরখাস্ত—

রাণী। থামুন! দরখাস্ত······দরখাস্ত······দরখাস্ত······ওঃ! এই দরখাস্ত লেখার জন্তে আমি একজনকে·········না না না, কিছুতেই আমি তা পারি না—সে শিক্ষা আমি পাইনি জীবনে। ইংরেজের ঐ পরোয়ানার বিরুদ্ধে আমার এক কথা রাওকাকা—ঝান্সী আমি দেব না—"মেরী ঝান্সী নেহি দুংগী"।

লক্ষ্মণ। কিন্তু ওরা যে তোমার এই প্রাসাদটুকু বাদ দিয়ে, সারা ঝান্সী রাজ্যটাই দখল করার আযোজন ঠিক করে ফেলেছে মা! তাই না স্কীন সাহেব আগেই সেরেস্তাব মালখানা—

রাণী। আমি এখনই মালখানা বন্ধ কবে তালা দেব। শঠ প্রবঞ্চক কপট ইংরেজ বণিকের এ স্পর্দ্ধা আমি সহ্য কববনা—কিছুতেই না—

লক্ষ্মণ। মা, স্থির হও, নিজের শক্তির পবিমাণ বুঝে, ভবিষ্যৎ ভেবে কর্ত্তব্য স্থির কব, বরং সাহেবদের দববারে আমন্ত্রণ করে সম্প্রীতিব সঙ্গে—

রাণী। বেশ, দরবাবেব ব্যবস্থাই করুন। আসুন স্কীন সাহেব, আমি তাঁকে আমন্ত্রণ করব। সেই সংগে আমন্ত্রণ করব ঝান্সীর সর্দ্দার সামন্ত তালুকদার সৈনিক বাসীন্দা বাযত কৃষাণ চাষী মজুর প্রত্যেককে; আহ্বানেব ভাষা হবে একই রকম—কোন তাবতম্য থাকবে না। রাজী আছেন আপনি? রাজী আছেন আপনার স্কীন সাহেব?

লক্ষ্মণ। এতে আর অরাজীর কি আছে মা! প্রস্তাব ত ভালই মনে হচ্ছে।

রাণী। তবে ঐ ব্যবস্থাই করুন। একটু পরেই আমি আপনার সেরেস্তায আমন্ত্রণ পত্রের খসড়া পাঠাচ্ছি—

লক্ষ্মণ। বেশ—আব একটা কথা বলছিলাম মা!

রাণী। ভদ্রা—(প্রহরিণী ভদ্রার প্রবেশ) রাও কাকাকে নিযে যাও—

লক্ষ্মণ রাও ও ভদ্রার প্রস্থান

যতক্ষণ লক্ষ্মণ রাওকে দেখা গেল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। এই নির্ব্বাক ভঙ্গি যেন লক্ষ্মণ রাও সম্পর্কে তাঁর সন্দিগ্ধ মনোভাব স্পষ্ট করিযা দিল। পরক্ষণে রাণীর মুখখানি একেবারে বদলাইয়া গেল। সহাস্যে ধীরে ধীরে কামান চারিটির কাছে গিয়া নালি-মুখে হাত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিলেন।

রাণী। তোমাদের একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। ইংরেজের এক তাঁবেদারকে দাবিয়ে ঝান্সীর মুখ রেখেছ, এবার খোদ ইংরেজের পালা—কি বল? ঘনগর্জ্জ, আজাদী, শত্রু সংহার, অগ্নিবর্ষ! ইংরেজের পরোয়ানার জবাব দেবে তোমরা—তোমরা ক ভাই!

মুখ তুলিতেই দেখিলেন যে সীতা ও শিখণ্ডী পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁর এই কাণ্ড দেখিতেছে।

সীতা। (শিখণ্ডীর প্রতি) তুমি বুঝি জাননা—দিদি যে ওদের সঙ্গে কথা কন!

রাণী। শিখণ্ডী বুঝি আমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছে সীতা?

শিখণ্ডী। অবাক হইনি, তবে চমকে গেছি নিশ্চয়ই—

রাণী। চমকাবার—কারণ?

শিখণ্ডী। এক চেহারার লোক দেখলে চোখ যেমন নেচে ওঠে—চেনা সুর কানে বাজলে মনটাও যে তেমনি দুলে যায় রাণীমা! তাঁর কণ্ঠে শুনেছি কলমের গান, আপনার কথায় পেলুম কামান—

রাণী। কলমের সঙ্গে তুমি কামানের তুলনা কর! অনেক তফাৎ—

শিখণ্ডী। আমার প্রভু নানাসাহেব কিন্তু বলেন মা, কলম আর কামান দুই সমান। নানাসাহেবের আদি পুরুষ প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ গোড়ায় ছিলেন এক কেরাণী; পেশা ছিল তাঁর কলমবাজী। নানাজী সেকথা ভোলেন নি—তাই কুলপতির পেশাটাই বেছে নিয়েছেন। তিনি বলেন মা—গোলন্দাজ গোলা দাগে—কিন্তু তাকে চালায় কলমবাজ—

সীতা। কিন্তু কোন কলমবাজ কোনদিন গোলন্দাজ হয় নি।

রাণী। আজ মনে পড়েছে সীতা—আমার বিয়ের পর নানাসাহেবের এক জন্ম দিনে প্রকাণ্ড একটা কলম উপহার পাঠিয়ে, লিখেছিলাম—দস্তখত লেখবার জন্ত দেওয়া হলো।

শিখণ্ডী। সে কলমের মান তিনি রেখেছেন মা! সেই থেকে নূতন ভনিতায় দরখাস্ত লিখেছেন, আর বিলি করছেন সারা হিন্দুস্থানে।

সীতা। এত দরখাস্ত তিনি কাদের কাছে পাঠান শিখণ্ডী?

শিখণ্ডী। তাঁর দরখাস্ত যেখানে সার্থক হবে বোঝেন, সেই খানেই পাঠান। এই যে, একখানা দরখাস্ত এখানেও এসেছে—দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম—এই নিন মা!

পত্র প্রদান করিলেন

রাণী। (পত্র লইযা) নানাসাহেবের চিঠি?

শিখণ্ডী। দরখাস্ত মা—

রাণী। (পত্র খানি এক নজরে দেখিয়া) কলমবাজ কেরাণী বলে চিরদিন যাকে আঘাত দিযেছি সীতা, তার দরখাস্ত শোন—

পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন

স্নেহের মুন্না,

শুনে নিশ্চয় তুমি সুখী হবে, বিলেতের সরকারের কাছে আমাদের বৃত্তি বন্ধের দরুণ দরখাস্ত বাতিল হবার পর থেকেই নানাসাহেবের দরখাস্ত রূপ বদলেছে—তারই একটা আদল চলেছে তোমার কাছে। কলমবাজের আর্জ্জি—সর্তক হও। মীরচাঁদের পরাজযকে ইংরেজ নিজের পরাজয় বলেই গ্রহণ করেছে। দুরাত্মার ছলের অভাব হবে না। কলমের সঙ্গে কামানের সংযোগের দিন আগত। তোমার বিখ্যাত কামানগুলি সংগোপনে রাজোদ্যানের মাটীর নিচে লুকিয়ে ফেল। একদিন এ নির্দ্দেশের সার্থকতা বুঝবে। চিরহিতার্থী ভাই নানাসাহেব।

রাণী। এ চিঠি কে এনেছেন শিখণ্ডী?

শিখণ্ডী। তাঁর দরখাস্ত নিয়ে যারা সারা হিন্দুস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরই একজন মা—

রাণী। জবাব চেয়েছেন?

শিখণ্ডী। না। তিনি বলেন মা, রাজারাণীদের কাছে দরখাস্ত পাঠান যত সহজ, জবাব পাওয়া তত শক্ত।

রাণী। এ কথার অর্থ আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝি। আজ মনে পড়ে কৈশোরের কথা। মুগ্ধ হতাম তার কথায়—ভদ্র ব্যবহারে। দেবকুমারের মত অপূর্ব্ব রূপ—চোখ দুটো বুঝি ঝলসে দিত। তারপর যেই মনে হোত—ইংরেজের অনুগৃহীত বৃত্তিভোগীর পুত্র সে—অপদার্থ পিতার পরগ্রহ কেরাণী···অমনি বিষিয়ে উঠত সমস্ত মন—মাথায় আগুন জ্বলতো, ছুটে সরে যেতাম তফাতে! কত আঘাত দিয়েছি তাকে—কত লজ্জা, কত ঘৃণা, কত তাচ্ছিল্য! একটী দিনও প্রতিবাদ করেন নি—মুখের হাসি মুখে লেগেই থাকত; নিজেই ছোট হয়ে যেতাম, পালিয়ে গিয়ে মুখ লুকাতাম লজ্জায়। আজ সেই নানা, সেই ঘৃণ্য, নগণ্য কেরাণীর এ কি পত্র! যেন এত বড় সহায় আর কেউ নেই—সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমার স্বার্থ চিন্তা করছেন! আর—আমি তাঁকে কি অপমানই না করেছি—রাখী চেয়েছিলেন, দিইনি; বৃত্তি-ভোগীর পুত্রের হাতে রাখী বেঁধে দেবে ঝান্সীর রাণী!

সীতা। দিদি—

শিখণ্ডী। মা—

রাণী। সত্যই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। হ্যাঁ! আচ্ছা শিখণ্ডী, (চিঠিতে অঙ্কিত লাল পদ্মটি দেখিয়ে) এ লাল পদ্মের মানে কি বলতে পার?

শিখণ্ডী। আমি ত জানি না মা, নানা সাহেবের কথা তিনিই বলতে পারেন।

শিশু লক্ষ্মীকান্তের হাত ধরিয়া আনন্দস্বামীর প্রবেশ

রাণী। এই যে স্বামীজী—আসুন। (প্রণাম করিলেন) নানাসাহেব আমাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছেন স্বামীজী!

স্বামীজী। আমার কাছেও একখানা এসেছে মা! সঙ্গে একটি লাল পদ্ম। লক্ষ্মীকান্ত পড়ে শোনালো। কিন্তু মা, নানাসাহেব চিঠি পাঠাচ্ছেন লোক বেছে বেছে, আর—তোমার মত লোকেদের কাছে; হিন্দুস্থানের জনসাধারণকে তিনি ভুলে গেছেন। কিন্তু তারা জেগে না উঠলে নানা সাহেবের সব চেষ্টাই যে বিফল হবে মা?

শিখণ্ডী। আপনি কি করতে বলেন?

স্বামীজী। আমি বলি, চিঠিতে হবে না শিখণ্ডী। এমন কতকগুলি কৃতী লোককে দিকে দিকে পাঠাতে হবে—যারা জনসাধারণের মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে পারে। শুধু রাজান্তসমাজে নয়—গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষী মজুর শিল্পী গৃহী সকলকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করবে তারা।

রাণী। স্বামীজী খুব যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছেন। কিন্তু ইংরেজের চোখে ধূলো দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলবে কে?

স্বামীজী। মা, যদিও আমি অন্ধ—কিন্তু তুমি যদি অনুমতি দাও, মহালক্ষ্মী মায়ের পূজার ভার লক্ষ্মীকান্তের হাতে দিয়ে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

রাণী। আপনি!

স্বামীজী। হ্যাঁ—মা।

রাণী। আমার কোন আপত্তি নেই স্বামীজী!

স্বামীজী। মহারাণীর জয় হোক। আমি তবে প্রস্তুত হই মা, চল লক্ষ্মীকান্ত।

লক্ষ্মীকান্তের সহিত আনন্দ স্বামীর প্রস্থান

শিখণ্ডী। তাহলে সেরেস্তা সম্বন্ধে মা—

রাণী। সেরেস্তা এখন থাক—নানা সাহেবের কথাটাই এখন কাজে লাগাতে হবে। কামানগুলোর ব্যবস্থা আগে কর।

তৃতীয় দৃশ্য

রেসিডেণ্ট কর্ণেল স্কীনসাহেবের ড্রইংরুম। কর্ণেল স্কীন, এমিলি, মীরচাঁদ ও শেঠ মদনলাল। কর্ণেল স্কীন চেয়ারে বসিয়া পাইপ টানিতেছেন। এমিলি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কার্পেটে ফুল তুলিতেছেন। অদূরে শেঠ মদনলাল ও মীরচাঁদ পাশাপাশি বসিয়াছেন। শেঠজী নিবিষ্টমনে হিসাবের খাতা দেখিতেছেন। স্কীনসাহেব হঠাৎ মীরচাঁদের প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি চমকে উঠলেন—

স্কীন। You লালা মীরচাঁদ—টুমি যে এরূপ অপডার্থ টাহা হামিদের ধারণা ছিল না। হামিরা টোমাকে সিপাহি দিল, হাতিয়ার দিল, ডুইঠো কামানভি দিল, শেঠজী রূপিয়া ঢালিলো—টথাপি টুমি লড়াই ফটে করিতে পারিলেনা—আরে ছো—ছো—ছো—

এমিলি। স্কেম—স্কেম! টোমার ডেশের আওরাৎ টোমাকে গাদ্ধা বানাইয়া দিল? মার খাইয়া মুখ চুণ করিয়া ডিফিট হইলে টুমী মীরচাঁদজী?

মীরচাঁদ। কি বলবো মেমসাহেব—নসীব আমার নেহাৎ মন্দ—নৈলে এত সহায় সম্পদ পেয়েও এমন করে হেরে আসি। একটা মেয়েছেলের কাছে ফৌজদার মীরচাঁদ মার খেয়ে ফিরে এলো—যার পিছনে রয়েছে ইংরেজ কোম্পানী বাহাদুর—

মদন। এখন আমার নসীবের কথা বলুন। এত টাকা যে ঢাললুম তার কি ফায়দা হ'ল? আপনি তো বছর সালিয়ানা ছ'লাখ টাকা বুঝে নিয়েছেন কিন্তু সে টাকা বিলকুল ঘুগিয়েছে এই শেঠ মদনলাল—

এমিলি। কেত্ত টাকা শেঠজীকে ডালিতে হইল?

মদন। হাত নাগাদ হিসেব বেরিয়েছে মেমসাহেব—ছাপান্ন লাখ, সাতাশ হাজার সাতশো, ছিয়াল্লিশ টাকা, তের আনা, তিন পাই—

এমিলি। My God! টাকার হিসাব শেঠজী বডন মধ্যে রাখিয়াছেন। থলিযার মধ্যে যেমন রূপিয়া রাখিয়া ডেন!

মদন। এখন এ টাকা আমায় কে দেবে?

স্কীন। ঝান্সীর সেরেস্তা দিবে!

মদন। হুজুরের সরকার ঝান্সী দখল করলে সেরেস্তাতো আর রাণীর তাঁবে থাকবে না—তাহ'লে—

স্কীন। টথাপি আপনার টাকা রাণীকেই ডিটে হইবে—যে হেতু ঐ ঋণ করিয়াছিলেন রাণীর Husband লেট রাজাজী। শেঠজীর টাকা আদায় করিবার বণ্ডবষ্ট হামি করিয়া দিবে।

মদন। তাহলেই বান্দা কৃতার্থ হবে। হুজুর বরাবরই গরীব পরোয়ার। হুজুরের জয় জয়কার হোক!

স্কীন। Alright. Then good by। আপনারা এখন যাইটে পারেন।

সেকহ্যাণ্ড করিলেন। সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া মদনলাল ও মীরচাঁদ চলিয়া গেল

স্কীন। Both they are Selfish creature!

এমিলি। An Wolf-dog and wolfish Sylock I See!

স্কীন। Ha-Ha-Ha—

দেওয়ান লক্ষ্মণরাওয়ের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। বন্দেগী জনাব—

স্কীন। Hallow দেওযান সাহাব, Good Evening! take your seat please.

সেকহ্যাণ্ড করিয়া বসাইলেন

এমিলি। কেমন আছেন দেওযান সাহেব?

লক্ষ্মণ। মাপ করবেন মেমসাহেব—আমি আপনাকে লক্ষ্য করিনি।

এমিলি। No—No—আমি নিতান্ত ক্ষুদ্র প্রাণী—আপনি রাওজী, রাণীজীর দেওয়ান আছেন—আউব, রাজ্যের সরকার বদল হইলে প্রাইম মিনিষ্টার হইটেছেন! আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণী আপনাব মতন ব্যক্তির লক্ষের বাহিরে থাকিবেই।

লক্ষ্মণ। না—না—না—একি আপনি বলছেন মেমসাহেব! আপনি ক্ষুদ্র প্রাণী? আপনার মেহেরবাণী পাবার জন্যে মধ্যভারতের যাবতীয় রাজা ও রহিসরা সর্ব্বদাই যোড়হস্ত হয়ে থাকেন। হ্যাঁ, ভালকথা—আমাদের রাণীসাহেবা যে বিশেষ দরবার করছেন, তাতে নিমন্ত্রিতের তালিকায় আপনার নামটাই সর্ব্বাগ্রে লি:খছেন দেখলাম। তিনি তাঞ্জাম পাঠিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবেন।

স্কীন। Whats the idea দেওযান?

এমিলি। কথাটা পরিস্কার করিযা বলেন টৌ—সাহেবও তাজ্জ্যব হইয়া গিয়াছেন।

লক্ষ্মণ। রাণীসাহেবার উপর মহামান্য বৃটিশ সরকারের হুকুম জারির আগেই তিনি বিশেষ দরবারে আপনাদের সামনেই তাঁর হুকুম জারি করবেন—এই আর কি! পত্র নিয়ে দূত আসছে।

স্কীন। I see! I see! এই রাণী ভারী চটুর আছেন। রাজনীতির যুদ্ধে তিনিই প্রথম আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

এমিলি। কিন্তু আমার প্রতি আপনার রাণীসাহেবার এতখানি অনুগ্রহের কি কারণ আছে?

লক্ষ্মণ। রাণীসাহেবা শুনেছেন, আপনি নাকি ভারতবাসীর আচার ব্যবহার রাজনীতি এবং তাদের ভাষাগুলি রীতিমত অনুশীলন করে থাকেন। সেইজন্যই বোধহয় আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন। এ রাজ্যের মহিলাদের মধ্যে একমাত্র আপনিই আমন্ত্রিতা।

এমিলি। রাণীসাহেবা is very kind to me এবং ইহা আমার সৌভাগ্য—

স্কীন। রাণীসাহেবার কি মতলব হইটেছে টাহা অনুমান করিতে পারেন?

লক্ষ্মণ। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির মত বাণীর রাজ্যও ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হবে—এই মর্ম্মে একটা কানাঘুসা চলেছে। সম্ভবতঃ সে সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যই রাণীর এই দরবার।

স্কীন। ইহার মধ্যে অপর কোন হেতু আছে এমন কিছু খবর পাইযাছেন?

লক্ষ্মণ। এভাবে রাণীসাহেবার দরবার করবার হেতু বুঝতে পারছেন না সাহেব! ঝান্সীর সামন্ত রাজা, জমিদার, কেল্লার জাঁদরেল সর্দ্দার, মনসবদার, মায পল্টন আর মাতব্বর প্রজাদের সামনে আপনার সরকারের মতলবটা ফাঁস করে দিয়ে বলবেন—ঝান্সীর এই অবস্থা, আমি কিন্তু ঝান্সী ছাড়বোনা—এখন তোমরা সহায় হও।

স্কীন। Rani is very cleaver—উট্টম চাল চালিয়াছেন।

লক্ষ্মণ। সে চাল আমি চালতে দেব না সাহেব।

স্কীন। কি করিবেন?

লক্ষ্মণ। দরবারের ত্রিসীমায পল্টনের কোন লোককে ঘেঁসতে দেওয়া হবে না; তারপর সাহেব—বাইরে থেকেও যাতে লোকজন না আসতে পারে, তার ব্যবস্থাও করা যাবে।

স্কীন। পারিবেন উহা করিটে ?

লক্ষ্মণ। সব পারবো সাহেব—সব পারবো। কিন্তু আশঙ্কা হয়, শেষে আমাকেই না ভুলে যাও তোমরা! এই জাতও যাবে, আর পেটও ভরবে না—তেমনটি না হয়!

স্কীন। Don't you worry দেওযান সাহেব! বৃটীশ জাতি উপকার ভুলিয়া যায না। হ্যাঁ, সেরেস্তা ঠিক চালু রহিবে ?

লক্ষ্মণ। তা একরকম চালু করে নিতে হবে বৈকি।

স্কীন। What do you mean by একরকম? আপনার জবাবে স্ফূর্তির অভাব দেখিতেছি কি নিমিত্ত ?

লক্ষ্মণ। তা হ'লে নির্ভযেই বলি—তামাম সেরেস্তার সবাই হুজুরের হুকুম মাথা নিচু করে মেনে নিযেছে—মাত্র গুটীকয়েক বেওকুব দল পাকিয়েছে। যে লোকটীকে সাহেব সেদিন দেখেছিলেন—সেই হচ্ছে দলের পাণ্ডা।

স্কীন। এতবড় গুরুতর খবরকে আপনি চাপিয়া যাইতেছিলেন দেওয়ান সাহেব—who are the devils that dares disobey my order. টাহাদের নাম ?

লক্ষ্মণ। শিখণ্ডী, শম্ভুদাস, রঘুরায়, মদনপাঁড়ে আর হাকিম-সাহেব।

স্কীন। Are they Citizen of Jhansi—টাহারা ঝান্সীর বাসিন্দা আছে ?

লক্ষ্মণ। না হুজুর, সবকটাই পরদেশী।

স্কীন। এই Town এর কোনদিকে টাহাদের গর টাহা আপনি অবগত আছেন ?

লক্ষ্মণ। যাতে আপনারাও অবগত হন সে ব্যবস্থা করে দেব; তবে আমি যাব না—যেহেতু আমার যাওয়া উচিত নয়।

স্কীন। All right, come on. টাহাদিগকে হামি· Bad example হইটে ডিবে না। I want to meet them.

স্কীন ও লক্ষ্মণরায়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

ঝান্সী—কেরাণী-মঞ্জিল

গুড়ুক টানিতে টানিতে শম্ভুর ব্যস্তভাবে প্রবেশ

শম্ভু। ওরে রোবো, শিগ্‌গীর মাদুর বিছিয়ে আসন করে দে। ও পাঁড়েজী, ওহে হাকিমসাহেব, দেখছ কি? কারা আসছে খবর রেখেছো?

রঘু, মঙ্গল পাঁড়ে ও হাকিমসাহেব ছুটিয়া আসিল। রঘু একটা মাদুর আনিয়া বিছাইতে লাগিল

মঙ্গল। কারা আসছে খুড়ো, কারা?···কি খুড়ো, গুড়ুক খাবে না বলবে?

শম্ভু। আরে শোন নি, আনন্দ স্বামী আসছেন, আর সেই সঙ্গে সেই আজিজান···ঐ যে গো উল্কাবাঈ যার নাম দিয়েছে শিখণ্ড—সেই স্বামীজীকে কেরাণী মঞ্জিলে আনছে হে! শিখণ্ডীও সঙ্গে আছে।

হাকিম সাহেব। বল কি, স্বামীজী আসছেন কেরাণী মঞ্জিলে!

মঙ্গল। বাঃ, উল্কার তো বাহাদুরী আছে!

রঘু। ঐ ঐ আসছেন। চোখেতো দেখতে পান না—শিখণ্ডী হাত ধরে নিয়ে আসছে।

উল্কা, শিখণ্ডী ও স্বামীজীর প্রবেশ

সকলে। আসুন আসুন আসুন!

শম্ভু। আমরা অধম কেরাণী, মসীজীবী; আপনাকে অভ্যর্থনা করবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

উল্কা। এইখানে বসুন— বেতের মোড়ায় বসাইল

স্বামীজী। কেরাণী অধম কে বলে? জান, কেরাণী না হলে রাজ্য চলে না—তার সাক্ষী তো তোমারাই—

শম্ভু। আমরাই! কি বলছেন স্বামীজী?

স্বামীজী। যা শুনেছি তাই বলছি। ইংরেজ সরকারের হুকুমের উপর বড় বড় রাজারাও কথা বলতে সাহস পায় না, আর এই কেরাণী-মঞ্জিলে তোমরা ক'জন কেরাণী সে সাহস দেখিয়েছ। শুনে আনন্দ হয়েছে বলেই তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি। চোখ তো নেই যে বলবো দেখতে এসেছি।

শিখণ্ডী। সবাই বলছে, আমাদের পক্ষে ওটা নাকি দুঃসাহসের কাজ হয়েছে।

শম্ভু। এখন একটা প্রার্থনা আছে স্বামীজী!

স্বামীজী। বলো—

শম্ভু। পায়ের ধুলো যখন পড়েছে—আর নিজের মুখেই বললেন আলাপ করতে এসেছেন, তখন সঙ্গীতের একটা আলাপ—

স্বামীজী। গানের কথা বলছো? গান শুনতে চাও? বেশ, গান শোনাব। কিন্তু কি সর্ত্তে আমি গান গাই তা জান?

শিখণ্ডী। তা তো জানি না স্বামীজী!

উল্কা। আমি বলছি—স্বামী মহারাজ গানে যা বলবেন, তাই করতে হবে, আর মনে মনে জপতে হবে গানের প্রতি কথাটা—

শম্ভু। বেশ, আমরা রাজী—

শিখণ্ডী। খুড়ো যখন রাজী, আমরাও স্বামীজীর সর্ত্তে সম্মত আছি।

রঘু, মঙ্গল, হাকিম। নিশ্চয়ই—

স্বামীজী। বেশ, তা হলে গান শোন—

স্বামীজীর গান

বাঁধন আজ ছিঁড়তে হবে
শৌর্য্যের বজ্র রাগে
জীবন ঐ পাগল হলো
মরণের ধ্বংস যাগে ॥
চোখে তোর আগুন জ্বালা
এলোরে জাগার পালা
বিদেশী কারার বাঁধন
কাতরে মুক্তি মাগে
নাচরে ধ্বংস যাগে ॥
চির তুই, সত্য যে তুই, নির্ভয়ে থাক্‌বি বেঁচে
অমৃতের পুত্র যে তুই—দুর্দমে চলরে নেচে
জীবনের এই তো রীতি
সাধনের এই সে নীতি
মৃত্যু তোর ভৃত্য পায়ের, জেনেনে চলার আগে
মরণের ধ্বংস যাগে ॥

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ঘা পড়িল

শিখণ্ডী। এই ভয়ই করেছিলাম! এখন উপায়? হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে; উল্কা তুমি নাচ—আসুন স্বামীজী! আপনাকে ওঘরে নিয়ে যাই।

স্কীন। কোন হ্যায় ক্যামরামে! কেওয়াড়ী খোল জলদি open the door.

শম্ভু। রোঘো, দুয়ারটা খুলে দিয়ে আয়—নৈলে এখুনি ভেঙ্গে ফেলবে—

রঘু। সাহেবের গলাই বটে—

মঙ্গল। আমার হাতিযারটা আনবো নাকি ?

শিখণ্ডী। হুঁসিযার মঙ্গল মাথা গরম করিস নি।

স্কীন, গর্ডন, ডনলাপ ও মদনলালের প্রবেশ

স্কীন। Hallow sett দরজা বন্ধ করিষা ইহারা কি করিটেছিল ?

মদন। নাচছে হুজুর নাচছে—Dance করছে। ঐ যে নাচনাওযালী—

স্কীন। Oh I see আওরাৎ Dance করিটেছে Native dancing girl ! কি নাচ টুমি নাচিটেছে ? হামি টুমার dance বুঝিটেছে না।

শম্ভু। সাহেব যা বুঝবে তাই দেখাও নাচনেওযালী—যাব নাম তাণ্ডব ! ড্যাডাং—ড্যাডাং—ড্যাং

উল্কা পলকে নাচের রূপ বদলাইয়া রণনৃত্য আরম্ভ করিল—সমগ্র মঞ্চ নৃত্যের উদ্দামগতিতে কাঁপিতে লাগিল

স্কীন। হরিব্যল—হরিব্যল Oh my god ! She has become mad.

শম্ভু। ডরো মৎ, নাচ হ্যায় ; হামাদের ভাব আ-গিয়া। নাচ হ্যায়। শিব শম্ভুজী কি রণ তাণ্ডব হ্যায়।

স্কীন। What ! who are you ? টোমার কি নাম আছে ?

শম্ভু। আমার নামও ঐ শম্ভু আছে—যিন্‌কা তাণ্ডব দেখতা হ্যায় ! ম্যায ভি ঐ শম্ভু হ্যায়।

গর্ডন। শম্ভু ! Oh I see !

স্কীন। you are Sambhu. (ফাইল দেখিয়া) yes—Your name is on the top of list. you শম্ভুদাস, টোমার হাটে উহা কি আছে ?

শম্ভু। হাবল বাবল আছে সাহেব—চলবে ?

ডনলাপ। What!

মদন। চুপ! সাহেবের সঙ্গে মস্করা—স্পর্দ্ধা তো তোমার কম নয়।

স্কীন। এই ম্যান কোন আছে শেঠ ? And other men ? রঘুরায়, শিখণ্ডী, মঙ্গল পাঁড়ে and হাকিমসাহেব ?

মদন। সনাক্ত করছি সাহেব—কলম হাতে ঐ হচ্ছে রঘুরায়, মুখখানা চাঁচাছোলা ঐ হচ্ছে শিখণ্ডী, গাল পাট্টা গালে, 'ওর নাম—মঙ্গল পাঁড়ে, আর ঐ নুরওযালা, উনি হচ্ছেন হাকিম সাহেব।

স্কীন। I see! Now listen you all—টুমিরা সকলে শুনুন! সরকারী সেরেস্তা হইতে কি নিমিত্ত টুমিরা কাম ছাড়িয়াছে ?

শম্ভু। এই পোষালনা; কাজ করতে ইচ্ছে নেই—তাই ছেড়ে দিয়েছি—ব্যাস—

স্কীন। টুমি রঘুরায় ? কি টোমার রায় আছে ?

রঘু। আমারও ঐ কথা আছে স্যার!

স্কীন। টুমি মঙ্গল পাঁড়ে, টুমি কেন কাম ছাড়লে ?

মঙ্গল। তাহলে বলি সাহেব—শোন। নবাবের হাত থেকে অযোধ্যা কেড়ে নিয়েই ৬০ হাজার সিপাইকে একদিনে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলে তোমায় কোম্পানী। আজ তারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে পেটের দায়ে। এখন তোমরা এই সেরেস্তা দখল করেছ শুনে ছাড়িয়ে দেবার আগেই মানে মানে নিজেই সরে দাঁড়িয়েছি। বাংলাদেশের ছেলে আমি নিজের দেশে চলে যেতে চাই।

উদ্ধা। সাবাস পাঁড়েজী, সাবাস।

স্কীন। আমি কহিটেছে—কোম্পানী টুমিদিগকে ছাড়িবে না, টোমিদিগের সার্ভিস লইবে। Now you Mr. শিখণ্ডী—টুমি কেন সেরেস্তা ছাড়িলে ?

শিখণ্ডী। কি করবো সাহেব, শেঠ মদনলালজী নারাজ হোলেন। লেড়কীর সাথে সাদী দিল না, সেই দুঃখেই আমি তো কাম ছাড়িয়ে দিল।

মদন। উল্লু কাঁহাকো, মুখ সামালকে বাৎ বলো। আমার সাথে বেয়াদপী—দিল্লাগী!

গর্ডন। What's the matter Settjee?

মদন। ঝুট সাহেব ঝুট। ও বাওরা আছে—উল্লু আছে, বিলকুল ঝুট বলছে। আমার সাথে দিল্লাগী লাগিযেছে। আসলে আমার লেড়কী না আছে।

স্কীন। You are a very very jolly chap. We like such fellow. টুমি অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি হইযাছে। This misunderstanding, I mean ভুল ধারণা দূর করিয়া দিতে you Settjee come on শিখণ্ডীর সাথে পিস্ করিয়া ফেলেন।

সাহেব জোর করিয়া উভয়ের হাতে হাত মিলাইয়া দিলেন। এবং শেঠকে ইঙ্গিত করিলেন শিখণ্ডীকে দলে লইতে। একটু দূরে গিয়া শিখণ্ডীর সহিত শেঠ মদনলাল চুপি চুপি আলোচনা করিতে থাকিল।

স্কীন। Now listen. আমি টুমিদিগকে কহিটে চাহে যে, টুমিরা পাঁচ ব্যক্তি একটী Bad example তৈয়ারী করিবে না। সেই নিমিত্ত টুমিদিগকে খুসী করিতে হামি আসিয়াছে—হামি যে প্রস্তাব করিটেছে টাহা ঐ শিখণ্ডী টুমিদিগকে বলিবে। আমি ইহাকে টোমিদের মুখপট্র করিতে চাহে। ইহাটে কাহার আপট্টি আছে—

শম্ভু। তোমার যা বলবার সাহেব, ওকেই তুমি বলো; ও যদি খুসী হয় আমরাও খুসী হবো, ও রাজী হলে আমরাও রাজী।

হাকিম। ব্যাস্—ব্যাস্, খুড়ো যখন রাজী, আমরাও রাজী।

স্কীন। Hallow Sett. মুখপত্র কি কহিটেছে?

মদন। রাজী হয়েছে সাহেব, তবে গুটী তিনেক সর্ত্তে।

স্কীন। হামিলোক শুনবে Please explain হামিকে বলেন।

মদন। পয়লা সর্ত্তের দফা হোচ্ছে—টাকা, দোসরা—পাকা চাকরী, তেসরা দফা—বারজন জোয়ান আর মজবুত বেকার লোককে তাদের পছন্দ মত পল্টনে বাহাল করতে হবে তার সুপারিশ। এগুলো মঞ্জুর হলে এরা হুজুরের মর্জ্জি মত কাজ করতে রাজী।

স্কীন। All right—then Mr. শিখণ্ডী—

শিখণ্ডী। বাজী মাৎ সাহেব, আর চিন্তা কি? তোমরা এখন কুঠিতে যাও—টাকা রোকা সব তৈরী করে রাখ; আমি ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই সব পাকা করে ফেলবো।

স্কীন। ব্যাস ব্যাস, হামি খুসী হইয়াছে; টুমি লোককে খুসী করিবে। you শিখণ্ডী জলদি আসিবে।

সাহেবদের প্রস্থান

শম্ভু। বলি তোমার মৎলবখানা কি হে বাপু?

রঘু। তাইতো, টাকা রোকা পাকা চাকরী।

মঙ্গল। তারপর, পল্টনে বহাল করার সুপারিশ—

শম্ভু। ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছি না যে, কি করতে চাস শুনি?

শিখণ্ডী। চাই টাকা, চাই ঝান্সীর সেরেস্তায় খুড়োকে আর রঘুদাকে জাঁকিয়ে বসাতে। চাই মঙ্গলপাঁড়ে থেকে সুরু করে সেখ আমেদ পর্য্যন্ত আমাদের দলের সব কটা জোয়ান মর্দ্দকে ইংরেজের হরেক এলাকায় এক এক পল্টনে ঢুকিয়ে দিতে।

শম্ভু। বুঝেছি, ঘুস খেয়ে ইংরেজের দলে ভিড়ে গেলি, আমাদের মাথা খেলি। কিন্তু এর পর রাণীর কাছে কি করে মুখ দেখাবি? তুই না তার ধর্ম্ম পুত্তুর হয়েছিলি?

শিখণ্ডী। এ মুখ আর দেখাচ্ছি নে। মুখোমুখী যখন হবে মুখও বদলে যাবে। কিন্তু কালধর্ম্মের কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? কালের তালে

তালে পা না বাড়ালে পাল্লা দেওয়া কি চলে? রাণীর ধর্ম্মপুত্তুর হয়েছি বলেই তাঁকে জোয়ারের জলে ঠেলে দেব না—বরং এগিয়ে দেব তাঁর সামনে ছোট্ট একটি ভেলা। যার ওপর ভর করে তিনি এই প্রলয়-পয়োধির বেগ সামলাতে পারেন। রাণীর জন্যই এই ছলাকলা। মুখ পাত যখন করেছ, বিশ্বাস বজায় রেখো—শেষে মিলিয়ে নিও আমার কথা।

পঞ্চম দৃশ্য

ঝান্সীর সুসজ্জিত দরবার

রাণী লক্ষ্মীবাঈ, দামোদর, সীতাবাঈ, রাণার শরীররক্ষিণীগণ, লক্ষ্মণরাও ও সভাসদগণ

লক্ষ্মণ। ওঁরা বুঝি এলেন—

এমিলি ও গর্ডনের প্রবেশ

রাণী। আমি সাগ্রহে আপনাদের প্রতীক্ষা করছি। কিন্তু অনারেবল কর্ণেল স্কীন কোথায়।

এমিলি। ক্যালক্যাটায় এক জরুরী ডেসপ্যাচ পাঠাইবার জন্য তিনি একটু বিজি আছেন; দরবারে আসিটে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইটে পারে। কিন্তু মাননীয়া রাণীসাহেবার নিমন্ত্রণ আমাকে এত অধিক আনন্দ দিল যে আমি সাহেবের অপেক্ষা না করিয়াই ইহাদের সহিত অগ্রেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

রাণী। আপনার ন্যায় মহিয়সী মহিলার উপস্থিতিতে আমার এই ক্ষুদ্র দরবার ধন্য হল। নিজেকেও আমি ধন্য মনে করছি।

এমিলি। আমি কর্ণেল সাহেবের কাছে জ্ঞাত হইয়াছি, ইহার পূর্ব্বে কোন ব্রিটিশ লেডী ঝান্সীর দরবারে নিমন্ত্রিত হয় নাই। এই হেটু

আমি প্রথম সৌভাগ্যবতী মহিলা এবং এই নিমিত্ত আমি পুনরায় রাণী-সাহেবাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

রাণী। আপনার উপস্থিতির জন্য আমিও নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং নারীর অন্তর দিয়েই আপনি এক নারীর প্রতি আপনার দেশবাসীর ব্যবহার উপলব্ধি করবেন এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিছি···ওকি?

বাহিরে ইংরাজী বাদ্য বাজিল ও বহুকণ্ঠোচ্চারিত 'হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে' ধ্বনি উঠিল

লক্ষ্মণ। কর্ণেল স্কীন সাহেব এলেন বুঝি?

ব্যস্তভাবে বাহিরে গেলেন

রাণী। তার জন্যে বৃটীশের রণবাদ্য কেন?

লক্ষ্মণ রাওএর সঙ্গে কর্ণেল, স্কীন, গর্ডন ও ইংরেজ রক্ষীর প্রবেশ

রাণী। আসুন কর্ণেল স্কীন। আপনার বিলম্ব দেখে আমরা উদ্বিগ্ন হচ্ছিলাম। কিন্তু যে রকম জাঁক-জমকে আপনি এলেন, তাতে মনে হলো আপনি দরবারে রাণীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন নি—যেন তার রাজ্যপাট দখল করতে এলেন।

স্কীন। ঝাঁন্সীর রাণী যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া থাকেন—এই বাক্য হইতে তাহা বুঝা যাইতেছে। যে নিমিত্ত রাণী সাহেবা দরবার করিয়া আমাদিগকে ডাকিয়াছেন তাহার আর প্রয়োজন দেখিতেছি না।

রাণী। এ কথার অর্থ কি কর্ণেল স্কীন? জানেন আপনি—কি উদ্দেশ্যে আমি এই দরবার আহ্বান করেছি?

স্কীন। Yes Yes we understand রাণীসাহেবা! আমিরা জানে, মহামান্য গর্ভনর জেনারেল বাহাদুরের সিদ্‌ধান্ট্‌ অগ্রাহ্য করিয়া আপনার অন্যায় দাবীকে Establish অর্থাৎ কায়েম করিবার নিমিত্ত এই দরবার আপনি ডাকিয়াছেন।

রাণী। আমার অন্যায দাবী কায়েম করবার জন্য, না—আপনার বড়লাট বাহাদুর পূর্ব্বের সন্ধিপত্র ছিন্ন করে অন্যায ভাবে আমার রাজ্যাপহরণের যে অপচেষ্টা করেছেন, তার প্রতিবাদের জন্যই আমাব এই দরবার?

স্কীন। রাণী সাহেবাকে নিবৃত্ত হইতে আমি অনুরোধ করিতেছে।

এমিলি। No No Dear রাণী সাহেবা তাঁহার বক্তব্য অবশ্যই বলিবেন, ব্যক্তি স্বাধীনতায ইংরাজ জাতি বাধা দিতে পারিবে না।

রাণী। আমার ঝান্সীর সম্পর্কে যে কথা, তা ব্যক্ত না করে নিবৃত্ত হবার সাধ্য আমারও নেই কর্ণেল স্কীন। শুনুন আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী পলিটীক্যাল এজেন্ট এলিস সাহেবের এক অপরূপ আখ্যাযিকা। আমার স্বামী—এই রাজ্যের অধীশ্বব মহাপ্রস্থান করছেন! অশ্রু-আপ্লুত-চক্ষে পরিজনবা তাঁকে পরিবেষ্টন করে আছেন। কোলের কাছে বসে আছে এই শিশু—তাঁর প্রিয়তম দত্তক, সেই সময রাজার আহ্বানে মেজর এলিস এলেন সেই ঘরে। রাজার পানে চেযে রুমালে চোখ দুটী মুছলেন তিনি। এলিসের হাত দুটী ধরে আর্ত্তস্বরে মিনতি জানালেন রাজা—আমার বৈধ দত্তক এই বালক রইল—ব"ঃপ্রাপ্ত না হওযা পর্য্যন্ত এর অছি হযে পাটরাণী করবেন রাজ্য শাসন। এই প্রতিশ্রুতি দিন সাহেব—ইংরেজ থাকবে চিরদিন ঝান্সীর সহায। বাইবেল ছুঁযে যিশুর নাম করে এই শিশুকে কোলে তুলে নিযে এলিস সাহেব প্রতিশ্রুতি দিলেন—নিশ্চিন্ত হোন রাজা, ইংরেজ শেষ পর্য্যন্ত করবে এই শিশুর স্বার্থ রক্ষা। সেই প্রতিশ্রুতির এই পরিণাম? আজ ইংরেজ সর্ব্বাগ্রে এই শিশুকে তার পৈতৃক সিংহাসন থেকে নামিয়ে তার বুকে বসবার জন্য এগিয়ে এসেছে।

স্কীন। কিন্তু রাণী সাহেবা বিস্মৃত হইতেছেন, লেট মেজর এলিসের সহিত তাহার প্রতিশ্রুতি কবরের মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। The Present Government উহার জন্য দায়ী নহে।

রাণী। কিন্তু ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি-রূপেই মেজর এলিস সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আপনি স্বর্গত সহকর্ম্মীর প্রতিশ্রুতিকে ব্যঙ্গ ক'রে তার আত্মাকে আঘাত দিচ্ছেন!

স্কীন। আমি যদি বলি যে রাজ্য শাসনে রাণী সাহেবার অক্ষমতার জন্যই ইংরেজ সরকার ঝান্সীর শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ আপনি কি বলিবেন?

রাণী। এই কথা! আমি বলবো যে, ঝান্সীর আদর্শ শাসন পদ্ধতির ঈর্ষাতেই আপনারা রাণীর উপর এই অপবাদ চাপিয়েছেন। দেশবৈরী মীরচাঁদকে প্ররোচিৎ করে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলেছিলেন আমার রাজ্যে। সে বিদ্রোহ দমন করেও আপনাদের সহানুভূতি পাইনি। তার কারণ, মীরচাঁদের পরাজয় আপনাদেরই পরাজয়! এ বেদনা ভুলতে না পেরে ছলে বলে কৌশলে ঝান্সীর রাজপাট কেড়ে নেওয়াই আপনাদের কাম্য। কিন্তু শুনুন কর্ণেল স্কীন, আপনাদের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমার ঐ এক কথা—ঝান্সী আমি দেব না—আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে ঝান্সী আপনারা পাবেন না।

স্কীন। কিন্তু অতিশয় দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইটেছে। বৃটীশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল মহামান্য লর্ড ডালহৌসী বাহাদুর ঝান্সীর সম্বন্ধে টাহার যে আদেশ প্রেরণ করিয়াছেন—এই দরবারে আমি তাহা পাঠ করিবে। এবং এই ঘোষণা পত্র রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে।

স্কীন পার্শ্ববর্ত্তী ইংরেজ অনুচরকে ইঙ্গিত করিতেই সে সবেগে বাহির হইয়া গেল

রাণী। এই দরবারে রীতিমত জাঁকজমক করে আপনার আসার ভঙ্গি দেখেই আমি এমনি কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম। গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের ঘোষণার বিষয়বস্তুও আমি উপলব্ধি করেছি কর্ণেল স্কীন।

এই সময় বাহিরে তিনবার তোপ পড়িল

স্কীন। বৃটীশ ভারতের মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত প্রথম গভর্ণর জেনারেল হিজ একসেলেন্সী লর্ড ডালহৌসী বাহাদুর এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে, অদ্য হইতে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত পরিজনদিগের প্রাসাদ ভবন ব্যতীত সমগ্র ঝান্সীরাজ্য ইংরেজ সরকারের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল, অর্থাৎ—

রাণী। থামুন। আপনার গভর্ণব জেনাবেলের মূল বক্তব্য শোনা গেল। এখন ঝান্সীর তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ইংরেজ সরকারের এই অন্যায় অবৈধ স্পর্দ্ধিত ঘোষণার প্রতিবাদে আমিও ঘোষণা করছি—ঝান্সী আমি দেব না—ঝান্সীব জন্য ঝান্সীর রাণীর মৃত্যুপণ—মেরী ঝান্সী নেহি দুংগী !

ষষ্ঠ দৃশ্য

বিঠুর রাজপথ

নর নারীরা হোলির গান গাহিতেছিল

গান

মনের কুসুম ঘুমিযে ছিল
ঘুমিযে ছিল রে
লাল অধরের রঙীন ছোঁয়ায়
জাগিয়ে দিল কে ॥
রঙের মাতন লাগলো বুকে
অশোক পলাশ ফুটলো সুখে
দখিন হাওয়ায় কোন সে ভ্রমর গুঞ্জরিল রে ॥
এমন রাতে হারিয়ে যেতে নেই মানা গো নেই মানা
গানের সুরে অচীন পুরে হয় জানা গো হয় জানা
কোন প্রিয়তম খেললো হোলী
রাঙিয়ে বসন রাঙিয়ে চোলী
লাল রঙে তার আমার নিখিল রাঙিয়ে দিল কে ॥

সপ্তম দৃশ্য

বিঠুর—ব্রহ্মাবর্ত্ত-প্রাসাদ নানাসাহেবের বিশ্রাম কক্ষ

নানাসাহেব নিবিষ্টমনে ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিতেছিলেন। রাজপথ হইতে উৎসবমত্ত নরনারীদের মিলিত কণ্ঠের গীত ঝঙ্কার এখানেও আসিতেছিল। আদিলা সানন্দে নৃত্য ভঙ্গিতে একটি গান গাহিতে গাহিতে গবাক্ষ পথে পথচারীদের উদ্দেশে আবির নিক্ষেপ করিতেছিল।

আদিলার গান

লালের নেশা লাগলো বুকে লাগলো রে
লাল বিলাসী দিকে দিকে জাগলো রে,,
লাল পলাশের লাল পরাগে
লাজ লালিমার হরষ জাগে
সেই লালে আজ সকল ভুবন ভোরলো রে।

গীতান্তে নানাসাহেবের পায়ে ফাগ দিল

নানা। ও! হোলি—তাই বুঝি পাদুখানা লাল করে দিলে! তা—বেশ করলে! সব লাল হো যায়েগা—

আদিলা। সব লাল হো যাবেগা?

নানা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—সব লাল হো যাবেগা! ম্যাপখানা দেখতে দেখতে পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংজীর সেই বিখ্যাত কথাটা মনে পড়ে গেল—'সব লাল হো জায়েগা'।

আদিলা। সব লাল হো যায়েগা!

নানা। হ্যাঁ, শোননি—হিন্দুস্থানের মানচিত্রে ইংরেজ এলাকাগুলোর উপর লাল দাগ দেখে রণজিৎ সিংজী চীৎকার করে বলেছিলেন—'সব লাল হো যায়েগা।' শক্তি-সাধক শিখ-কর্ম্মযোগীর কথা যে ফলতেই হবে। তারপর থেকে—দেখনা, সারা হিন্দুস্থানই লাল হয়ে গেছে।

আদিলা। তাঁর মুখের কথাতেই লাল হয়ে গেল ?

নানা। যাবেনা ! যোগীর কথা কি মিছে হয় ? আর—এই যে, এই লোকটা প্রাণের ভিতর থেকে একটা যুগ ধরে বলে আসছে 'সব লাল হো যায়েগা'—সেও কি মিছে হবে ভেবেছো ? হবেই হবে—হ্যাঁ, তবে লাল কালির দাগে নয়, লালমুখ মানুষগুলোর রক্তে—যারা টেনেছে মানচিত্রের গায়ে এই লাল দাগ—দাগাবাজীর রং তুলির আঁচড়ে—তাদের খুনে। হাঃ হাঃ হাঃ—

আদিলা। এ কথাতো আপনাকে বলতে শুনিনি কোনদিন ?

নানা। শোননি ! তা বটে। সব কথা কি শোনা যায় ? জান, কত কথা এইখানে জমে ওঠে, তারপর হাওযা হয়ে বেরিয়ে ঠিক জায়গায় পৌছায়।

আদিলা। আপনি যেন আজ হেঁয়ালিতে কথা বলছেন।

নানা। ঠিক বলেছ। হাজার হোক, প্রিয়তমা শিষ্যা ত, ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ঘোর, তাই ঠিক ধরেছ। সত্যই হেঁয়ালী। জাননা, একরকম প্রাণী আছে—প্রহরে প্রহরে তারা রূপ বদলায়। আমাকেও সেই সাধনা করতে হয়েছে। হ্যাঁ, তবে এটা বলতে পার—দেশের রূপের সঙ্গে সঙ্গে আমারও রূপ বদলাচ্ছে।

আদিলা। দেশের আবার রূপ বদলায় নাকি ?

নানা। বদলায় না ? তবে এতক্ষণ ও সব কি বললাম ! চোখ বুজিয়ে ভাবলেই দেশের রূপ দেখতে পাওয়া যায়—কি ভাবে বদলাচ্ছে। ১৭৫৭ সালের দেশকে ভাব : দিল্লীর প্রতাপ তখন ম্লান হয়ে গেছে—বাংলাদেশের পাণিপথ পলাসী-প্রান্তরে নবাবী-আমলের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ বেণিয়া এইদেশে তার প্রভুত্বের ভিত গাঁথলো। তার ষাট বছর পরে ১৮১৮ সালের দেশকে দেখ : পেশোয়া রাজশক্তি পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিতের উপর সাম্রাজ্যবাদের সিংহাসন পেতে ইংরেজ বণিক রাজদণ্ড হাতে করে বসলো। বলো ত এ পরিবর্ত্তন নয় ?

আদিলা। গুরুজী, আপনি যে ভারতবর্ষের ইতিহাস শোনাতে বসলেন।

নানা। এইতো দেশের রূপ আদিলা! এ রূপ কথা কয়। কি বিচিত্র তার সুর! তোমার গানের চেয়েও কম নয়। দেখছো ঐ ছবিখানা! জাঁক করে ইংরেজ এঁকেছে। রাজপাট ইংরেজের হাতে সমর্পণ করে শেষ পেশোযা—আমার পূজনীয় পিতৃদেব, মাথা নিচু করে সেধুচ্ছেন বিঠুরের বন্দীশালায়।

আদিলা। আপনি বলছেন বন্দীশালা; কিন্তু লোকেতো বলে, আরামশালা।

নানা। লোকতো বলবেই। একটা কথা জান—হাতী ধরবার আগে হাতী রাখবার আস্তানা তৈরী করা হয় খুব জাঁক করে। রাজ্যচ্যুত পেশোয়া দেখলেন, বিলাতী আসবাব-পত্রে সাজানো খাসা ঘরবাড়ী, আরামের অজস্র উপাদান, বছর শালিযানা আটলাখ টাকা বৃত্তি! কোন ঝন্‌ঝাট নেই, নিরুপদ্রব জীবন-যাত্রার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আযোজন। লোকে ত বলবেই—কি আরামেই রযেছে মানুষটা!

আদিলা। আমি কিন্তু অবাক হযে ভাবি—সাতাশটা বছর ধরে এই একটানা আরাম কি করে তিনি ভোগ করলেন?

নানা। ইংরেজ বণিকের টাকা আর তোয়াজের এমনি ঝাঁজ যে নেশার মতন অতি বড় স্বাধীনচেতাকেও বুঁদ করে রাখে। সেই নেশার ঘোরে তিনি হিসেব করেছিলেন—ইংরেজের সঙ্গে দস্তিতে যেমন লাভ, দুষমনিতে তেমনি লোকসান। তাই না, পর পর দুই দত্তক নিয়ে—এই আমাদের দুভাইকে, সর্ব্বদাই বলতেন—হুঁসিয়ার, আমরা যেন ইংরেজকে ভুল না বুঝি! হ্যাঁ, তারপর মৃত্যুকালেও কি সদুপদেশ দান করে যান তা জান?

আদিলা। কৈ শুনিনি তো—

নানা। আমাদের দুভাইকে বললেন—রাজা হয়েও তোমাদের জন্ত রাজপাট রেখে যেতে পারছিনা ; কিন্তু যে ধনসম্পদ আর বাঁধা বৃত্তি রেখে যাঁচ্ছি, রাজার হালে নির্ঝঞ্ঝাটে তোমাদের জীবন-যাত্রা চলবে। অবিশ্যি, ইংরাজের সঙ্গে বরাবরই যদি আমার মত সদ্ভাব ও সম্প্রীতি রেখে চলো। তাইতো, নিত্য ঐ তসবীরের সামনে বসে স্বর্গত আত্মাকে উদ্দেশ করে বলি —দেখ পিতাজী—দেখ, তোমার কথার একচুলও এদিক ওদিক হইনি ; ইংরেজকে তোয়াজ করতে পাণ থেকে চুণটুকুও খসতে দিইনি কোনদিন। কিন্তু ইংরেজ তার সন্ধি-সর্ত্ত তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ছিঁড়ে ফেলে কি করে ন্যায্য বৃত্তি থেকে আমাদের দুভাইকে উৎখাত করলে—সেটাও ভাল করে দেখ ! যে ভুল করে গেছ তুমি, তার বোঝা-পড়া করবে তোমার তরফ থেকে তোমার ছেলে এই নানা—আর তার মাসুল দিতে হবে ঐ বে-ইমান ইংরেজকে সুদে আসলে।

আদিলা। আর এমনি তাজ্জব যে, সেই আপনিই শেষ পর্য্যন্ত আর্জ্জি পাঠালেন বিলেতে ইংরেজ সরকারের কাছে।

নানা। পাঠাবোনা ? কেরাণীর কলমই যে মোক্ষম অস্ত্র ! ইংরেজের কলম চলেছে ভারতের দিকে দিকে লাল দাগ কেটে—আর নানাসাহেবের কলম থেকে অদৃশ্য হরফে ফুটে বেরুচ্ছে অনাগত লাল দিনের কথা—সব লাল হো যায়েগা।

আদিলা। আবার হেঁয়ালী সুরু করলেন !

নানা। হেঁয়ালী ! তাই কি ? ভাল, আর এক সমজদার ত হাজীর, জিজ্ঞাসা করতে পার।

আদিলা। কে ? কার কথা বলছেন ?

নানা। শিখণ্ডী—এখানে অবিশ্যি, আজিম।

পরদার আড়াল হইতে ইউরোপীয় পরিচ্ছদে আজিমউল্লার প্রবেশ

আদিলা। এই যে আজিমসাহেব ! কখন এলেন ?

নানা। অনেকক্ষণ। তুমি লক্ষ্য করনি—কিন্তু পরদার আড়ালে থেকেও আমার চোখে ধুলো দিতে পারেননি।

আজিম। ম্যাপখানা সামনেই আছে দেখছি। সিকির মত ঐ ছোট জায়গাটির গায়েও লাল দাগ টেনে দিন গুরুজী!

নানা। ঝান্সীর কথা বলছো?

আজিম। ঝান্সীও লাল হয়ে গেছে। পাঁচীল-ঘেরা পুরোনো প্রাসাদটুকু এখন রাণীর সম্বল। বাহাল-তবিয়তে থাকতে পাবেন, তার জন্য কেরযা অবিশ্যি দিতে হবে না—এই অনুগ্রহটুকুই ইংরেজ-সরকার করেছেন।

নানা। ঝান্সীও লাল হো গিয়া! কিন্তু তোমার বলার আগেই ওটাকে লাল করে দিয়েছি নিজে—এই দেখ। ইংরেজও যাতে বাহাল-তবিয়তে অবাধে ঝান্সীর উপর লাল কালির দাগ টানতে পারে—তার জন্যই ত, নানাসাহেবের চিন্তাই বলো, আর ডান হাতই বলো—শিখণ্ডী হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনাগত ঘটনার সামনে। আশ্চর্য্য হচ্ছো? হাঃ হাঃ হাঃ।

আজিম। নিশ্চয় নয়। অন্ততঃ আমার জানা আছে, চিন্তায় গুরুজী এক যুগ এগিয়ে থাকেন।

নানা। আরে—আমি যে ইংরেজ জাতটাকে আদ্যোপান্ত কেতাবের মত পড়ে ফেলেছি।

আদিলা। একটা জাতকে পড়েছেন কেতাবের মতন করে?

নানা। না পড়লে কি কখনো জ্ঞানোদয় হয় আদিলা দেবী!

আদিলা। কিন্তু মানুষ যে মানুষকে পড়ে, এই তা প্রথম শুনলাম।

নানা। মানুষকে নয়, একটা জাতকে বল। পৃথিবীর মধ্যে যে জাত সবচেয়ে চতুর, নির্ভীক, সাহসী, সহিষ্ণু—আর একদিকে আবার, ধাপ্পাবাজ, মিথ্যাচারী, শঠ, প্রতারক এবং সুবিধাবাদী। সে জাতটাকে আগাগোড়া আমি পড়েছি জীবনের মূল্যবান দুটী যুগ দিয়ে। কিন্তু এর

সন্ধান বাইরের কেউ জানেনা। তবে একথাও বলি, এই পড়ার ব্যাপারে একজনের কাছে আমি ঋণি।

কথাটা বলিয়াই তিনি আজিমের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিলেন

আদিলা। তাই নাকি! সত্যি—

নানা। আরে, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে! বসো—

আজিম। গুরুজী খালি খালি আমাকেই বাড়াচ্ছেন। বসছি তাহ'লে মুখ ফিরিয়ে।

নানা। কেন লজ্জায়? ইউরোপের সমস্ত রাজদরবার মন্থন করে যে রত্ন সংগ্রহ করে এনে আমায় উপহার দিয়েছো তুমি, সে যে অমূল্য আজিম ভাই। তারপর—ঝান্সীর ব্যাপারেও শেষ পর্য্যন্ত শান্তিজল ছড়িয়ে তুমি রাণীর ধর্ম্মপুত্রের কাজই করেছ। নৈলে আমার সম্বন্ধে মুন্না বরাবর যে ভুল করে এসেছে, নিজের সম্বন্ধেও সেই ভুল করে—অম্লানবদনে শহীদ হয়ে, নানাসাহেবের তেইশ বছরের স্বপ্নটা এক দিনেই ভেঙ্গে দিত! তোমারই কৌশলে ইংরেজের সিদ্ধান্তের আর প্রতিবাদ না করে মুন্না আমাকে সত্যই আশ্বস্ত করেছে আজিম! ওকি—

দুরাগত অস্পষ্টস্বর—ভাইজী

মুন্না—মুন্না আমাকে ডাকলে না—

আজিম। কই—কে?

আদিলা। কিছু শুনিনি তো—

নানা। কিন্তু আমি শুনিছি—এক যুগ আগে শোনা স্বর—আমার মুন্নার স্বর!

পূর্ব্বশ্রুত স্বর—ভাইজী

শোন আজিম, শোন আদিলা, শুনতে পাচ্ছ—রণবাদ্য বাজিয়ে আসছে স্বর! আজিম, আদিলা, দেখো দেখো, চেয়ে দেখো—মহাশক্তি এলেন

বিঠুরের শিব-মন্দিরে শক্তির তরঙ্গ তুলে! শাঁক বাজাও, বাজনা বাজাও, জয়ধ্বনি তোলো—

ছদ্মবেশে রাণীর প্রবেশ

রাণী। না না না—দুর্ভাগা এসেছে কান্নার রোল তুলে, বাদ্য থামাও, থামাও শঙ্খ ঘণ্টা—পারতো কাঁদ, কাঁদ আমার দুঃখে। উৎসব-মুখরিত এই বিঠুর থেকেই গিয়েছিলাম একদিন হাসিমুখে, আজ ফিরে এসেছি সর্ব্বহারা হয়ে কান্না নিয়ে—শুধু কাঁদতে—

নানা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

রাণী। নানা ভাই! তুমি হাসছো? কোথায় এসেছি আমি? এরা তবে কে? পথ হারিয়ে কোথায় এসেছি আমি?

নানা। পথ হারাওনি বোন, মন হারিয়েছ।

রাণী। সর্ব্বহারার দুঃখে তুমি বাজাতে চাও বাজনা—তোমার মুখ চোখ ছাপিয়ে উঠেছে হাসির বন্যা!

নানা। হাঃ হাঃ হাঃ! সেই মুন্না, সেই মুন্না! হাস মুন্না—হাস, মুছে ফেল চোখের জল। আমরা এসেছি হাসতে, বুক ফুলিয়ে হাসবো। আমরা যে বিপ্লবী, আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী। আমাদের কাঁদতে নেই—তাই হাসি। এ হাসির রূপ আমার মুন্নাও চেনেনি—ঝান্সীর রাণীও নয়!

রাণী। হয়ত তাই! কিন্তু জানো ত তোমার মুন্নার দুখের কথা—উঃ! ঝান্সীকে রক্ষা করতে পারেনি সে! এখন দেখছ তার পরিণাম! প্রাসাদ থেকে বেরুতে হোলে ইংরেজের অনুমতি নিতে হবে—তাই এই বেশে নিজেকে লুকিয়ে—ও! এখন ভাবছি কি ভুলই করেছিলাম!

নানা। মিছে কথা—ভুল তুমি করনি। তুমি নয়, আমি নয়, আমরা কেউ নয়—ভুল করে গেছেন আমাদের পূজনীয় পূর্ব্ববর্ত্তীরা। সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করব আমরা—তৈরী হচ্ছে তার ক্ষেত্র; উত্তরাধিকারসূত্রে

আমরা ক্ষেত্রপাল হলধর—বোঝাপড়ার পালা এসেছে বোন! জিতিত বহুৎ আচ্ছা, না পারি—রেখে যাব স্বাক্ষর—আমাদের পরবর্ত্তী দুলালদের জন্তে!

রাণী। কিন্তু আমার ভুলের বেড়ি যে আমি নিজের হাতেই পরে তোমাকেও চরম লজ্জা দিয়েছি নানাভাই!

নানা। আর—তোমার ভাইটি যে তাকেই করেছে মুক্তির পরম প্রতীক বোন!

রাণী। মুক্তির প্রতীক!

নানা। মনে নেই—ইংরেজের বৃত্তিভোগী পিতার কেরাণীপুত্রকে অপদার্থ জেনে—তার এক জন্মদিনে ভেট পাঠিয়েছিলে প্রকাণ্ড এক কলম—কেরাণী জীবনের একান্ত অবলম্বন—

রাণী। আর, মুন্নার সেই ভুলের বিষ সানন্দে গ্রহণ করে তুমি হয়েছ নীলকণ্ঠ—

নানা। ভাগ্যহারা কেরাণীর জীবনকে ধন্ত করেছে বোন তোমার সেই কলম—যার রক্ত-ক্ষরা আঁখরে ফুটে উঠেছে ধ্যানের প্রতিমার এক অপরূপ রণচণ্ডী রূপ। দেখবে মুন্না আমার কল্পনার মুন্নাকে—আমার স্বপ্নের রাণীকে—

পর্দা সরাইতেই অশ্বপৃষ্ঠাসীনা খড়্গপাণী রাণী লক্ষ্মীবাঈকে দেখা গেল

রাণী। একি! ভাইজী?

নানা। কেরাণীর স্বপ্ন। হয়তো চিন্তা, কল্পনার অনুভূতি; কিন্তু হবে বাস্তব—হতেই হবে। এই রূপলেখা একদিন বিদ্যুতের চমক জাগাবে মূঢ় মূক স্থবির জাতির প্রাণে। ঐ রণচণ্ডীর প্রতিমার রূপ কল্পনা করে—সব ছেড়ে, সব ভুলে, সব ভার এই ভাইটীকে দিয়ে বসো তুমি তপস্তায় বোন—জাগিয়ে তোলো মহাশক্তিকে তোমার শুদ্ধ চিত্তের আলোকে। দিন এলেই দেবী দেবেন সাড়া, বেজে উঠবে মহাকালের বিষাণ—সেই পরম দিনে সর্ব্বহারা হবেন সর্ব্বেশ্বরী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ব্যারাকপুর সেনা-ব্যারাকের প্রাঙ্গণ

হিন্দু মুসলিম সিপাহীরা একটি বটগাছের চৌতারায় সমবেত হইয়া কথোপকথন করিতেছে

১ম। তাহলে সত্যই সর্ব্বনেশে ব্যাপার ?

২য়। পল্টনের হিন্দু মুসলমান সবাইকে কৃশ্চান বানাবার ফিকির করেছে ঐ ইংরেজ কোম্পানী—

৩য়। নয় তো কি ? এই যে নতুন টোটা এসেচে, গরু আর শুয়ারের ছাল চর্ব্বি দিয়ে তৈরী—

শ্রোতারা ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিল

৪র্থ। শুধু তাই নয়—আবার সেই টোটা দাঁতে কেটে বন্দুকে ভর্ত্তে হবে শুনেছি।

মঙ্গলের প্রবেশ

মঙ্গল। ব্যাপার কি ভাই সব ! সকালেই গাছতলায় জমায়েৎ হয়ে আসর সরগরম করেছ যে—

সকলে। আসুন আসুন, পাঁড়েজী আসুন—বসুন—

১ম। শলা তো দেন পাঁড়েজী ! আমরা বড় ধোঁকায় পড়েছি—

মঙ্গল। কিসের ধোঁকা শুনি ?

২য়। আরে ভাই, ঐ নয়া বিলাতী টোটা—

মঙ্গল। হুঁ ! ও তো তামাম হিন্দু মুসলমান লোককে কিরেস্তান বানাবার ফন্দি—

৪র্থ। শোন কথা।

৩য়। যা বলেছি, বাজিয়ে নাও—

মঙ্গল। তা হলে এক তাজ্জবের কথা বলি শোন। কেল্লার বড়-সাহেবের খোদ চাপরাশী গফুর মিঞা সেদিন আড়াল থেকে সব শুনে ছুটী নিয়ে একবারে দেশে ছুট! যাবার সময় আমার কানে কানে সব বলে গেছে—

সকলে। কি কি—কি বলে গেছে?

মঙ্গল। বলবে আর কি, জানা কথা, সবাই যা শুনছি—এক খুরে তামাম সিপাইদের মাথা মুড়িয়ে দিতে চায় ঐ আংরেজ কোম্পানী। বলে কিনা—বার জাতের তের হাঁড়ী! তারপর—নানান বায়নাক্কা ওদের খানাপিনা নিয়ে। হিন্দু যা খাবে মুসলমান তা ছোঁবে না, মুসলমানের খানাপিনার ত্রিসিমানায় হিন্দু যাবে না—সব আলাদা কাণ্ড। ইনি করবেন নেমাজ, ওঁরা গাইবেন ভজন। এসব চলবে না। একবার এই টোটা চালু হোলেই—ব্যাস। তখন হাটে হাঁড়ী ভেঙ্গে দেবে সরকার। বলবে—জাত-ধর্ম্ম তো গেছেই, আর কেন? এখন এক সাথে ক্রিশ্চানী খানা খেতে বসে যাও—পল্টনের সুরাহা হোক—বুঝলে?

সকলে। বেইমানী—বেইমানী—

মঙ্গল। তা নয় তো কি? সাতশো বছর ধরে হিন্দু মুসলিম পল্টনে রয়েছে, কৈ এ কথা তো কোনকালে ওঠেনি! পাঠান আমলে নয়, মোঘল আমলেও নয়। তাদের জাত মারতে কোন সরকার হাত বাড়াইনি! আজ আংরেজ দেখছে—কিসে তাদের পয়সার সুসার হয়। এ হারামী সরকারের পেট আর ভরছেনা—

১ম। ঐ পেট আমরা ফাঁসিয়ে দেব।

সকলে। আলবৎ—

মঙ্গল। চুপ, চেঁচিওনা। সেই গণকঠাকুরেরকথা মনে আছে?

এইখানে বসে বলেছিলেন—ইংরেজ রাজত্বের পরমায়ু একশো বছর! ১৭৫৭ সালে হয় পত্তন, আর এই হাল ১৮৫৭ সালে হবে খতম।

২য়। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—তাঁর কথা মিথ্যে হয় না।

মঙ্গল। জানতো, যদুবংশ ধ্বংস করেছিল তাদেরই হাতে গড়া মুশল। এখন আংরেজকে মারবে তারই তৈরী এই সর্ব্বনেশে টোটা।

সকলে। ঠিক কথা—খাঁটী কথা—

মঙ্গল। এখন হিন্দের তামাম সিপাইদের এক কথা—ফিরিঙ্গী-রাজ খতম হয়ে আসছে—সাবাড় কর ফিরিঙ্গীকে।

উল্কার প্রবেশ

উল্কা। এখানেও ঐ কথা।

সকলে। আরে-আরে বাঈজী যে—আজিজান বাঈজী—ওরফে উল্কাজী—আরে এসোজী, এসো—

উল্কা। এসেই ত শুনছি ঐ এক কথা—সারা হিন্দের সিপাইদের মুখে দোসরা কথা আর নেই—

মঙ্গল। সত্যি বলছো উল্কা—

উল্কা। কম জায়গা কি ঘুরে আসছি? এই—দিল্লী, মিরাট, রোহিলখণ্ড, আগ্রা, কাশী, এলাহাবাদ, আজমীর, কানপুর, ঝান্সী, ছোটনাগপুর, পাটনা, আরা, সারা হিন্দের বড় বড় কেল্লাগুলোয় টহল দিতে গিয়ে ঐ একই কথা শুনছি—ফিরিঙ্গী-রাজ খতম হযে আসছে, সাবাড় কর বেইমান ফিরিঙ্গীকে।

সকলে। বল কি বাঈজী—বল কি?

উল্কা। কি নাকি—শোর গোরুর চর্ব্বি দিয়ে টোটা বানিয়েছে, তাতেই সিপাইদের মাথায় খুন চেপে গেছে। আবার শুনতে পাচ্ছি, দৈবিজ্ঞিরা নাকি গণে বলেছেন, ফিরিঙ্গীরাজ একশো বছরে পড়েছে এই

সালেই খতম হবে। তাই ইরাণের শা-সুলতান দিল্লীর সিপাইদের জানিয়েছেন—'কুছুপরোয়া নেই হিন্দের আজাদী আগিয়া!' রুমের বাদশা খবর পাঠিয়েছেন 'ম্যায় মদৎ দেউঙ্গা, ডরোমাৎ'।

হিন্দুগণ। য়্যাঁ তাই নাকি—জয় শিব শম্ভু—

মুঃ গণ। ইযা আল্লা—এ্যায়সা—

উল্কা। তাজ্জব্-কি-বাৎ! তোমরা একবারে আঁধারে পড়ে আছ, কিচ্ছু খবর রাখ না?

মঙ্গল। রাখবো কি করে বাঈজী? জানতো, বাঙ্‌লা পল্টনের উপর সাহেবদের কি তম্বী! শেকল দিয়ে যেন বেঁধে রেখেছে—একটুও স্বাধীনতা নেই, ফুরসদ নেই! খালি এই সকাল বেলাটাই ব্যারাকের বাইরে একটু আড্ডা জমাই—তাও সাহেবদের নজর পড়েনা তাই—

উল্কা। সকালে ওরা কোথায় যায়?

মঙ্গল। রাত দুটো পর্য্যন্ত ব্যাটাদের চলে নাচগানের হররা, মদের ভাঁটী বসে; দশটা পর্য্যন্ত বিছানায় পড়ে ঘুমোয়। তাই, এই সময়টাই আমাদের ফুরসদ।

১ম। এখন এই ফুরসদের সময়টাতে ফূর্ত্তি এনে দাও বাঈজী, অনেকদিন পর আসা হয়েছে।

২য়। নূতন কথা শোনাও বাঈজী, তামাম মুলুকের কথা, আমাদের ভাই বেরেদারদের কথা শোনাও।

উল্কা। সেই কথাই ভাল। তামাম হিন্দের ভাই-সব! কেমন করে ইংরেজ আমাদের দেশে এলো, আর শেকড় গেড়ে বসলো—সেই ব্যাপারটাই বলি শোন—

জারী গান

ভাবতে গেলে দেশের কথা ব্যথায় পরাণ ভরেরে
আপন দোষে ভারতবাসী আজ্‌কে যে আজ মরেরে!

দূর অতীতে করতে ব্যাসাত এলো বণিক দলরে
হাঁটু গেড়ে জাহাঙ্গীরে সেলামের কি ছলরে ;
তারাই শেষে সাজলো রাজা তোমাদেরি বলেরে
সেই ফেরঙ্গে খতম্ কর সকল সিপাই মিলেরে ॥
ভায়ে ভায়ে বাধিয়ে বিবাদ অবাধে সব লোটেরে
একতা নাই তাইতো মোদের ভাগ্যে লাথিই জোটেরে ॥
দেশের তরে সিরাজ, টিপু বুকের রক্ত ঢালেরে
নন্দকুমার বীর পেশোযায় যড় করে হায় মারেরে
লুটেরা আজ সাজলো রাজা তোমাদেরি বলেরে ॥
এবার এলো নূতন টোটা সুদূর বিলেত হ'তেরে
শোরের চর্ব্বি গরুর চর্ব্বি তার ভেতরে ভ'রেরে,
দাঁতে কেটে ভ'রতে হবে সেই সে নূতন টোটায়রে
থাকবে না আর জাতির বড়াই হিন্দুমুসলমানরে ,
ধর্ম্ম বলে হয়ে বলি জ্বালাও আগুন দেশেরে
ধর্ম্ম রাখ্‌তে জীবন দিতে ভয় করা কি চলেরে ॥

২য়। কথাগুলো আমাদের খুন তাতিয়ে দিলে।

মঙ্গল। তা'হলে মনে রাখ—কথা মত কাজ করতে হবে।

১ম। সকাল বেলা কি দিয়ে খাতির করবো বাঈজী—দুটো পাণই নাও।

মঙ্গল। আর নয়—এখন ব্যারাকে যাও সকলে, আমি বাঈজীর খানাপিনার বন্দোবস্ত করি। তোমরাও যাও আমার ঘরে—এস উল্কা—

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্যারাকের পথ

মঙ্গল পাঁড়ে ও উল্কার প্রবেশ

মঙ্গল। তারপর—আসল খবর কি ?

উল্কা। খবর খুব জবর। ২৩শে জুন হিন্দের রক্ত-রাঙ্গা-দিন! ঐ দিন বেলা ঠিক বারোটায় এক সঙ্গে সমস্ত ব্যারাক থেকে জ্বলবে আগুন! এই হচ্ছে নানাসাহেবের হুকুম—

মঙ্গল। খোস খবর! আজ হোচ্ছে মার্চ্চের ২৮ তারিখ; মাঝে এখনো প্রায় তিন মাস—এর মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে—চুপ—

উল্কা। কে ও ?

মঙ্গল। কমাণ্ডিং অফিসার জেনারেল হিয়ারসের পুষ্যিপুত্তুর শশধর—পয়লা নম্বরের এক শয়তান। সবাই বলে—লোকটা নাকি তলে তলে গোয়েন্দাগিরিও করে—

শশধরের প্রবেশ

শশধর। এই যে পাঁড়েজী! কেমন আছেন ? এটী—কে ?

মঙ্গল। আরে, সেই উল্কাবাঈজী—

শশধর। ওঃ হো! গেল বছরেও তো এসেছিল। হুঁ, জানা আছে। নাচগানে ব্যারাকটাকে খুব সরগরম করেছিল। হুঁ—ঘন ঘন যাতায়াত চলেছে যে! ব্যাপার কি বলতো ? বুঝেছ পাঁড়েজী, বাঈজীর গানে কি ঝাঁজ, আর কথার কি ধার—যেন নাঙ্গা তলোয়ার!

উল্কা। বলি—তার চোটটা কোনখানে খেয়েছিলেন ? দিলে বোধ হয় ?

শশধর। আমার দিলে নয়—ইংরেজ কোম্পানী বাহাদুরের সম্মানে।

উল্কা। ওঃ! মেমসাহেবীর সঙ্গে সরকারী সম্মানের চৌকিদারীও চলে বুঝি! আজকাল উন্নতি হয়েছে তাহলে!

শশধর। বেসক্! যখন সরকারের নুন খেয়েছি—

উল্কা। তা'হলে উচিত মুখখানাও চূণকাম করা—সহজে চেনা যাবে।

সিপাহীপ্রদত্ত পাণের সঙ্গে যে চূণ ছিল, তাহা সহসা শশধরের গালে লাগাইয়া দিল

শশধর। য়্যাঁ! তুমি আমার গালে চূণ মাখিয়ে দিলে! এত বড় স্পর্দ্ধা—

উল্কা। আহা চটছেন কেন? একটা নিশানা থাক না।

মঙ্গল। চলে এসো উল্কা—

মঙ্গল ও উল্কার প্রস্থান

শশধর। দেখাচ্ছি মজা, সব লেখা আছে! যদি তোমাদের টিট না করতে পারি—আমার নাম মিছে, পেশা মিছে, আর হিয়ারসে সাহেবকে বাবা বলাও মিছে, ঐ যে সাহেব এই দিকেই আসছে।

হিয়ারসের প্রবেশ

হিয়ারসে। Hallow Sasadhar টোমার কালা বদন এমন করিয়া কোন্ ব্যক্তি white-wash করিয়া দিল—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

শশধর। My Patron father sir এক আওরৎ স্যার—আমার মুখে চূণ মাখিয়ে দিয়েছে স্যার!

হিয়ারসে। ভাল হইয়াছে। চূণের সহিত কালী লেপন করিয়া দেয় নাই সেই আওরৎ? Who is that আওরৎ? ব্যারাক মধ্যে কি নিমিত্ত সেই আওরৎ আসিয়াছে? কোন্ আছে?

শশধর। Spy আছে My father sir—spy আছে! আমার মুখে চূণ দিয়ে কোম্পানী বাহাদুরের সুনামে কালী মাখিয়ে দিয়েছে স্যার—

হিয়ারসে। what ! what do you mean you swine ? জানে টুমি—কি বলিটেছে।

শশধর। Yes sir, my patron father sir ঐ আওরাৎ স্যার—কোম্পানীর বদনাম করছে। সেপাইলোকদের ক্ষ্যাপাচ্ছে—ঐ বিলিতি নতুন টোটার কথা নিয়ে স্যার।

হিয়ারসে। I see এরূপ information হামি লোক কিছু কিছু পাইয়াছে। উহা টামাসার বিষয় নহে! শশধর, টুমার কথা সট্য হইলে সরকার টুমাকে বহুট Reward দিবে।

শশধর। You my father patron sir! আমার খবর বিলকুল True sir! সব খবর আমি লিখে রেখেছি স্যার—আমার খাতায়।

হিয়ারসে। I see! খাটার মধ্যে টুমি খবর লিখিয়া রাখিয়াছে কিতাব বানাইবার নিমিত্ত? কেন অগ্রে আমাকে Report কর নাই—you idiot!

শশধর। Yes my father sir—But my patron sir!' আপনি বলেছিলেন, শোনবার ফুরসৎ নেই; তাই খাতায় লিখে রেখেছি, পাছে ভুলে যাই father sir! Poor man sir—মাইনে পাই মোটে দশটাকা স্যার, একটাকা দিয়ে খাতা কিনেছি স্যার!

হিয়ারসে। সেদিন হামি ভুল করিয়াছিল, এখন আমি শুনিবে। আজ Evening timeএ টুমি খাটা লইয়া আমিদের Private chamberএ আসিবে; আমি গর্ডন সাহেবকে খবর দিয়া আনিবে—Understand?

শশধর। All right my father patron sir! কিন্তু poor বেচারার একটা আর্জ্জি স্যার—

হিয়ারসে। কি কোহিটে চাহ?

শশধর। My name sir.—আমার নামটা যেন স্যার, কেউ না জানতে পারে—

হিয়ারসে। আমি বুঝিয়াছে—ঐ লেডি টুমির বডনে কালী মাখাইয়া দিবে—হাঃ হাঃ হাঃ! উত্তম টাহাই হইবে। Good bye—

প্রস্থান

শশধর। আর কি—মার দিয়া কেল্লা। দেখাচ্ছি মজা। আমার গালে দিয়েছে চূণ—আমি দেব জোঁকের মুখে নুন; তারপর চুণের বদলে চাকরী পাবো—তাকডুমা ডুম ডুম।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বারাকপুর—নাচঘর

হিয়ারসে, গর্ডন, ডনলাপ ও উল্কা

উল্কা। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ—হি হিঃ হিঃ—

হিয়ারসে। এই সকল কথা শুনিয়া টুমি ভয় পাইতেছে না—হাসিতেছ ?

উল্কা। সাহেব! খবর বিলকুল ঝুট আছে—সব মিছে। টোটার কথা তোমাদের কাছেই এই প্রথম আমি শুনছি। সাহেবরা আমাকে পেয়ার করে, তাই কেল্লায় কেল্লায়, ব্যারাকে ব্যারাকে, আমি ঘুরে বেড়াই। দেখলে তো—আমার পাশ আছে। আমার মনে হচ্ছে কি জান সাহেব, একটু আসনাই করবার জন্যেই তোমরা আমাকে এখানে এনেছ—তাই হাসছি।

ডানলপ। What! আসনাই করিবার নিমিত্ত টুমিকে আমিরা আনিয়াছে ?

গর্ডন। টুমার কালা বডন দেখিয়া আসনাই করিবে হামিলোক! You mad girl!

উল্কা। টুমি লোকতো চুনা পুঁটী আছে—বড় বড় রুই কাতলা এই কালা বদন দেখে ছটফট করছে গো! ঐ তোমাদের স্যার হিউরোজ—আমিকে লইয়া সেদিন তিন ঘণ্টা প্রেম করিল।

ডানলপ। what! what!

উল্কা। লভ করলো গো—লভ করলো! তাইতো বলছিলুম সাহেব, তোমাদের গোয়েন্দার খবর টবর সব বাজে কথা। লভ করতে চাওতো মুখ ফুটে বলেই ফেলনা সাহেব! আর না হয়তো বল, একটা বিলিতি নাচ নেচে দেখাই। নাচঘরে এসে অবধি পা দুখানা নাচবার জন্য সুড়সুড় করছে।

বলিতেই বলিতে সহসা নাচিতে সুরু করিল

হিয়ারসে। Stop—stop you silly girl. কোম্পানীর সিপাই-দিগকে ক্ষিপ্ত করিয়া নাচাইবার নিমিত্ত টুমিরা যাহা যাহা করিতেছ, টাহা জানিতে পারিয়া আমিদের মনের মধ্যে যে টুফান উঠিয়াছে, টাহার টুলনায় টুমির নৃত্য nothing.

উল্কা। বল কি সাহেব, টুফান উঠেছে তাহ'লে! একথা তো বলনি একটী বারও। একটা মিথ্যে খবর পেয়ে তোমাদের মতন বীরপুরুষের মনে তুফান উঠলো! সত্যি সত্যি তুফান যখন উঠবে, তখন যে বানচাল হয়ে যাবে।

গর্ডন। ঝুট বাৎ বলিয়া হামিলোককে cheat করিতে পারিবে না। Listen টুমি, Reward পাইবে, উট্টম বকশিস পাইবে if you admit,—please explain.

হিয়ারসে। আমিদের Report যেসব নেটিভদিগের নাম করিল, টুমিকে বলিটে হইবে—এই সকল লোক পল্টনের সিপাইদিগকে ক্ষিপ্ত করিবার নিমিত্ত টুমিকে এখানে আনিয়াছে।

উল্কা বটে! তোমরা কি ঠাওরেছ বলতো শুনি?

হিয় ২।স। টুমিকে গভর্ণরের নিকট লইয়া যাইবে; বহুৎ বহুৎ বকশিস পাইবে—লাটপ্যালেসে টুমি ড্যান্স করিবে। টুমির নাম টোমার দেশের লোক কেহ জানিবেনা। আর, ঐ সব দুষ্ট ব্যক্তি সাজা পাইবে—তাহাদের হ্যাং করা হইবে—ফাঁসি হইবে।

উল্কা। ফাঁসি হইবে! ফাঁসী হওয়া উচিৎ সেই পাজী গোবেন্দার, আর সেই সঙ্গে তোমাদেরও। যারা এক নাচওয়ালীকে ধরে এনে মিছিমিছি হয়রাণ করছে।

হিয়ারসে। টুমি ভাবিটেছে—হামিলোক কিছু জানে না? হামিলোক সব জানিয়াছে। টুমি দেখিবে? One minute.

হিয়ারসে পিছনকার ঘর হইতে মঙ্গলপাঁড়েকে লইয়া আসিল

উল্কা। এ কি?

গর্ডন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ চিনিতে পারিতেছ না? সিপাইদিগকে যাহারা ক্ষিপ্ত করিতেছে, এই ফাইলে তাহাদের নেম আছে। প্রধান হইতেছে এই মঙ্গলপাঁড়ে। ঝান্সীর কেরাণী ব্যারাকে টুমিও ইহাদিগের মধ্যে ছিলে, নাচ করিয়াছিলে—স্মরণ হইটেছে?

উল্কা। আমিতো কত জায়গাতেই নাচি। হয়তো ঝান্সীতেও নাচতে গিয়াছিলাম। তা তুমি ওকে ধরে আনলে কেন?

মঙ্গল। সাহেবের পুষ্যিপুত্তুর ওকে লাগিয়েছে, আমি নাকি এখানকার সিপাইদের ক্ষেপাচ্ছি···তোমার সঙ্গে আমার ষড় আছে।

হিয়ারসে। Shut up you swine—otherwise I shall kill you (রিভলবার দেখাইল)

মঙ্গল। গরীবের উপর গোঁসা করবেন না হুজুর! আমার কি দোষ বলুন—ডেকে আনলেন, তাই এসেছি।

গর্ডন। কুত্তাকা মাফিক খাড়া রহো, ইউ সোয়াইন।

উল্কা। সাহেব! পাঁড়েজী ব্রাহ্মণের ছেলে। ব্রাহ্মণকে আমরা ভক্তি করি। একজন মানী লোককে এভাবে তোমরা অপমান করবে, আর আমি তাই দেখবো? আমি এখানে থাকবো না—

প্রস্থানোদ্যত

হিয়ারসে। খাড়া রহো। তিন মিনিট টাইম আমি টুমিদিগকে সলা করিবার নিমিট্ট দিটেছি। সব কবুল করিলে টুমিরা বাঁচিয়া যাইবে, বহুট reward মিলিবে; otherwise টুমিলোক হ্যাং হইবে—ফাঁসী—ফাঁসী হইবে—সমজ গিয়া?

সাহেবদের প্রস্থান

মঙ্গল। অকালবোধন উল্কা! সাহেবের হাতের ঐ ফাইল আমাদের মৃত্যুবাণ। ওর পুষ্যিপুত্তুর যে ভিতরে ভিতরে এত খবর যোগাড় করেছে তা ভাবিনি—

উল্কা। বোধহয় সত্যি মিথ্যায় সাজান অনেক কিছু ঐ ফাইলের মধ্যে আছে। নানা সাহেবের ইস্তাহার, চিঠি—বিপ্লবীদের নাম—কি করা যায় মঙ্গল ভাই?

মঙ্গল। আমার মাথায় একটা ফন্দি জেগেছে—সেই কাজ করা ছাড়া নিষ্কৃতির আর পথ নেই।

উল্কা। কি ফন্দি?

মঙ্গল। এখানকার দেওয়ালকেও বিশ্বাস নেই—কানে কানে বলি শোন।

কানে কানে কথা বলিল

উল্কা। তাহলে যে আজ থেকেই বিপ্লব সুরু হবে মঙ্গল ভাই!

মঙ্গল। সেই জন্যই তো বলছিলাম বোন—অকাল বোধন।

চারিধার লক্ষ্য করিয়া

মঙ্গল। প্রায় দুই মিনিট হয়ে গেছে, আর এক মিনিট পরে—

উল্কা। কিন্তু ভাইজী, নানা সাহেব যে দিন বেঁধে দিয়েছেন ২৩শে জুন। আজ হচ্ছে মার্চ্চের ২৯শে—

মঙ্গল। আজকের এই ২৯শে মার্চ্চই ভারতের মাটী হবে লাল ইংরেজের রক্তে, সুরু হবে স্বাধীনতার লড়াই। তবু এ মন্দের ভাল। এর পর ধড় পাকড় সুরু হলে বিপ্লবীদের সমস্ত মনোবল ভেঙ্গে যাবে—২৩শে জুনের অপেক্ষা করবে না।

উল্কা। ওঃ! এক দেশদ্রোহী শয়তানের জন্যে—

কাপড়ে মুখ ঢাকিল

মঙ্গল। ছি উল্কা! শুভক্ষণে চোখের জল ফেল না। দেশের মুক্তির-সংগ্রাম সুরু হোচ্ছে এই বাংলা দেশের মাটী থেকে—এ সময় কি চোখের জল ফেলতে আছে বোন! প্রথম বলি হবো আমি—প্রথম শহীদ হব আমি। কেঁদনা—এখন সব কিছু নির্ভর করছে তোমার উপর। মনে রেখো বোন, আমার চেয়েও তোমার দায়িত্ব ঢের বেশী। শক্ত হও, ভুলে যেওনা—আমরা বিপ্লবী, মৃত্যুকে আমরা হাসিমুখে বরণ করি—ঐ আসছে—

সাহেবদের পুনঃ প্রবেশ

হিয়ারসে। তিন মিনিট অতীত হইয়াছে। বিদ্রোহী শয়তানদের নাম বলবে কি না? Say yes, or no.

উল্কা নীরবে ঘাড় নাড়িয়া আপত্তি জানাইল

মঙ্গল। ও না বলুক, আমি বলবো সাহেব।

হিয়ারসে। টোমার দিল এই কথা বলিল, ইহাতে আমি খুসী হইল।

মঙ্গল। আমার দিল আর একটা কথা বলছে সাহেব—

হিয়ারসে। কি কথা বলো, হামি শুনিবে—আলবাৎ শুনিবে।

সাহেবদের কাছে গিয়া

মঙ্গল। কথাটা এই—ফিরিঙ্গি-রাজ খতম হযে এসেছে, সাবাড কর ফিরিঙ্গিকে!

কথার সঙ্গে সঙ্গেই হিয়ারসের নিকট হইতে পিস্তল কাড়িযা লইয়া প্রথমে তাহাকে, পরে ডানলপকে গুলি করিল। অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিযা সাহেবদ্বয় পড়িযা গেল। উল্কা ডানলপের কটিবন্ধ হইতে পিস্তল ও যাইল ছিনাইয়া লইল।

উল্কা। এখন কি করবে ভাইজী?

মঙ্গল। আমি সুরু করেছি, আমাকেই মওড়া নিতে হবে। কিন্তু তোমাকে পালাতে হবে বোন, নানাসাহেবকে খবর দিতে—নইলে সর্ব্বনাশ।

উল্কা। কি করে পালাব? গোরাগুলো যে এখুনি এসে পড়বে।

মঙ্গল। ঐ জানালা দিয়ে—পিছনে ঘোরাণো লোহার সিঁড়ি আছে। ওদিকে কেউ নেই। পালাও—আমি ওদের রুখছি।

দুইজন গোরার প্রবেশ মঙ্গল তাহাদের প্রতি গুলি করিল। গোরাদ্বয় পড়িয়া গেল।

আর টোটা নেই—

উল্কা। টোটা ভরা পিস্তল আছে এই নাও।

মঙ্গল। বহুৎ আচ্ছা—মনেই ছিলনা এর কথা, কিন্তু আর তোমার থাকা হবে না। যাও যাও, আর দেরী নয়—যাও। ঐ ওদিকেও দরজায ঘা দিচ্ছে। শিগগীর যাও, নইলে এ গুলি আমি নিজের উপর ছুঁড়বো।

উল্কা। যেতে যে পা উঠছে না ভাইজী—তোমাকে ফেলে।

মঙ্গল। তবুও যেতে হবে। তোমার অনেক কাজ উল্কা। আমি গাইবো মরণের গান, আমি বাজাব বিপ্লবের বিষাণ। যাও বোন যাও,

যাও—উল্কার বেগে চলে যাও নানাসাহেবের কাছে ; তাঁকে সতর্ক করে দাও ; নইলে সর্ব্বনাশ হবে, দল শুদ্ধ ধরা পড়ে যাবে।

উল্কার প্রস্থান। পরপর কতিপয় গোরার প্রবেশ। মঙ্গল তাহাদের প্রত্যেককে গুলি করিল, পরে উপরের জানলায় যাইয়া কহিল—

মঙ্গল। ভাই সব! আজাদীর পথ খুলে দিলাম আমি মঙ্গল পাঁড়ে—৩৪নং বাংলা পল্টনের সিপাই সুবেদার। বাঙ্গলার মাটী থেকে সুরু হলো হিন্দের বীর সিপাহিদের আজাদীর লড়াই। ফিরিঙ্গি-রাজ খতম হয়েছে, সাবাড় কর ফিরিঙ্গিকে।

গর্ডনের প্রবেশ

গর্ডন। Hands up—come down, come down I say.

মঙ্গলপাঁড়ে পিস্তলের ঘোড়া টিপিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কিন্তু টোটা ফুরাইয়া যাওয়ায় আওয়াজ হইল না। গর্ডনের আহ্বানে সিঁড়ি দিয়া ধীরে ধীরে দুই হাত তুলিয়া তাহার দিকে নামিতে লাগিল এবং নিকটে আসিয়া গর্ডনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল—গর্ডন গুলি ছুঁড়িল। চারিদিক হইতে গোরা সৈন্যগণ কক্ষে প্রবেশ করিল। বাহিরে ভীষণ কোলাহল উঠিল।

চতুর্থ দৃশ্য

বারাকপুর—পথ

খুড়ো তল্পী তল্পা কাঁধে লইয়া ক্ষিপ্রপদে চলিয়াছে

খুড়ো। এখন বালয় বালয় নৌকায় গিয়া ওঠতে পারলেই বাঁচি। আর কাম নাই—গান বাইন্ধা—টাকা রোজগার কইর্য্যা। নাম ত বদলাইছি, কিন্তু চেহারারে বদ্‌লামু কেম্‌নে? এখন কেওই না আইস্যা পড়ে!

বাহিরে কোলাহল। খুড়ো—খুড়ো! শশধর খুড়ো—

খুড়ো। এইরে—সারছে! মাথাডা একেকালে খাইছে। এইবারেই কয়—বাগের পেছনে ফেউ লাগজে। আরে, এগুলাইন্ আখড়ার সেই ছেমরাগুলাইন না? যাই—আসাব আগেই পলাই।

কোলাহল করিতে করিতে সাধন, বেচু ও গোপাল প্রভৃতি তরুণদের প্রবেশ

সকলে। ধর্ ধর্—খুড়ো শশধরকে ধর্—

সাধন। বলি, বোচকা বুচকি নিযে—আমাদেব না বলে কযে—

বেচু। লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে—

গোপাল। কোথায় চলেছ শশধর খুড়ো?

খুড়ো। হালার পো হালারা—ভোগো শশধব খুড়ো কেবে? আমি অইলাম সৃষ্টিধর, আমারে শশধর ক'স ক্যান্? আমি যাইতে লাগছি দ্যাশে। হালার পো হালারা ফেউ লাগছে পিছে।

সাধন। য্যাঁ! খুড়ো বলে কি?

বেচু। বলি, অ শশধর খুড়ো—

খুড়ো। আরে বেটারা শুধা খুড়াই ক না—শশধর খুডা ক'স ক্যান?

গোপাল। সেকি খুড়ো—তুমি যে আমাদের বারোযারী শশধর-খুড়ো—

খুড়ো। কোন্ হালার পো হালায কয় আমি শশধর? আমার নাম অইলো সৃষ্টিধর; ফরিদপুর জিলায আমার ঘর। আমার বাপের নাম অইলো গিয়া—গদাধর। আমার ঠাকুরদাদা অইল গিযা জলধর। আমি অইলাম গিয়া তাগো বংশধর। আব, তোরা আমারে ক'স্ কিনা শশধর?

সাধন। তুমি কি দিন কে রাত করতে চাও শশধর খুড়ো?

খুড়ো। আরে, আবারো কয় শশধর! মইলি, মইলি কইলাম। আমারে রাগাইস্ না—

বেচু। তাইত, শশধর খুড়ো যে—

খুড়ো। তুই শশধর, তোর বাপে শশধর, তোর চৌদ্দ পুরুষ শশধর। আমি অইলাম—সৃষ্টিদর, সৃষ্টিদর, সৃষ্টিদর।

গোপাল। বলি, তোমার মতলব কি বলত খুড়ো? কোনো দুষ্কর্ম্ম করেছ নাকি, যে নাম ভাঁড়িযে তল্পি তল্পা নিয়ে চুপি চুপি দেশে পাড়ি দিচ্ছ?

সাধন। ভাল চাওত, সব কথা খুলে বল; নৈলে তোমার পিছনে পিছনে আমরা হাততালি দিতে দিতে যাবো—

বেচু। আর বলবো—শশধর খুড়ো নাম ভাঁড়িয়ে হযেছে—সৃষ্টিধর সৃষ্টিধর—

গোপাল। কিন্তু আসলে খুড়ো—শশধর, শশধর, শশধর।

খুড়ো। নাঃ, অরা আমারে একেবারেই সারল! আর আমারে বাঁচতে দিল না! ওরে আমারে কাইটা না ফেলাইলে কি তোগো শান্তি হইব না? ছ্যাথ, তার থিকা তোরাই আমারে মাইরা ফ্যাল।

সাধন। এসব কি বলছ খুড়ো? আরে হয়েছে কি, তাই কও না।

খুড়ো। (ভ্যাংচাইয়া) অইছে কি তাই কও না!...ক্যান, তোরা শোনোস্ নাই—সেইদিন সিপাই মঙ্গল পাঁড়ের ধমকানি? ফাঁসি কাঠে খাড়াইয়া জোর গলায় চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া সিপাইগো কইলো—ভাইসব, তোমরা ঐ ফিরিঙ্গী লোকগুলাইনরে শেষ করো; আর, সিপাইগো দুষমণ, দ্যাশের বিভীষণ—ঐ শশধরগোও সেই সাথে মাইরা ফেলো।

বেচু। বটে! তাই বুঝি খুড়ো তুমি 'শশধর' নাম পালটে 'সৃষ্টিধর' হয়ে বারাকপুর অন্ধকার করে দেশে পালাচ্ছ?

খুড়ো। পলামুই ত! এইখানে থাইকা খাড়াইয়া খাড়াইয়া মরুম্? তোরা ক'স্ কি? শোনস্ নাই—সিপাইরা সারা সহরটা বেড়া জালে ছাইয়া ফ্যাললো শশধরগো খোঁজে?

গোপাল। বলি, তোমার কি বুদ্ধি খুড়ো। খুড়ী বেঁচে থাকলে তোমার ঐ বুদ্ধির বোতলে ছিপি এঁটে চেপে রাখতেন।

সাধন। আরে—ব্যারাকের গোয়েন্দা শশধরকেই মঙ্গল পাঁড়ে ফাঁসি কাঠে দাঁড়িয়ে নিশানা করে গেছে—তার জন্মে তোমার ভয় কি?

খুড়ো। আহাহা—তুই ত কইলি, ডর কি! তবে শুনলি কি, আমি কইলাম কি? কানে ঢোকে নাই? আরে, মঙ্গল পাঁড়ে যে কইয়া গেছে শশধরগো খ্যাম করতে!

বেচু। তার মানে হচ্ছে—ঐ শশধরের মতন ওদের দুষমন গোয়েন্দা-গুলোকে খতম করতে। তুমিত আর গোয়েন্দাগিরি কর না খুড়ো, তবে কেন ভাবছ, আর পালাবেই বা কেন?

খুড়ো। শোন কথা—

গোপাল। বেশ ত, নাম পালটে স্বষ্টিধর হয়েই এখানে থাক না। তুমি চলে গেলে যে আমাদের আখড়া আঁধার হয়ে যাবে খুড়ো—এর পর তরজা গানের খেউড় ধরবে কে?

খুড়ো। আরে বাই, আমি কি তোগো ছাইড়া নিজের ইচ্ছায় যাই? প্রাণ বড় ধন! ছাখ, আমারে আইস্তা যদি ধরে, তখন তোরা কি আমারে বাঁচাইতে পারবি?

সাধন। নিশ্চয় পারবো। আমরা আখড়া শুদ্ধ সবাই মিলে বলবো—তুমি শশধর নও, স্বষ্টিধর।

বেচু। এখন এস খুড়ো—ফেরো, ডরো মৎ। আজ থেকে তুমি হলে—স্বষ্টিধর, স্বষ্টিধর, স্বষ্টিধর। চলো, তোমাকে নিয়ে মিছিল করে আখড়ায় যাই।

খুড়ো। ছাখ, একটা কথারে বাবা! আইজ থিকা তোমরা আমারে শশধর খুড়া কইছ কি আমি ছাশের দিকে পা বাড়াইছি—এইটা

মনে রাইখো। বাপ মায়ের দেওয়া শশধর আইজ মইল, আমার নাম অইল—সৃষ্টিধর।

সাধন, গোপাল, বেচু। সৃষ্টিধর, তুমি খুড়ো—সৃষ্টিধর! *

পঞ্চম দৃশ্য

কলিকাতার লাট ভবনের অলিন্দ

লিলি চেয়ারে বসিয়া ক্রুশ-কাটিতে মফলার বুনিতে বুনিতে শশধরের সহিত আলাপ করিতেছিলেন

লিলি। দাঁড়িয়ে কেন শশধর, বসো—

শশধর। বাপরে বাপ! কি বলছেন আপনি? চোদ্দপুরুষের ভাগ্যের দৌলতে বড়লাট বাহাদুরের বাড়ীতে ঢুকেছি। তারপর সুবাদটার জোরে আপনার সামনে এসেছি। দয়া করে আপনি কথা বলছেন দিদিমণি, এতেই ধন্যি হয়ে গেছি—আবার বসবো? যে চেয়ারে আপনারা বসেন, সেই চেয়ারে বসবে কোথাকার কে একটা দশটাকা মাইনের চাকর?

লিলি। কিন্তু কোথাকার কে হয়েতো তুমি এখানে আসনি শশধর! আমার বাবার বংশের সুবাদে যখন ভাই হচ্ছ, তখন তো আর যে সে নও! তুমি এখন নূতন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানিংএর বন্ধু স্যার হিউ হুইলারের শালা। তারপর মঙ্গল পাঁড়ের ব্যাপারে তুমিও বিখ্যাত হয়ে গেছ! অত কুণ্ঠার কিছু নেই। বসো, বসো—

শশধর। অনেকদিন হতেই ইচ্ছা ছিল আপনার চরণ তলে এসে

* এই দৃশ্যটি—সময় সংক্ষেপের জন্য অভিনয়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু সৌখীন নাট্যসমাজের অভিনয়ে দৃশ্য সংস্থানের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাটকে রাখা গিয়াছে।

সুপারিশ ধরি। কিন্তু কাণপুর পর্য্যন্ত যেতে আর ভরসা হয়নি। তারপর, যেই শুনলাম কলকাতায়—দিদিমণির আসা হয়েছে, অমনি দড়ি ছেঁড়া বাছুরের মত এসে পড়েছি।

লিলি। হ্যাঁঃ, জঙ্গীলাট স্যার হেনরী বার্ণার্ড ((Sir Henry Bernard) নেমন্তন্ন করে ওঁকে কলকাতায় এনেছেন।

শশধর। দিদিমণি তাহলে কিছুদিন এখানে থাকছেন ?

লিলি। কিছুই ঠিক নেই—চারিদিকে যা গোলমাল আরম্ভ হয়েছে ! লর্ড ক্যানিংএর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন তোমার জামাইবাবু। এসেই হযতো বলবেন—নাওগো, তল্পি গোটাও—চল।

শশধর। আহা দিদিমণির তো বড় কষ্ট। এই শরীরে এত টানা পোড়েন সহ্য হবে কেন ? জামাইবাবু না হয় একলাই যান। আপনি দিদিমণি, এখানে কিছুদিন থেকে বিশ্রাম করুন।

লিলি। তা কি কখন হয় শশধর। উনি যে একদণ্ডও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না।

শশধর। একথা শুনলেও বুকখানা দশহাত হয় দিদিমণি ! জামাইবাবু কত জন্ম তপস্যা করেছেন, তাই দিদিমণির মত ইস্ত্রী পেয়েছেন।

লিলি। তোমার জামাইবাবু তপস্যা করেননি শশধর—তপস্যা করেছিলাম আমি, তাই এমন স্বামী পেয়েছি। সাহেবকে যখন বিয়ে করি, তখন কি বলেছিলাম জান ? আমাদের বংশের সুবাদে যে যেখানে বেকার আছে সবাইকে কোন না কোন সরকারী কাজে লাগিয়ে দিতেই হবে। বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে বড় ঘরের এক সাহেবকেই যখন বিয়ে করলুম, তখন আমার আপনারজনদেরও বড় মানুষ না করে দিই কেন !

শশধর। তা যা বলেছিলেন দিদিমণি, তাই করেছেন। শুধু বংশ বলে নয়, জানাশোনাদের মধ্যে বেকার বলে কেউ আর নেই। সার্থক

বিদ্যে শিখেছিলেন, সার্থক বিয়ে করেছিলেন। কলি যুগ না হলে স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি হতো আপনার মাথায়।

লিলি। কলেজে যখন পড়ি, আপনার জনদের কি তম্বী! তারপর, এই বিয়ে নিয়ে কত কথা—কত নিন্দে। আর, এখন তাদের মুখে আর আমার প্রশংসা ধরে না। সামনে এলে, এই তোমার মতই হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। ঐ বুঝি সাহেব আসছেন।

স্যার হিউ হুইলারের প্রবেশ। শশধর ছুটিয়া গিয়া
সাহেবের পা দুটী জড়াইয়া ধরিল

হুইলার। একি—পা ছাড়, পা ছাড়। কে এ? চিনিতে পারিতেছি না তো?

লিলি। তোমার এক শালা। এর নাম শশধর। মঙ্গল পাঁড়ের কেসের বিখ্যাত (informar) ইনফরমার।

হুইলার। I see!

শশধর। You my father, fore-most father, father-in-law sir!

হুইলার। সর্ব্বনাশ! তুমি বলিটেছ শালা I. mean, brother-in-law. আর উনি হইটে চান জামাই—কিন্তু কেমন করিয়া এক ব্যক্তি শালা এবং জামাই দুই হইটে পারেন!

লিলি। তা' শশধর তোমার শালাই হোচ্ছে। সাহেব খুব ভাল বাংলা বলতে জানেন শশধর। বাঙ্গালীর সঙ্গে বাংলাতেই কথাবার্ত্তা বলেন। তুমি নির্ভয়ে বাংলাতেই কথাবার্ত্তা বল।

শশধর। সাহেবের সঙ্গে বাংলাতে কথাবার্ত্তা বলব?

হুইলার। হাঁ, হাঁ—নিশ্চয়ই বলিবে। তা লিলি, শশধর তোমার কি রকম ভাই আছেন?

লিলি। বংশ সুবাদে ভাই।

হুইলার। তোমার পিতৃকুল দেখিতেছি যদুকুল। সরকারী সেরেস্তায় বারোআনাই তো তাহারা দখল করিয়া আছেন—এখনও আসার শেষ নেই।

লিলি। তা হলেও শশধরের কথা আলাদা। তোমরা তো ওর জন্যই অতবড় plotটার খবর পেলে।

হুইলার। That's true—এই শশধর জাতীয় লোকগুলি থাকিতে ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ইংরেজ কোম্পানীর কোন চিন্তা নাই।

লিলি। শুনলে তো শশধর, সাহেব তোমার কত সুখ্যাতি করছেন।

শশধর। very very glad sir. God save the sarker sir. God save you sir.

হুইলার। মঙ্গল পাঁড়ে তোমার দলিল দস্তাবেজ সব পুড়াইয়া দিয়াও তোমাকে রেহাই দেয় নাই শশধর। ফাঁসী কাঠে উঠিয়া তোমার নামে একটা ফতোয়া দিয়া গিয়াছে শুনিয়াছ তো? সে তাহার দেশবাসীকে বলিয়া গিয়াছে—ফিরিঙ্গি সরকারকে নিকাশ করিবার আগেই দেশের শশধরদিগকে নিকাশ করা চাই।

শশধর। you save me sir, save me father.

লিলি। ফের বলে father. তুমি যে স্যারের brother-in-law—শালা। বাংলায় লোকে ওঁকে কি বলে জান? জামাইবাবু। তুমিও স্যারকে জামাইবাবু বলবে।

শশধর। But আমার যে shame করে স্যার, shame—লজ্জা—স্যার!

হুইলার। না না, লজ্জা কিসের আছে! আমার কোন আপত্তি নাই। এখন আমাদের সহিত কাণপুর যাইতে তোমার আপত্তি আছে কিনা সেইটা বল। এখানে কিন্তু তোমার জীবন নিরাপদ নয় শশধর।

শশধর। Yes sir—জামাইবাবু স্যার। I know sir—সেবার গালে চূণ দিয়েছিল, এবার খুন করবে স্যার! আমি যাবো জামাইবাবু স্যার, যাবো। কাণপুরেই যাবো—

লিলি। সে কিগো? কলকাতায় আসতে না আসতেই কাণপুরে ফিরে যেতে হবে নাকি!

হুইলার। এখনি রওনা হইতে হইবে। সেই কথাই তো এতক্ষণ লর্ড ক্যানিংএর সহিত হইতেছিল। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে যে আগুন জ্বালাইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে দিল্লী পর্য্যন্ত তাহা spread করিয়াছে। কাণপুর হইতেছে ওদিককার বড় ঘাঁটী; না গিয়া উপায় নাই। যাহা কেহ কোনদিন চিন্তা করে নাই, সেই হরিব্যল সিপাই মিউটিনির বিউগ্যল বাজিল ইণ্ডিয়ায়। জানি না ইহার শেষ কোথায়!

সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

বিঠুর। নানাসাহেবের বিশ্রাম কক্ষ

আনন্দ স্বামী ও আদিলা

আদিলা। আপনার গান আজ লোকের মুখে মুখে। আমিও সে গান গেয়ে তৃপ্তি পাই।

স্বামীজী। তৃপ্তি পাও? তাহলে তোমার সুধা কণ্ঠে একখানি গান শুনিয়ে আমাকেও তৃপ্তি দাও মা!

আদিলা। আমি! আপনি উপস্থিত থাকতে আপনার সামনে আমি গাইবো গান? না, স্বামীজী, নতুন গান একখানি শোনান; আজকের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যার রেশ মিশে যায়—এমনি গান।

স্বামীজী। এমনি গান!

আদিলা। হ্যাঁ স্বামীজী।

স্বামীজী। শোন মা, আমি গাইছি—

গান

আজ ডাক এসেছে আযরে সবাই
একলা গেলে চলবে না।
অত্যাচারীর অটল আসন
না টলালে টলবে না॥
জাগুক মজুর জাগুক চাষী
ধনি বণিক ভারতবাসী
মাযের ডাক নিক আসি
(যারা) বাধা বাধন মানবে না।

নানাসাহেবের প্রবেশ

নানা। জাগুক মজুর, জাগুক চাষী, ধনি বণিক ভারতবাসী—একি মন্ত্র শোনালেন স্বামীজী?

স্বামীজী। এই মন্ত্রই আনবে দেশের স্বাধীনতা—নানা ধুন্ধুপন্থ, এই মন্ত্রের প্রভাবেই জেগে উঠবে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা।

নানা। তারা জেগে উঠে করবে লড়াই? ইংরেজের শোষণ-নীতির ফলে যাদের হাতিযার ধরবার ক্ষমতাটুকুও লোপ পেয়েছে?

স্বামীজী। হ্যাঁ—নানা ধুন্ধুপন্থ, অনশনে অর্দ্ধমৃত যারা—তারাই অসুরের বলে বলীযান হয়ে জেগে উঠবে এই মন্ত্রের প্রভাবে। তারাই যোগাবে তোমার সৈন্যদের জন্য হাতিযার—যোগাবে ক্ষুধার আহার। দেশের স্বাধীনতা যদি আনতে চাও নানা ধুন্ধুপন্থ, দেশকে জাগাও আগে, নইলে তোমার সব প্রচেষ্টা বিফল হবে।

নানা। আমি কি তাহলে ভুল পথে চলেছি? তারাই যোগাবে

আহার—তারাই যোগাবে হাতিয়ার ? তবে কি,—ভুল পথে চলেছি—ভুল পথে চলেছি !

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রস্থান

স্বামীজী। আজ তাহলে উঠি মা ?

আদিলা। তা হয় না স্বামীজী—মুক্তি মন্ত্রের গান শেষ না করে যাওয়া কিছুতেই হয় না।

স্বামীজী। আচ্ছা মা, তাহলে গান শেষ করেই যাই।

স্বামীজী পুনরায় গাহিতে লাগিলেন

গান

চল্ আগে চল্—এগিয়ে চল
(ওরে) কেরাণী ভাই, ডাক্‌দে' বল্—
সবার মনে বজ্র হাঁকে
তোদের কি ঘুম ভাঙবে না ॥

গানের শেষ ভাগে ধীরে ধীরে তাস্তিয়া তোপী প্রবেশ করিলেন—
নিবিষ্ট মনে স্বামীজীর গান শুনিতে লাগিলেন

তাস্তিয়া। বা—বা ! সময়ের তালে তালে চলেছে স্বামীজীর গান। নিদ্রিত মহাকাল জেগেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশও জেগে উঠেছে, তার নমুনা আমি।

তাস্তিয়া স্বামীজীর পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম জানাইলেন

স্বামীজী। তাস্তিয়া তোপী ?

তাস্তিয়া। হ্যাঁ—গুরুজী !

আদিলা। তোপী সাহেব এলেন এত দিন পরে ? আপনার বন্ধু, যে ছটফট করছেন আপনার জন্ম। বসুন আপনি, আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি। আসুন স্বামীজী।

স্বামীজীকে লইয়া প্রস্থান

তান্তিযা। সময় হযেছে—আমিও এসেছি। আরো সব আসছে; সবাইকে আসতে হবে।

নানাসাহেবের প্রবেশ

নানা। কিন্তু আমি যে দেখছি অকালবোধন হযেছে তোপী—সময়ের ভুলে!

তান্তিযা। সময়ের ভুলে? সেকি! না না, সময় ঠিক হয়েছে নানাসাহেব। নৈলে আমাব কৌলিক দড়ির গিঁটে যে ফাঁক থেকে যেত।

নানা। দড়ির গিঁট? সে আবার কি হে?

তান্তিয়া। ইংরেজ কোম্পানীর চক্রান্তে আর চাতুরীতে যেদিন মারাঠা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়, আমার বাবা এই সিদ্ধ দাড়িটা দেবীর পায়ের পরশ নিয়ে মন্ত্র পড়ে গিঁট দিতে থাকেন। আর, গিঁটের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পড়েন "কোম্পানীর রাজত্ব ধ্বংস হোক!" এমনি করে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত গিঁট দিয়েছিলেন তিনি। তারপর, সুরু করি গিঁট দিতে আমি—একই মন্ত্র পড়ি—"কোম্পানীর রাজত্ব ধ্বংস হোক!" মানত ছিল, গিঁটের পর গিঁট পড়ে দড়িও শেষ হবে, আর কোম্পানীর রাজত্বের উপর ঘনিযে আসবে বিলুপ্তির মেঘ। এই দেখ, কত গিঁট—গিঁটে গিঁটে দড়ির কি হাল হয়েছে—আর জাযগা নেই গিঁট দেবার। আমিও তাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ছুটে এসেছি রুদ্রের কাছে। আসতে আসতে সারাপথে দেখেছি, জাগরণীর মেলা—বীর মারাঠাদের রণনৃত্য—মন্দিরে ঢুকেই শুনলাম বোধনের গান। দিন এসেছে, বোধন বসেছে, বিষাণ উঠেছে বেজে। মুখের মুখোস এবার খুলে ফেল নানা ধুন্ধুপন্থ।

আদিলার প্রবেশ

নানা। সব আয়োজন শেষ করে সবার সামনে মুখোস খুলে মুখর হব ভেবেছিলাম। ঠিক ছিল ২৩শে জুন বেলা বারোটায় ইংরেজ

কোম্পানীর প্রতিটী কেল্লা—প্রতিটী ব্যারাক থেকে সিপাইরা এক সঙ্গে অতর্কিত আক্রমণে গোরা পল্টনকে স্তব্ধ করে দুর্গশিরে উড়িয়ে দেবে জয়পতাকা। তিন বছরের এ প্রচেষ্টা, এ পরিকল্পনা, এ সাধনা—সব ব্যর্থ হয়ে গেল তোপী। এখন প্রতিটী স্থান,—প্রত্যেক লক্ষ্যবস্তুটীর জন্ম করতে হবে সংগ্রাম।

তান্তিয়া। সংগ্রাম ছাড়া সিদ্ধি কোথায় হযেছে বলতে পার বন্ধু?

নানা। পরাধীন নিরস্ত্র অসহায় জাতির জীবনে সংগ্রামের সামর্থ-ই বা কতটুকু তোপী ভাই? তাই চেষ্টা করেছি শুধু ভারতীয় সেনাদের জাগিযে তুলতে—আজাদীর নামে তাদের প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করতে; কিন্তু ঐ যে ভারত জোড়া জাতি অনড় অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে কুম্ভকর্ণের মত—তাদের দিকে যে ফিরেও চাইনি, তাদের জাগাবার কোন চেষ্টাই যে করিনি, কোন মন্ত্রই যে দিইনি তাদের কানে—পাছে ইংরেজ জানতে পেরে ব্যর্থ করে দেয় অঙ্কুরেই সে উদ্যম! আজ স্বামীজীর কথায় মনে হচ্ছে—বোধহয় ভুল পথে যাচ্ছি।

তান্তিয়া। বুঝতে পারছি তোমার কথা। ভারতের গৃহগুলির শান্তি তুমি ভাঙ্গতে চাওনি—নির্ভর করেছিলে শুধু সৈনিকদের উপর। তাঁদের সাহায্যে একদিনেই ইংরেজ রাজত্ব খতম করবার স্বপ্ন তুমি দেখেছিলে বন্ধু! কিন্তু সে স্বপ্ন সিদ্ধ হয়নি বলে আফশোষ করবার কি আছে? এখনও তো আমরা ওদের নিয়ে ইংরেজের কেল্লা, কোষাগার, বন্দিশালা সব এই কব্জির মধ্যে আনতে পারি নানাভাই!

নানা। পারতেই হবে। কিন্তু তার জন্ম দিতে হবে অনেক খেসারৎ। ইংরেজের শেখান বিত্মার জলুসেই ইংরেজকে মাৎ করতে চেয়েছিলাম। কেরাণীর সে হিসেব ভুল হয়ে গেল বন্ধু।

তান্তিয়া। তা হলে কি আমার গিঁটেও ভুল হয়েছে বলতে চাও?

আদিলা। তা কি কখন হতে পারে তোপীসাহেব? দিনের পর

দিন ধরে আপনি গুণছেন জাতির মুক্তির দিন, চাইছেন ইংরেজ কোম্পানীর অবসান; আর গুরুজী করছেন কাগজে কলমে তার হিসেব। সে কি কখনো ভুল হতে পারে? ভুল আপনাদের কাজের নয়—ভুল হয়েছে বোঝবার।

নানা। বোঝবার?

আদিলা। হ্যাঁ, গুরুজী বোঝবার। রণচণ্ডীকে জাগিয়েছেন—আয়োজন করেছেন পূজার, কিন্তু প্রয়োজন যে বলির সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন। পিপাসিতা মাতার মুক্তি-পূজায় চাই প্রাণবন্ত জীবন বলি।

নানা। ঠিক বলেছ আদিলা, বোঝবার ভুলই বটে; সত্যই—রণচণ্ডীকে জাগ্রত করেছি, বলির ব্যবস্থা করতে ভুলে গেছি। এ পূজায় আগে চাই বলি। সস্তায় কিস্তী মাৎ করতে চেয়েছিলাম, তা হয় না—চাই বলি। তাই বীর মঙ্গল পাঁড়ে দিলে ভুলের মাশুল। সাধু—সাধু মঙ্গল বীর, এ মুক্তি-সংগ্রামে তুমিই হলে সর্ব্ববরেণ্য প্রথম শহীদ। নিজের প্রাণ-পুষ্প দিলে রণচণ্ডীর চরণে অঞ্জলি। আর ধন্য বাংলা! এ যুদ্ধের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হলো প্রথম তোমারই আঙ্গিনায়।

তাত্তিয়া। আর আমি দেখছি—ভারতের দিকে দিকে বহ্নি শিখা প্রসারিত হচ্ছে। শহীদ ব্রাহ্মণ মঙ্গলজীর অতৃপ্ত আত্মা হাতছানি দিয়ে সিপাইদের ডাকছে—ওরে আয় আয় আয়, ফিরিঙ্গিরাজ খতম হয়ে এসেছে, সাবাড় কর ফিরিঙ্গিকে—সাগর পার করে দে দেশের শত্রুকে।

উল্কার প্রবেশ

উল্কা। সংহার—সংহার। আমার কাণে দিনরাত ভাসছে তার কণ্ঠস্বর। আমি দেখছি—ব্যারাকে ব্যারাকে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে মঙ্গলভাই। মরেও সে দেশকে ভোলেনি—সিপাইদের ছাউনি ছাড়েনি। সবার মুখে শুনি মঙ্গল পাঁড়ে—মঙ্গল পাঁড়ে। খুনের বদলে খুন নেবার জন্য সবাই ক্ষেপে উঠেছে। সবাই হতে চায় এক এক মঙ্গল পাঁড়ে।

নানা। সত্যকথা উল্কা! সত্য কথা বহিন!

উল্কা। সব ছাউনিই টলমল। গোরা দেখছে আর মারছে। সিপাইরা কারুর তোয়াক্কা রাখছে না, তাদের চালাচ্ছে মঙ্গল পাঁড়ে। সারা হিন্দুস্থান জ্বলে উঠেছে আজ—বাংলা থেকে দিল্লী পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছাউনী অগ্নিক্ষেত্র।

নানা। তাইত! ব্যারাকপুর, আরা, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, মীরাট, দিল্লী,—সারা হিন্দুস্থান—সারা হিন্দুস্থান অগ্নিক্ষেত্র। জয় মা রণচণ্ডী, জয় মা ভবাণী। সব লাল হো যায়েগা। বোঝবার ভুলই হয়েছিল আমাদের। খেসারৎ এক তরফা হয় না—দুতরফকেই দিতে হয়। বেইমান ইংরেজের রক্তে সব লাল হয়ে যাবে—কিন্তু রক্ত দিতে হবে আমাদেরও।

আজিমউল্লার প্রবেশ

নানা। আজিম! কি খবর?

আজিম। স্যার হুইলার এসেছেন।

নানা। বটে!

আজিম। নানাসাহেবের সঙ্গে মোলাকাত করতে চান।

নানা। হুঁ, সাহেব নিজেই আসবেন ছুটে এতখানি আশা করিনি! কেল্লার কি খবর জান?

আজিম। ঝড় ওঠবার পূর্ব্বলক্ষণ। স্যার হিউ হুইলার এসে না পড়লে কাণপুরে আগুন এতক্ষণে জ্বলে উঠতো। উনি আসতেই সব গুম হয়ে আছে।

নানা। আচ্ছা, সাহেবকে এইখানে নিয়ে এসো।

আজিমউল্লার প্রস্থান

তাত্তিয়া। তোমার কাছে এ সময়ে ছুটে আসবার কারণ?

নানা। স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা উদ্ধার। তুমি মুখোস খোলবার কথা বলেছিলে না বন্ধু, এইবার দেখবে তামাসা।

আদিলা। আমরা কি করবো ? থাকবো, না সরে যাবো ?

নানা। থাকবে। তার উপর সাহেবকে পড়বার চেষ্টা করবে। মানুষ পড়ার বিদ্যেও তো তোমাকে শিখিয়েছি আদিলা।

স্যার হুইলারকে লইয়া আজিমের প্রবেশ। পিছনে চাপরাশীর ছদ্মবেশে শশধর। তাহার হাতে একটা ফাইল ও একগোছা চাবি

নানা। আসুন—আসুন, অনারেবল স্যার হিউ হুইলার। আমার গরীবখানা আজ ধন্য হল আপনার আগমনে। বসুন—বসুন।

হুইলার। তিন তিনবার ডাকিয়াও যখন আপনার দর্শন মিলিলো না —তখন বাধ্য হইয়া হুইলারকেই আসিতে হইল আপনার দৌলতখানায়। নানা ধুন্ধুপন্থকে এ প্রকার গাফিলতি করিতে তো দেখি নাই ! ভবিষ্যৎ তো ভালই দেখিতেছি।

নানা। মানুষের ভবিষ্যতের সঙ্গে প্রকৃতির ভবিষ্যতের যোগাযোগ আছে, এটা মানেন তো ?

হুইলার। নিশ্চয়ই মানিয়া থাকি ; কিন্তু তাহার জন্যে নানাসাহেবের পিছাইয়া থাকিবার ত কোন কারণ দেখি না। যদি বলি, আবহাওয়া খারাপ হইতেছে দেখিয়াই আমরা নানাসাহেবকে স্মরণ করিয়াছিলাম ? হাঁ, ইঁহারা—?

নানা। অতি আপনার জন। ইনি হচ্ছেন আমার পরম বন্ধু তান্তিয়া তোপী। ভারী হিসেবী মানুষ। এই মাত্র বলছিলেন আমাকে— কোম্পানীর রাজত্ব একশো বছর পূর্ণ হয়েছে! এখন কোম্পানীর তরফ থেকে স্যার হিউ হুইলারের উচিৎ—ভারতবাসীকে একটা মস্ত ভোজ দেওয়া।

হুইলার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা উনি বলিতে পারেন। আর ইঁহারা?

নানা। ইনি আমার সেক্রেটারী আজিম—আপনারা তো জানেনই এঁকে!

হুইলার। খুব জানি।

নানা। আর উনি?

আদিলাকে নির্দ্দেশ

আজিম। আমাকে বলতে দিন গুরুজী! জানেন স্যার হিউ হুইলার, এঁর বাবা ছিলেন একজন মস্ত কালোয়াৎ। এ অঞ্চলের সবাই তাঁর নাম শুনলে শ্রদ্ধায় শির নত করেন। মাতৃহীনা শিশু কন্যাটীকে নিয়ে সামান্য একটী কুটীরে বাস করতেন তিনি। সবস্তবাদী হাঙ্গামার সময় জেনারেল আউটরাম যখন ইরপুরে ছাউনি করেন, তখন পণ্ডিতজীর ঘর জ্বালিয়ে দেয়, তার গোরা হাবিলদার কিরকে সাহেব। পথে এসে দাঁড়ায় পিতৃহীনা সর্ব্বহারা এই বালিকা। আমার গুরু নানা ধুন্ধুপন্থজী সেই থেকে এই বালিকাটীকে নিজের কন্যার মত পালন করেন। সেই অল্পবয়সেই এই বালিকা ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করে—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে—

নানা। থাক থাক, ও সব অবান্তর কথার আর প্রয়োজন নেই আজিম। এখন বলতে হুকুম হোক, এমন কি প্রয়োজন পড়লো যার জন্য অনারেবল স্যার হিউ হুইলারের মতন মানী ব্যক্তির শুভাগমন হয়েছে নানাসাহেবের গরীবখানায়?

হুইলার। প্রয়োজন পড়িয়াছে নানাসাহেব। সবাই বলে—আপনার মত হিসাব-নবীশ ইণ্ডিয়ায় আর দুইটা নাই।

নানা। সে পরিচয় পেয়েছেন নাকি এরি মধ্যে?

হুইলার। বহুৎ। সেরেস্তার সবাই বলে—হিসাব লইয়া যখনই গোলমাল বাধিয়াছে নানাসাহেবকে তখনই হইতে হইয়াছে মুস্কিল আসান।

নানা। এবারের মুস্কিলটা কি ?

হুইলার। ঐ হিসাব আর কি ? মুস্কিল হইযাছে—কোম্পানীর বিস্তর টাকা কানপুরের ট্রেজারিতে জমিযা গিযাছে। এখন ঠিক করিতে হইবে কোন provinceএর টাকা কি কি বাবদে জমা হইয়াছে। আব শুনিযাছেন ত কতকগুলো বেইমান সিপাইদিগকে ক্ষ্যাপাইতে সুরু করিযাছে। ঐ বদমাসগুলোকে শাযেস্তা না করা পর্য্যন্ত ট্রেজারীর চার্জ্জ এখন মিলিটারীকে লইতে হইযাছে। বুঝিতেই পারিতেছেন আমার দাযিত্ব কতখানি বাড়িযা গিযাছে—তাহা এখন আপনার উপরে আমি চাপাইতে চাই।

নানা। অর্থাৎ—

হুইলার। আমি জঙ্গলী-মানুষ। আমার কারবার তলোযার লইযা। তাই আপনার মতন পাকা কলমবাজের হাতে ট্রেজারীর সহিত সমস্ত মালখানার চার্জ্জ দিতে চাই। Hallow you—you—

শশধর চাবির তোড়াটী হুইলারের হাতে দিল

নানা। বুঝেছি, কলমবাজের হাতে দাযে পড়ে তলোযার তুলে দিতে চান।

হুইলার। না না, তা কেন—

নানা। তা, নয বা কেন—বলুন স্যার হিউ হুইলার! মালখানার ভার তো দিচ্ছেন, কিন্তু রক্ষা করবার কি ব্যবস্থা করেছেন ?

হুইলার। ভার যখন দিতেছি, আপনিই রক্ষা করিবেন। আপনার তাঁবে বহু বিশ্বাসী লোক আছে শুনিযাছি। কোম্পানীর এই বিপদের সময আপনার উচিৎ নয় কি সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে সাহায্য করা ?

নানা। জানেন তো আমি কেরাণী—কলম চালাই, মুসাবিদা করি। লড়াই বাঁধলে কি করে সামলাব ? বিদ্রোহী সিপাইরা যদি মালখানা লুট করতে আসে তখন আমি কি করবো ?

হুইলার। বিদ্রোহীরা আপনার দেশবাসী ভাই আছে। আপনি মালখানার ভার লইয়াছেন শুনিলেই তাহারা মালখানা এ্যাটাক্ (attack) করিবে না।

নানা। হুঁ! কলমবাজের হাতে দিচ্ছেন আজ তলোয়ার। বেশ নিলাম চাবি। মালখানা এখন আমার।

(সাহেবের হাত হইতে চাবির গোছাটি লইয়া)

হুইলার। ফাইলে একরারনামা আছে তাহাতে আপনার স্বাক্ষর—

নানা। স্বাক্ষর! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (তলোয়ার খুলিয়া) এখন এই নানাসাহেবের স্বাক্ষর—স্যার হুইলার।

হুইলার। আপনি কি সহসা অসুস্থ হইলেন নানাসাহেব?

নানা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! এ হাসি কি সুস্থতার লক্ষণ নয় স্যার হিউ হুইলার? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলে গেছি—ভারতবাসীর প্রাণখোলা হাসিটাও আপনারা সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু হাসিয়ে দিলেন উপরের ঐ রহস্যময় অদেখা একটা শক্তি—যাকে আমরা ঈশ্বর বলি। আমরা তাঁকে দেখি না, কিন্তু কিছুই তাঁর চোখ এড়ায় না। নানাসাহেবের আর্জী ভারত-সরকার শোনেন নি, বৃটীশ সরকার গ্রাহ্য করেন নি, কিন্তু ওখান থেকে হয়েছে ডিক্রিজারী। তাই না, অনারেবল স্যার হিউ হুইলার সুড়-সুড় করে কানপুর থেকে বিঠুরে এলেন—তারই হাতে ইংরেজ কোম্পানীর মালখানার চাবি তুলে দিতে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

হুইলার। নানাসাহেব? নানা ধুন্দুপন্থ!

নানা। সেই মিষ্টভাষী প্রিয়দর্শন নিরীহ কেরাণীটার চেহারার পরিবর্ত্তন দেখে চমকে গেলেন দেখছি। সত্যই আজ মুখের মুখোস খুলে ফেলেছি স্যার হিউ হুইলার! এতকাল কলম চালিয়ে এসেছি—এবার চালাব তলোয়ার, চালাব কামান; দেখাব ভারতীয় কেরাণীর এক অভিনব রূপ!

হুইলার। সে রূপ দেখিয়াছি। আমার গুপ্তচরের মুখে শুনিয়াছিলাম আপনার নাম—কিন্তু বিসওয়াস করি নাই।

উল্কা। সে গুপ্তচর ঐ শয়তান—আমি ওকে—

ছুরী লইয়া আক্রমণ করিতে ছুটিল। হুইলার পিস্তল বাহির করিলেন। তান্তিয়া ও আজিমউল্লা তলোয়ার খুলিয়া দুই দিক দিয়া হুইলারকে বাধা দিলেন। নানাসাহেবও সঙ্গে সঙ্গে উল্কাকে নিরস্ত্র করিলেন

নানা। ছি—উল্কা! শত্রু শয়তান হলেও গৃহাগত অতিথি। এখানে অবধ্য।

হুইলার। I warn you for the last time Nanasaheb—সাবধান—

নানা। সাবধান! এখন নানাসাহেবের সাবধান-বাণী শুনুন স্যার হুইলার। আজ যে ভাবে মালখানার চাবি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন—সেইভাবেই হিন্দুস্থান ছেড়ে দিয়ে ইংলণ্ডে সরে পড়বার জন্য বলুন আপনার কোম্পানীকে। ভারতবাসীর পক্ষ হতে নানা ধুন্ধুপন্থের এই এখন মূল কথা—ভারত ছাড়—ইংরেজ বেনিয়া, হিন্দুস্থান ছোড়দো!

সপ্তম দৃশ্য

ঝান্সীর পথ

গান

ছাড় হিন্দুস্থান ছাড় হিন্দুস্থান ছাড় হিন্দুস্থান—
শাসনের নামে শোষণ তোমার হোক হোক অবসান।
রাজ্যের পর রাজ্য গ্রাসিলে বিভেদের কৌশলে
প্রতারণা করি সিরাজের সাথে বাংলা লইলে ছলে;
এবার এসেছে যাবার সময় ভেদনীতি অবসান
জন-গণ-মন-মথিত এ ধ্বনি—ছাড় হিন্দুস্থান॥

বাংলার বীর নন্দকুমারে মিথ্যার ফাঁদে ফেলি
সত্যেরে দলি করিলে হত্যা ফাঁসীর মঞ্চে তুলি,
নিজের রচিত সন্ধি পত্রে নিজে কর পদাঘাত
নারী ও শিশুর অধিকার গ্রাসে বাড়ালে লুব্ধ হাত
এবার এসেছে যাবার সময় ভেদনীতি অবসান—
জন-গণ-মন-মথিত এ ধ্বনি ছাড় হিন্দুস্থান ॥

অষ্টম দৃশ্য

ঝান্সী মহল

রাণী তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছিলেন, এমন সময় সীতা প্রবেশ করিল

রাণী। এ কি নূতন গান শুনছি সীতা?

সীতা। সর্ব্বক্ষণ মন্দিরেই যে পড়ে থাক দিদি! বাইরের তো খবর রাখ না? সবার মুখে আজ এই গান—হিন্দুস্থান ছোড়দো—

রাণী। আমার স্বপ্ন যে মিলে যাচ্ছে সীতা। দেবীর কাছে কেবলই জিজ্ঞাসা করি—কবে পড়বে ভারতে মুক্তির আলো? এ গান উঠেছে কোথা হতে—কোথায় সে তীর্থ?

সীতা। বিঠুর। তোমার সেই কেরাণীই এই গান বেঁধেছে দিদি।

রাণী। নানা ভাই? তবে কি দিন এসেছে সীতা! আমি যে তিনটী বছর ধরে তার পদধ্বনির প্রতীক্ষা করছি। আশ্বাস দিয়েছিলেন সেদিন, সব ভুলে সব ছেড়ে সব ভার আমার উপর দিয়ে তুমি শুধু ডাকো বোন মহাশক্তিকে; জাগিয়ে তোল তাকে তোমার শুদ্ধ-চিত্তের আলোকে—দিন এলেই দেবী দেবেন সাড়া। দিন কি তবে এসেছে রে! মহাকালের বিষাণ কি তাহলে বেজেছে সীতা?

সীতা। তুমিই তো বলতে দিদি—দেবতার কথা মানুষের মুখ দিয়েই

বেরিয়ে আসে। বিঠুরের মন্দিরে কলম ছেড়ে তলোয়ার ধরেছেন নানাসাহেব। হুমকী দিয়েছেন ইংরেজ কোম্পানীকে—ভারত ছাড়, হিন্দুস্থান ছোড়্‌দো!

রাণী। সত্যি! সত্যি! দেখ দেখ সীতা, আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। মনে পড়ছে ভাইজীর কথা—দিন আসছে বোন, দিন আসছে—সুদে আসলে সমস্ত লাঞ্ছনার মাশুল সেদিন দিতে হবে ইংরেজকে। ভাইজীর কথা যাতে সত্য হয়—তারি জন্য আমি বসেছিলাম মহাশক্তির চরণতলে।

সীতা। সে তপস্যা তোমার সার্থক হয়েছে দিদি। সারা ভারত-জুড়ে ফুটে উঠেছে আগুনের ফুলকী। বীর সিপাইদের হুঙ্কার উঠেছে—ভারত ছাড়, হিন্দুস্থান ছোড়্‌দো—

রাণী। ঝান্সীর কি অবস্থা জানিস?

সীতা। গোরাদের দুরাবস্থার একশেষ। সমস্ত সিপাইরা একজোট হয়ে স্কীন সাহেবের কাণে তালা ধরাচ্ছে; চীৎকার তুলেছে—আমাদের ঝান্সী ছেড়ে দে—আমাদের ঝান্সী আমাদের রাণীকে ফিরিয়ে দে।

রাণী। বলছে! বলছে তারা—ঝান্সী আমাদের রাণীকে ফিরিয়ে দে? ভোলেনি তারা আমাকে?

সীতা। আজ তোমার জন্য তাদের আহার নিদ্রা নেই। সমস্ত কামান গোলাবারুদ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ইংরেজরা কেল্লায় আর ক্যাণ্টনমেণ্টে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে—এদিকে সারা সহর জুড়ে সিপাইরা তোমার নামে জয়ধ্বনি তুলে ছুটে বেড়াচ্ছে।

লক্ষ্মণরাওয়ের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। রাজ-রাজেশ্বরীর মন্দিরে আজ রাজ্যেশ্বরীর জয়জয়কার। আমিও বলি—জয় রাণী লক্ষ্মীবাঈজীর জয়!

রাণী। তিন বছর পর রাওকাকা এসেছেন রাজ্যহারা রাণীর জয়ধ্বনি তুলে! ওরে, তোরা আসন আন, পাখা আন, বাতাস কর—

লক্ষ্মণ। তুমি আর লজ্জা দিওনা মা! আমি নিজেই এসেছি সাজা নিতে—রাজরাজেশ্বরী মহালক্ষ্মীর মন্দিরে—যেখানে তাঁরই অংশে অবতংশ হয়ে মা-লক্ষ্মী বিরাজ করছেন।

রাণী। আপনার কথা শুনে এই আমি প্রথম ভয় পাচ্ছি রাওকাকা! আমার সামনে দাঁড়ান তো—আমি একবার ভাল করে আপনাকে দেখি।

লক্ষ্মণ। কি দেখলে মা? বলো—বলো—

রাণী। রাওকাকা—একি আশ্চর্য্য! আপনার চোখের কোণে জল? সত্যই আজ যে একটা নূতন রূপ দেখছি।

লক্ষ্মণ। নূতন রূপ দেখছো? সত্যি বলছো মা? আগের রূপ পালটে গেছে? পালটাতেই হবে মা, পালটাতেই হবে। আমি যে আজ মায়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি সন্তানের মত।

রাণী। কি হয়েছে রাওকাকা খুলে বলুন—আমি আপনার অতীতের সব কথা ভুলে যাচ্ছি। আমার মনে আপনার সম্বন্ধে কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, দ্বেষ নেই—

লক্ষ্মণ। এতো তুমি বলবেই মা—তুমিই বলবে। কিন্তু ইংরেজ কি বলে জান মা? আমাকেই নিয়ে নাকি তাদের যত ভাবনা। আমি নাকি তলে তলে তোমার সঙ্গে যোগসাজস করে সিপাইদের ক্ষেপিয়েছি। সাহেবরা আমাকে কুত্তা বলেছে মা।

রাণী। রাওকাকা! কি বললেন? ইংরেজ আপনাকে…ওঃ! আর—আপনি চুপ করে শুনলেন সেই কথা?

লক্ষ্মণ। না মা না—তখুনি ইংরেজ জেনারেলের মুখের ওপর জবাব দিয়েছি—ভুলে গেছ সাহেব, ঝান্সীর বাঘকে তোমরাই কুত্তা বানিয়েছিলে,

—এখন থেকে দেখবে—আবার সে বদলে গেছে ; সে কুত্তা নয়—বাঘ। তার সত্যিকার পরিচয় এবার পাবে।

রাণী। এইতো আমার কাকাজীর কথা। তাইতো বলেছি, আপনার আগের রূপ পাল্‌টে গেছে।

লক্ষ্মণ। শুধু আমার রূপ পালটালে তো হবে না মা—সারা ঝান্সীকে পালটাতে হবে। তার সুযোগ সুবিধা ইংরেজেই করে দিয়েছে মা! ওদের রেসিডেন্সী আজ দম্ভ আর পাপের ভারে টলমল করছে।

রাণী। সিপাইরা নাকি বিগড়ে গেছে?

লক্ষ্মণ। তুবড়ীবাজীর মত তারা আগুনের ফোয়ারা তুলছে। প্রত্যেক সিপাই—রাজ্যের প্রতিটী প্রজা এক বাক্যে চায—তোমায়। সবাই বলছে—আমাদের রাণীকে চাই—রাণীকে চাই।

নানাসাহেব, তান্তিয়া তোপী, গোসখাঁ, আজিমউল্লা ও সৈনিকদের প্রবেশ

নানা। সারা ভারতের আজ এই এক বাণী—আমাদের রাণীকে চাই। ঝান্সী বলতে আমরা বুঝি—আমাদের রাণী, ঝান্সীর রাণী!

রাণী। একি ভাইজী! সত্যই তুমি এলে?

লক্ষ্মণ। আসতেই হবে মা আসতেই হবে। এ যে মহামায়ী রাজরাজেশ্বরী মহালক্ষ্মীর ইচ্ছা মা!

নানা। বলেছিলাম তো বোন, সর্ব্বভার আমার ওপর দিয়ে তুমি শুধু জাগ্রত কর মহাশক্তিকে। দেবী জেগেছেন বলেই বৃদ্ধ দেওয়ান এসেছেন ভুলের মাশুল দিতে; দেবীর ইচ্ছাতেই আজ কলম-সম্বল কেরাণী সেনানীর সাজে ছুটে এসেছে তোমার সেদিনের লাঞ্ছনাকে সম্মানিত করতে। তুমিও বোন তাপসীর বেশ ত্যাগ করে রণচণ্ডীর রূপ ধরে তোমার তপস্যাকে কর সার্থক—সফল হোক কেরাণীর স্বপ্ন।

রাণী। সীতা! শুনছিস্ ভাইজীর কথা—

সীতা রাণীর দিকে একটিবার চাহিয়াই সবেগে প্রস্থান করিল

নানা। আসবার সময় দেখে এসেছি, ঝান্সীর দুর্গ-শিরে উড়ছে ইংরেজ কোম্পানীর পতাকা। ইংরেজ তার তোপখানা সুরক্ষিত করেছে ঐ কেল্লায়। যে কোন মুহূর্ত্তে দুর্গ থেকে তোপ দেগে ইংরেজ ঝান্সীর প্রাসাদ চূর্ণ করতে পারে।

লক্ষ্মণ। আর আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে একটাও কামান নেই।

গোসখাঁ। একটা কামান আজ যদি পেতাম মা?

রাণী। চারটে কামান যদি আমি তোমাকে এনে দিতে পারি গোসখাঁ—

গোসখাঁ। ইয়া আল্লা! তা যদি পার মা, তাহলে ইংরেজের সঙ্গে ভাল করে বোঝাপড়া করে দেখি। ইংরেজকে একবার ঝান্সীর ঝাঁজ বুঝিয়ে দিই।

লক্ষ্মণ। কিন্তু কামান তুমি কোথায় পাবে মা? সমস্ত কামানগুলোই যে ইংরেজ ক্যাণ্টনমেণ্টে নিয়ে গেছে।

রাণী। আমার এই ভাইজী তার বন্দোবস্ত করে রেখেছেন অনেক আগেই।

সকলে। জয় নানাসাহেব কী জয়?

নানা। না না না—জয়ধ্বনি তোল ঝান্সীর রাণীর! এ ধ্বনিকে সার্থক করতে হবে—বৃটীশ-কেতন-লাঞ্ছিত ঝান্সীর ঐ দুর্ভেদ্য দুর্গ বাহুবলে উদ্ধার করে, তার শিখরে সগৌরবে রাণীর বিজয়-কেতন তুলে; বিজিত দুর্গেই হবে রাণীর রাজ্যাভিষেক।

রাণীর শিরোস্ত্রাণ ও কৃপাণ লইয়া সীতার প্রবেশ। নানাসাহেব কৃপাণ রাণীর হাতে দিলেন। সীতা শিরোস্ত্রাণ রাণীর মাথায় পরাইয়া দিল

নানা। ধর—ধর মুন্না, আবার ধর তোমার পরিত্যক্ত কৃপাণ—দাঁড়াও আমার সম্মুখে আমার কল্পনার মূর্ত্তিতে—সার্থক কর কেরাণীর স্বপ্ন।

রাণী। তাই হোক, ভাইজী! তোমার পরম তেজে জেগে উঠুক আমার কৃপাণ; লক্ষ্য হোক—ঝান্সীর মুক্তি! ঝান্সী—ঝান্সী—ঝান্সীর জন্য লক্ষ্মীর মৃত্যুপণ!

নানা। বল সকলে—রাণী লক্ষ্মীবাঈ কি জয়!

সকলে। জয়, রাণী লক্ষ্মীবাঈ কি জয়। জয়, রাণী লক্ষ্মীবাঈ কি জয়।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঝান্সী। প্রাসাদ—অলিন্দ

রাণী লক্ষ্মীবাঈ সুসজ্জিত কক্ষের অলিন্দে দাঁড়াইয়া রাজপথবাহী মিছিলের জয়ধ্বনি শুনিতেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রবর্ত্তনকারী বীর নেতাদের উদ্দেশে বহুকণ্ঠের মিলিত ধ্বনি উঠিয়াছে—

বীর তাঁন্তিয়া তোপি জিন্দাবাদ! পেশোয়া নানাসাহেব জিন্দাবাদ! বীর আজিমউল্লা জিন্দাবাদ! রাজা নৃপৎসিং জিন্দাবাদ! রাণা বেণী সিং সাধু জিন্দাবাদ! নবাব বাহাদুর খাঁ জিন্দাবাদ! আলেম আহম্মদ শা জিন্দাবাদ! স্বামীজী জিন্দাবাদ! মহারাণী লক্ষ্মীবাঈজী জিন্দাবাদ! মহারাণী লক্ষ্মীবাঈজী জিন্দাবাদ! মহারাণী লক্ষ্মীবাঈজী জিন্দাবাদ!

লক্ষ্মণরাও প্রবেশ করিলেন। রাণী অলিন্দ হইতে কক্ষমধ্যে
আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

রাণী। আসুন কাকাজি—বসুন।

লক্ষ্মণ। দেখছ মা—জাতির প্রাণে কি রকম দেশাত্মবোধ জেগেছে! বিপ্লবী বীর তাঁন্তিয়া তোপি ইংরেজ জেনারেল উইণ্ডহামকে হারিয়ে দিয়ে—তার বিশাল ফৌজ বিধ্বস্ত করেছেন, এরজন্যে ঝান্সীর কি আনন্দ!

রাণী। তাই দেখছিলাম কাকাজি! আর উৎফুল্ল হয়ে ভাবছিলাম—অন্য অঞ্চলের এক গুণী লোকের শৌর্য্যে সারা দেশের কি আনন্দ! এক

ব্যক্তি, আর একটি অঞ্চলের জন্য সার্ব্বজনীন এই দরদ বুঝি এই প্রথম এসেছে—জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবলম্বন করে।

লক্ষ্মণ। সত্য মা—ঠিক অনুমান তুমি করেছ। কিন্তু এর উপলক্ষ হচ্ছেন—অযোধ্যার বেগম এবং ঝান্সীর রাণী। আর, সারা-ভারতের মধ্যে দেশাত্মবোধের এই দরদ জাগিয়েছেন মা সর্ব্বপ্রথম তোমার সেই কেরাণী ভাইজী—ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব।

রাণী। তাই ত নিতাই আমি তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করি কাকাজি। আর, এও জানি, কেরাণীর সেই স্বপ্নকে সার্থক করেছেন আরও গুটিকয়েক খেয়ালী—লোকের কাছে যাঁরা পেয়েছেন বরাবর উপেক্ষা। তাঁদের একজন ভাবুক—ভাবের আবেগে কবিতা বাধেন, একজন ভবঘুরে—বহুরূপীর মত ঘুরে বেড়ান নানা দেশে, একজন নাচওয়ালী, গানে নাচে লোককে আনন্দ দেন।

লক্ষ্মণ। বুঝিছি মা, তুমি বাঙ্গালী কবি আনন্দ স্বামী, তোমার সেই ধর্ম্মপুত্তুর শিখণ্ডী অর্থাৎ আজিমউল্লা, আর আজিজান ওরফে উল্কার বাঈএর কথা বলছ। সত্যি মা—স্বাধীনতার এই যুদ্ধে এদের দানও যে কি বিরাট তার বুঝি নিরিখ হয়না।

রাণী। জাতির কাছে এঁরাও চিরদিন নমস্য হয়ে থাকবেন কাকাজি! এঁদের জন্যই আমরা পেয়েছি—বীর তাঁন্তিয়া প্রমুখ বিপ্লবী বীরদের। অলিন্দে দাঁড়িয়ে সৈনিকদের উল্লাসধ্বনি শুনতে শুনতে আমি এদের কথাই ভাবছিলাম কাকাজী। যাক্—এখন এদিককার খবর বলুন। এর পর ইংরেজ কি চাল চালবে কিছু জেনেছেন?

লক্ষ্মণ। ইংরেজ এখন শ্যেনের মতন তাকিয়ে আছে মা, আমাদের বিপ্লবী বীর নেতাদের দিকে।

রাণী। তার মানে?

লক্ষ্মণ। মানে এই—কতক্ষণে ক্ষমতা হাতে নেবার জন্যে নেতাদের

মধ্যে কাড়াকাড়ি আরম্ভ হয়, আর তাই নিয়ে সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই বেধে যায়। ইংরেজ সেই সুযোগটির প্রতীক্ষা করছে।

রাণী। তাই নাকি?

লক্ষ্মণ। কিন্তু নানাসাহেব যে ভাবে ইংরেজ জাতটাকে আগাগোড়া পড়েছেন, তাতে মনে হয় মা—ইংরেজের এই দুরাশাকে কিছুতেই তিনি সফল হতে দেবেন না। দিল্লীর সভায় এ সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত নিশ্চয়ই তিনি করবেন। হ্যাঁ, বিপ্লবী নায়কদের একান্ত ইচ্ছা যে, দিল্লীর সভায় উপস্থিত হয়ে, তুমিও মা—

রাণী। না—কাকাজি! ঝান্সী ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আপনিই ঝান্সীর প্রতিনিধি হয়ে বরং দিল্লীর সভায় যোগ দেবেন। সে সভার সিদ্ধান্ত আমি নতমস্তকে মেনে নেব।

লক্ষ্মণ। মায়ের যদি সেই ইচ্ছা হয়—তাই হবে। হ্যাঁ, কদিন ধরেই একটা কথা বলি বলি করেও তোমাকে বলা হয়নি মা, কিন্তু আর না বলেও পারছিনে—

রাণী। এমন কি কথা রাওকাকা—যে, বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন?

লক্ষ্মণ। কথাটা ঐ ক্যাণ্টনমেণ্টে অবরুদ্ধ গোরাগুলোকে নিয়ে মা! সেবার তোমার দাপটে কেল্লা থেকে হটে গিয়ে ক্যাণ্টনমেণ্টে ওরা যখন আশ্রয় নিলে—তোমার দয়াতেই সে যাত্রা বেঁচে গেল। কিন্তু তার পর চারদিকে কামান বসিয়ে ক্যাণ্টনমেণ্টকে যখন কেল্লার মত দুর্ভেদ্য করে তুলল—তখনো তুমি কিছু বললে না। শুধু তাই নয়—আর কেউ না জানুক, কিন্তু আমার ত জানতে বাকি নেই মা—সিপাইদের অজ্ঞাতে চুপি চুপি তুমি ওদের দানাপাণি পর্য্যন্ত যোগাচ্ছ, নৈলে এতদিনে ওরা অনাহারে মরে যেত!

রাণী। শুনিছি, রসদ বন্ধ করে শত্রুকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা এযুগের যুদ্ধের একটা মস্ত কৌশল। তা সত্ত্বেও যখন শুনলাম—অবরুদ্ধ

গোরাদের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অধিক নারী, রোগী আর দুগ্ধপোষ্য শিশু, তখন নারীর অন্তর দিয়ে আমি তাদের অবস্থাটা উপলব্ধি করেই রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছি কাকাজি।

লক্ষ্মণ। কিন্তু শাস্ত্রই ব্যবস্থা দিয়েছে মা, ঋণ বহ্নি ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই। নিঃশেষ না করলে পরে ক্ষতিকর হয়ে থাকে।

রাণী। যোদ্ধাদের সঙ্গেই আমাদের যুদ্ধ রাওকাকা; সে যুদ্ধের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার শৌর্য্যের উগ্রতা কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। কিন্তু যখন দেখব—সেই যোদ্ধারা নারীর মত অসহায়, রুগ্ন, মুমূর্ষু, তখনই সেই উগ্র নারীত্ব মমতার পরশে মাতৃত্বে নেমে আসতে বাধ্য। তখন ভুলে যাব শত্রুতা—মনে হবে, আমি মা—শুধু মা।

লক্ষ্মণ। কিন্তু তোমার এ মহত্ত্বের কি মান ওরা রেখেছে বলতে পারো? তুমিই ভেবে দেখ মা—কি স্পর্দ্ধা ঐ মুষ্টিমেয় গোরাগুলোর, আর—ওদের সরদার ঐ কর্ণেল স্কীনের! তলে তলে তোমার মত করুণাময়ীর করুণা নিতে হাত পাতবে, তবুও আত্মসমর্পণ করতে মাথা নিচু করবে না। এর ওপর আর এক কথা মা, তোমার কাছে লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেবার জন্যে ইংরেজরা ভয়ঙ্কর রকমের তোড়জোড় করছে—ওদের বিখ্যাত জেনারেল হিউ রোজ নাকি মধ্যভারতের সমস্ত গোরাপল্টন একত্র করছে ঝান্সী আক্রমণ করবার মতলবে। স্যার হিউ রুইলার পাঞ্জাবীদের দলে টানছেন। আমি অবশ্য চর পাঠিয়েছি সঠিক খবর নেবার জন্যে। যদি এ খবর সত্যি হয়, তখন কিন্তু তোমাকে শক্ত হতে হবে মা—নতুবা, রাজধানীর বুকের উপর শত্রুর ঐ ঘাঁটি তখন কিন্তু মহা বিপত্তির কারণ হবে।

রাণী। সে তখন দেখা যাবে রাওকাকা। যে পর্য্যন্ত তেমন কোন সঙ্কট না আসছে, ওরা যেমন আছে তেমনি থাকুক। আপনিই বলুন কাকাজি! ঝান্সীর দশ হাজার যোদ্ধা যদি ঐ শ-কয়েক বিদেশীর উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা কলঙ্কময় হত্যাকাণ্ডের সৃষ্টি করে, তাতে কি ঝান্সীর রাণীর মুখ উজ্জ্বল হবে? রাজ্যভার হাতে নিয়ে রাজ্যবাসী সকলকেই যে, সন্তানের দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি রাও কাকা! আমার রাজ্যমধ্যে এরাও আমার একদল সন্তান। উদ্ধত দুর্ব্বিনীত সন্তান ভেবেই আমি ওদের উচ্ছেদের চেষ্টা করিনি। সন্তান দুষ্ট হোলেও মা কি কখনো তাদের অনাহারে রেখে নিজের মুখে আহার্য্য তুলতে পারে রাও কাকা?

লক্ষ্মণ। ক্ষমা কর মা—ক্ষমা কর। সার্থক তুমি মা হোয়েছিলে। অত লাঞ্ছনার পরেও রাজ্যভার পেয়ে তুমি লাঞ্ছনাকারীদের সন্তান সাব্যস্ত করে আশ্বস্ত আছ! আর—ওরা আমাকে কুত্তা বলেছিল বলে সে অপমানের জ্বালা আজও ভুলতে পারিনি—প্রতিশোধ নেবার জন্য ছটফট করে বেড়াচ্ছি! মাতৃত্বের এক অপূর্ব্ব আদর্শ তোমার মধ্যেই দেখে মা, নিজেও আজ ধন্য হলাম।

রঘুর প্রবেশ

রাণী। এই যে, রঘু—কি খবর বাবা?

রঘু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেওয়ানজীর দিকে তাকাইল

রাণী। দেওয়ান-কাকাকে দেখে কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই বাবা, উনি সব শুনেছেন।

রঘু। ক্যাণ্টনমেণ্টে গোপনে আহার্য্য পাঠাবার কথাটা সিপাহী মহলে জানাজানি হয়ে গেছে মা!

রাণী। তাই নাকি? তাহলে সিপাইরা আমার ওপর খুব চটে গেছে বল?

রঘু। আমার ভয় হোচ্ছে মা, তোপি সাহেবের বিজয় ব্যাপারে সহরে যে উত্তেজনার ঢেউ ছুটেছে—তাতে ক্যাণ্টনমেণ্ট ডুবে না যায়!

রাণী। বল কি! আমার অজ্ঞাতেই তারা অতদূর অগ্রসর হবে? না—না—সে সাহস তাদের হবে না; রাণীর আজ্ঞাবহনে তারা পণবদ্ধ।

লক্ষ্মণ। রঘুবাবু যথার্থ অনুমানই করেছেন। তোমার এ করুণার মর্ম্ম তারা বুঝবে না মা! ক্যাণ্টনমেণ্টে হামলা যদি বাধায—আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

রাণী। তাহলে আপনি এখনি ঘোষণা প্রচার করুন রাওকাকা—ক্যাণ্টনমেণ্টের ইংরেজরা আমার আশ্রিত, আমি ওদের প্রত্যেককে অভয় দিয়েছি।

শম্ভুর প্রবেশ

শম্ভু। সে সময আর নেই রাণী মা! ওদিকে সর্ব্বনাশ সুরু হয়েছে—

লক্ষ্মণ। সে কি শম্ভুবাবু!

রাণী। কি বলছ শম্ভু! তবে কি—

শম্ভু। আব কি বলবো মা—তোপি সাহেবের বিরাট জযের খবর নিয়ে কাণপুব থেকে যে সিপাইরা এসেছিল, তাবা ঝান্সার সিপাইদের ক্ষেপিয়ে ক্যাণ্টনমেণ্টে ইংরেজ ব্যারাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে!

রাণী। রাও কাকা! কে আছিস্—আমার ঘোড়া বার কর শীগ্গীর—

শম্ভু। কোথায যাবে মা, কি দেখতে যাবে! গোরাদের গুলী বারুদ সব ফুরিয়ে গেছে—খবর রেখেছিল! তার পর মা—'ম্যাসাকার' কাণ্ড! সবাইকে কোতল করেছে—পুরুষ নারী শিশু রুগ্ন—কাউকে বাদ দেযনি মা—রক্তের নদী বহে চলেছে ইংরেজ-ব্যারাকে; আর সেই রক্তের উপরে হল্লা তুলে রাক্ষসের মত নৃত্য করছে হাজার হাজার সেপাই!

রাণী। ও! একি হলো! একি মর্ম্মান্তিক দুর্য্যোগ এলো আমার জীবনে—আমার ঝান্সীর বুকে! শুনছেন রাও কাকা—শুনছেন? আমার সব চেষ্টা—উ!

লক্ষ্মণ। তাই ত মা! এত শীঘ্র যে ওরা এমন করে—

রাণী। আমার ঝান্সীর বুকে আজ নৃশংস অনাচারের অগ্নি শত শিখা মেলে জ্বলে উঠেছে।

রঘু। দয়াময়ী রাণীমার অপার দয়া এতদিন যাদের রক্ষা করেছিল—

রাণী। আজ তাকে রাক্ষসী-মায়া বলে সারা দেশ রাণীকে অভিশাপ দেবে। হ্যাঁ—তার আগেই আমাকে করতে হবে প্রায়শ্চিত্ত—

লক্ষ্মণ। একি, উন্মত্তের মত কোথা চলেছ মা—

রাণী। আমার স্বদেশী সন্তানদের উদ্যত অস্ত্র মুখে নিজেকে সমর্পণ করে—আমার বিদেশী সন্তানদের আত্মাগুলোকে তৃপ্তি দিতে চলেছি বাও কাকা!

সীতার প্রবেশ

সীতা। দিদি, দিদি। স্কীন সাহেবের বিবি এসেছেন তোমার কাছে—বোর্খায় সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে। দেখা করতে চান।

রাণী। কর্ণেল স্কীনের বিবি! উ! কোথায় তিনি—নিয়ে এসো।

সীতা। ঐ যে, এসেছেন।

বোর্খা পরিধৃতা এমিলি প্রবেশ করিয়াই মুখের আবরণ খুলিয়া ফেলিল

এমিলি। হ্যালো রাণী সাহেবা—ঝান্সীর রাণী সাহেবা—সাবাস! টুমির কীর্তির কথা শুনিয়াছে? হামীদের রেসিডেন্সী হট্যাশালা হইয়াছে—সমস্ত ফিনিস্ করিয়া দিয়াছে টুমির ট্রুপস্! হামি আসিয়াছে টুমিকে বহুৎ বহুৎ থ্যাঙ্কস্—ধন্যবাদ দিবার নিমিত্ত—

রাণী। আমাকে ক্ষমা কর মেম সাহেব—ক্ষমা কর! না, না, ক্ষমা চাইবারও মুখ আমার নেই। তুমি শুধু আমাকে বোঝবার চেষ্টা কর—এই অনুরোধ, শুধু বোঝবার চেষ্টা কর।

এমিলি। টুমিকে বহুট অগ্রে হামি বুঝিয়াছে—উট্টম করিয়া বুঝিয়াছে—যে দিবস্ হইতে টুমির প্রেরিত দুই ব্যক্তি রসদ লইয়া, মিল্ক লইয়া, বহুৎ বহুৎ খাদ্যবস্তু লইয়া হামিদের রেসিডেন্সীকে হেল্প করিতে গিয়াছিল, সেই দিবস হামির হজব্যাণ্ড কর্ণেল স্কীন কহিয়াছিল—ইহা চটুরা রাণীর চাটুরী আছে। কিন্তু হামি কহিয়াছিল—নো, নো, ইহা হইটে পারে না—হামি রাণীকে জানে! But now—অভ হামি কি বলিবে—কি বলিবে? Oh my poor husband—

রাণী। তোমার যা ইচ্ছা হয়, তাই বল মেম সাহেব! রাক্ষসী পিশাচী সয়তানী—যে আখ্যাই দেবে, আমি নীরবে শুনব—সহ্য করব। আমার রাজ্যে—আমার সৈন্যদের এই পাশবতার জন্যে নিজেকেই আমি দায়ি মনে কার—মাথা নিচু করছি তোমার কাছে মেম সাহেব, তুমি আমাকে শাস্তি দাও। যদি তোমার কাছে পিস্তল থাকে—ছুরিকা থাকে—ব্যবহার কর অবাধে; প্রায়শ্চিত্ত মনে করে আমি তাতেই তৃপ্তি পাব।

এমিলি। নো নো নো—টুমিই হামিকে ক্ষমা কর রাণী সাহেবা! টুমিকে দেখিয়া—টুমির বাক্য শুনিয়া হামি বুঝিটেছে—হামি যে ধারণা করিয়াছিল, টাহা ট্রুথ্ আছে—You have shoken me from head to foot. হামি বুঝিটেছে—এই অপকীর্টির কারণ টুমি না আছে, টুমিদের জাটি না আছে, ইহা হইটেছে হামিদের জাটির পাপের পানিশমেণ্ট! উপর হইতে গড দিয়াছেন এই শাস্তি! ইহা Nemisis retributive justice! এখন হামি এক প্রেযার—ভিক্ষা আনিযাছে রাণী সাহেবার কাছে—কিন্তু… …

রাণী। ভিক্ষা নয় মেম সাহেব! বল—হুকুম। এতে কিন্তু করবার কিছু নেই; বল তুমি—বল।

এমিলি। But I afred—বলিটে হামি…

রাণী। নির্ভয়ে বল মেম সাহেব—যদি আমাকে প্রত্যয় করে থাক, তাহলে এঁদের কারুর ওপর কোন সন্দেহ রেখ না—মা।

এমিলি। মা! টুমি আমাকে mother কহিলে রাণী সাহেবা! টবে—টবে—আমি ডর করিবে না—টবে—আমি ভরসা করিবে—হামির স্বামী টুমির নিকট বিষ্টর অপরাধ করিলেও—টুমী টাহাকে father ভাবিয়া save করিবে—রক্সা করিবে।

রাণী। সেকি মা—তোমার স্বামী কর্ণেল স্কীন—

এমিলি। still he alive; কিন্তু অধিক সময় বাঁচিবে না—যদি টিনিকে টুমি……

রাণী। তোমার স্বামী কর্ণেল স্কীন তাহলে বেঁচে আছেন? কোথায় তিনি—বল মা, স্পষ্ট করে বল—কোন ভয় নেই—

এমিলি। He is seriously wounded. মৃতদিগের সহিত মৃটের মটন পড়িয়া আছেন—টুমি ইচ্ছা করিলে টিনিকে—আমার স্বামীকে—Oh mother! mercy, mercy—হামির স্বামীকে উট্ধার কর—রক্সা কর—my poor husband—the hope of my life—

রাণী। নিশ্চিন্ত হও মা—এই হোক আমার সান্ত্বনা। রাও কাকা—

লক্ষ্মণ। এ ভার আমি নিচ্ছি মা! তুমি নিশ্চিন্ত হও—

রাণী। আমি নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছি না রাও কাকা—জাতির শৌর্য্য আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, তাকে ফেরাতে হবে—নারীত্বের আলো দেখিয়ে। ওদের কৃত অনাচারের অগ্নিকুণ্ডে অশ্রুর অঞ্জলি দেবে রাণীর সংগে ঝান্সীর প্রত্যেক মেয়ে! এসো মা আমার সঙ্গে।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

এলাহাবাদ ইংরেজ ছাউনি। স্যার হুইলারের শিবির-কক্ষ

স্যার হুইলার ও মিসেস হুইলার (লিলি)

লিলি। আশ্চর্য! ইংরেজের কাছে যার বিদ্যা-বুদ্ধির হাতে খড়ি—এমন একটা কেরাণী মাথা খেলিয়ে সারা ভারতবর্ষকে মাতিয়ে তুললে!

হুইলার। হ্যাঁ—ইংরাজের নিকট শিক্ষিত এলেম ইংরাজ জাতিকে দেখাইয়া অবাক করিলেন নানাসাহেব—কেবল তাঁহার মাথার বুদ্ধি খেলাইয়া। ইংরাজের শিক্ষিত সিপাহীদিগকে হস্তে আনিয়া ইংরাজদিগকে 'ফুল' বানাইয়া দিলেন।

লিলি। একেই বলে—যার শীল যার নোড়া, তারই ভাঙলো দাঁতের গোড়া।

হুইলার। বহু পূর্ব্ব হইতেই নানাসাহেব কেরাণীর কলম চালাইবার সহিত হাসিতে হাসিতে মাথা খেলাইবার অনেক কথাই বলিতেন! তখন মনে হইত কৌতুক—I mean jock করিতেছেন; এখন বুঝিয়াছি, অন্তরের কথাই কহিতেন—সত্য কথাই বলিতেন; আজিকার—এই প্রেজেন্ট মিউটিনীর প্ল্যান তাঁহার মাথার ভিতরে বহু পূর্ব্বেই রেডি হইতেছিল।

লিলি। তার পর মুখোস খুলেই ক'টা মাসের মধ্যে যে দিক্‌বিজয় কাণ্ড করলে—যা মানুষের সাধ্যি নয়। কেরাণী হলো পেশোয়া—এবার বাদশা হবার লালশায় দিল্লীকে ছুটেছে।

হুইলার। কোম্পানীর চান্স এক্ষণে উহার উপরেই নির্ভর করিতেছে—মাই ডার্লিং!

লিলি। তার মানে?

হুইলার। দিল্লী জয় করিয়া সিপাহীদিগের মধ্যে এখন এই সমস্যা

উঠিয়াছে—দিল্লীর তক্তের উপর কাহাকে বাদশা করিয়া বসাইবে! মুসলীম লোক চাহিতেছে—উপযুক্ত কোন মুসলীম লীডারকে তক্তে বসাইয়া বাদশা বানাইবে। And otherside হিন্দুরাও জিদ ধরিবে নানাসাহেব অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁহাকেই তক্ত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। এখন সকল প্রভিন্স হইতে লীডারগণ তাকাইয়া আছেন—দিল্লীতে কি ফয়সলা হয় তাহার দিকে।

লিলি। বুঝিয়াছি—তোমরাও শকুনের মতন চেয়ে আছ—কখন এই বাদশাহী নিয়ে হিন্দু মুসলমানে ঘরোয়া লড়াই বাধে—আপনা-আপনি কাটাকাটি করে ইংরেজের চান্স আবার ফিরিয়ে দেয়!

হুইলার। যগ্যপি বিলাত হইতে নিউ এনফিল্ড গান, এ্যাণ্ড ফ্রেস ট্রুপস্ না আসিয়া উপস্থিত হয় এবং পাঞ্জাবী ট্রুপস হামাদিগকে help না করে—তাহা হইলে নানাসাহেব সেই যে সাংঘাতিক কথা কহিয়াছিলেন, তাহাই সত্য হইবে—তল্পী-তল্পা লইয়া ইংরাজকে ভারতবর্ষ ছাড়িতে হইবে।

লিলি। ভাগ্যিস্—আমরা কানপুর থেকে এলাহাবাদে এসে পড়েছিলুম!

হুইলার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি ডার্লিং যে আমি পলাইয়া আসি নাই—আসিয়াছিলাম এলাহাবাদকে বক্‌সা করিতে। কিন্তু জেনারেল উইণ্ডহাম টোপীর নিকট ডিফিট হইয়া বৃটিশ প্রেষ্টিজ ডুবাইয়া দিল—সেভেন হান্‌ড্রেডস্ ইউরোপীয়ানস্ আটক পড়িল! সেই দিবস হইতে রাতে ঘুম ছিল না চোখে। এতগুলি ইংরেজ—men women and boys অবরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুর দিন গণিতেছিল! যে দুর্ভাগ্যের কল্পনাও কোনদিন ইংরাজ করে নাই! কিন্তু আজ আমি ঘুমাইতে পারিব—নানাসাহেব আমাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন তাহাদিগের সম্বন্ধে।

লিলি। কি করেছেন নানাসাহেব?

হুইলার। আমি নানাসাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিলাম,—অবরুদ্ধ

ইংরাজদিগকে তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া অভয় দেন; তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে সারেণ্ডার করিবার নিমিত্ত অর্ডার দিব। সদাশয় নানা এক সর্ত্তে আমার সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে— ইংরাজদিগকে নৌকাযোগে এলাহাবাদে পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্ত দিয়াছেন।

লিলি। কি সর্ত্তে নানাসাহেব এতটা সদয় হলেন?

হুইলার। সিপাহীদিগের নিকট একান্ত অপরাধী এক ব্যক্তিকে নানাসাহেবের হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে—তিনি তাহার বিচার করিবেন।

লিলি। কে সেই ব্যক্তি?

হুইলার। লেফটন্যাণ্ট কিরকে।

লিলি। ও! কিন্তু বিদ্রোহীদের খাতিরে তাকে ত্যাগ করা মানে, বৃটিশ প্রেষ্টিজকে জাহান্নমে দেওয়া—বিদ্রোহীদের কাছে পরাজয়ের চেয়ে বৃটিশজাতির এ হীনতা আরো মর্ম্মান্তিক!

হুইলার। কিন্তু সাত শত ব্যক্তির জীবনের অনুরোধে এ পরাজয়কে স্বীকার করা ব্যতীত আর কোন উপায় স্থির করিতে পারি নাই।

শশধরের প্রবেশ

শশধর। Good news জামাইবাবু স্যার—very very good news স্যার!

হুইলার। কি হইয়াছে?

শশধর। কিরকে সাহেব এনিমিদের প্ল্যানটেন শো করে পালিয়ে এসেছে স্যার!

হুইলার। what—what—

লিলি। পালিয়ে এসেছে? কেমন করে পালিয়ে এলো সে?

শশধর। মাথা খেলিয়ে দিদিমণি—বোর্খা পরে মুসলমানী সেজে তোফা পালিয়ে এসেছ ফিরকে সাহেব।

হুইলার। what! আপনকার লাইফ সেভ করিবার নিমিত্ত কানপুরে hundred-fold life—men, women and child দিগের future চিন্তা করিল না that selfish fool!

শশধর। চিন্তা করবার কিছু নেই জামাইবাবু স্যার! ফিবকে সাহেবের বদলে একটা মড়াকে—dead whiteman স্যার—ফিরকে বলে সেখানকার সাহেবরা চালিয়ে দেবে স্থিব হয়েছে জামাইবাবু স্যার! সার্চ্চ করলেও ফিরকে সাহেবকে সেখানে পাবে না স্যার!

লিলি। তাহলে একটা মতলব খেলেই এসেছে—

হুইলার। সে মতলব আমি বানচাল করিবা দিবে—টাহাকে কানপুরে ফিরিবা গিযা সারেণ্ডার করিতে হইবে atonce—

লিলি। বল কি?

হুইলার। ইহা ব্যতীত হামার প্রেষ্টিজ রক্ষা করিবার দ্বিতীয় পথ না আছে—there is no other way. সেই বন্দোবস্ত হামি এখনি করিবে।

হুইলারের প্রস্থান

শশধর। য়্যাঁ—তাহলে যে উলটো উৎপাত্ত হলো দিদিমণি! আসতে না আসতেই ফিরকে সাহেবকে খুন পায়ে ফিরে যেতে হবে?

লিলি। হবেই ত—ঐ হতভাগা যে সত্যিই নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সাত শ প্রাণীকে ডুবিয়ে এসেছে। চল—দেখি গে।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী আম-দরবার—উচ্চ মঞ্চের উপর শূন্য সিংহাসন

মঞ্চের নিম্নে উভয় পার্শ্বে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ আসীন। যথা : নানাসাহেব, লক্ষ্মণরাও, তান্তিয়া তোপী, আরার বৃদ্ধ রাজা কুমার সিংহ, রয়ার খণ্ড রাজা নৃপৎ সিংহ, শঙ্করপুরের তরুণ রাণা বেণীসাধু, রোহিলখণ্ডের যুবক নবাব বাহাদুরখাঁ, ফয়জাবাদের আলেম আহম্মদ শা প্রভৃতি।

মঞ্চস্থ সকলে ও নেপথ্যে। হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ! বিপ্লব জিন্দাবাদ!

লক্ষ্মণ। এই বিপুল জয়ধ্বনির সংগে আমি আর একটা ধ্বনি মিলিয়ে দিতে চাই—যে ধ্বনি প্রথম নির্গত হয়েছে এই মহাবিপ্লবের মহানেতা নানা সাহেব ধুন্ধুপন্থজীর কণ্ঠ থেকে—হিন্দুস্থান ছোড় দো! আংরেজ বেণিয়া—হিন্দুস্থান ছোড় দো।

মঞ্চ ও নেপথ্যে। হিন্দুস্থান ছোড় দো—আংরেজ বেণিয়া! নানাসাহেব জিন্দাবাদ! দেওয়ান লক্ষ্মণরাও জিন্দাবাদ।

লক্ষ্মণ। দেওয়ান লক্ষ্মণরাও অতি ক্ষুদ্র প্রাণী—ঝান্সার মহীয়সী বীরাঙ্গণা—রাণী লক্ষ্মীবাঈজীর সেবায় শেষ জীবন উৎসর্গ করেছি বলেই আজ দিল্লীর সিপাহী-দরবারে এই দীনের শিরে এভাবে সম্মান-পুষ্প বর্ষিত হচ্ছে।

কুমার সিং। বন্ধুগণ! এ পর্যন্ত একমুখী হয়ে চলেছে বীর সিপাহীদের বিজয় পর্ব। গত দেড় বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষে এক লক্ষ বর্গমাইলেরও বেশী জমি আমাদের দখলে এসেছে; ফলে, সাড়ে চার কোটী ভারতবাসী পেয়েছে আজাদী; বহু বহু নগর, কেল্লা, বন্দীশালা আমাদের হাতে এসেছে। এখন এ সমস্ত শৃংখলার সংগে রক্ষা—অর্থাৎ শাসন-পালনের ব্যবস্থা করা চাই। তাই প্রয়োজন হয়েছে—বাদশাহের মান-মর্যাদার সঙ্গে বাদশাহী খানদানি দিয়ে এমন এক যোগ্য

ব্যক্তিকে ঐ গদীতে বসাতে হবে—আমরা সবাই যাঁকে বাদশাহ-নামদার ভেবে তাঁর হুকুমৎ মেনে চলি। আমাদের মধ্যে দেওয়ান লক্ষ্মণরাওই হচ্ছেন সবচেযে বিজ্ঞ ব্যক্তি; কাজেই—সেই নামী ও মানী ব্যক্তির নামটি আপনিই প্রস্তাব করুন দেওয়ান সাহেব!

লক্ষ্মণ। সমস্যার সমাধান করতে বসে আপনারা যে দেখছি আমাকেও এক গুরুতর সমস্যার মধ্যে ফেললেন। তাহলে অসঙ্কোচেই বলি, ঠিক যেমনটি আপনারা চান, অর্থাৎ—যাঁর নির্দেশে সারা দেশের গতি চলবে, সবাই যাঁকে সত্যিই মানবেন—তিনি হচ্ছেন, ঝান্সীর রাণীসাহেবা। যাঁর নামে সৈনিকের হাতের তলোয়ার নাচতে থাকে, পাথর জেগে ওঠে যাঁর ডাকে,—সেই বীরাঙ্গণা লক্ষ্মীবাঈ—ঝান্সীর রাণী।

মঞ্চ থেকে ও নেপথ্যে। সাধু, সাধু! রাণী লক্ষ্মীবাঈকি জিন্দাবাদ! ঝান্সীর রাণী হোন হিন্দুস্থানের মহারাণী।

লক্ষ্মণ। কিন্তু বন্ধুগণ! রাণী প্রতিজ্ঞা করেছেন, প্রয়োজন হলে সৈনিকের মত তিনি যুদ্ধ করবেন, কিন্তু ঝান্সীর বাইরে কোন কর্তৃত্বই তিনি নেবেন না। আপনাদের নির্বাচিত বাদশাহকেই তিনি বাদশাহ নামদারের সম্মান দেবেন। যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে আমি রাণীর নাম উল্লেখ করেছিলাম মাত্র। এর পর আমি শ্রদ্ধার সংগে এমন এক নাম করছি, এ মহাবিপ্লবের মূল উৎস যিনি—ইংরেজ চরিত্র সম্বন্ধে যাঁর আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, সারা ভারতে দীর্ঘকাল ধরে যিনি বিপ্লবের বীজ বপন করে এসেছেন—ঝান্সীর রাণীর পরেই যিনি সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা—আমি করছি সেই মহাবিপ্লবীর নাম; তিনি ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব।

মঞ্চ থেকে ও নেপথ্যে। সাধু, সাধু! নানাসাহেবজীকি জিন্দাবাদ!

নৃপৎসিং। দেহটা আমার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা—আধখানা পড়ে গেছে। আর—এই যে বাকী আধখানা দেখছেন, এটাও

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে আগে থেকেই উৎসর্গ করে রেখেছি। তাই দেশের ডাকে এই আধখানা দেহ নিয়েই ছুটে এসেছি। দেওয়ান লক্ষ্মণরাওজীর কথা খুবই সঙ্গত। নানাসাহেবের মত উপযুক্ত ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আর কে আছেন জানা নেই। এঁর মুখ থেকেই প্রথম বিপ্লবী হুমকি বজ্রনাদে নির্গত হয়ে আংরেজকে চমকিত করেছে—হিন্দুস্থান ছোড়দো। সুতরাং হিন্দুস্থানের বাদশাহী-তক্তে নানা ধুন্ধুপন্থকে নির্বাচিত করা হোলে তাঁর যোগ্যতা ও দেশপ্রীতিকেই সম্মান দেওয়া হবে।

মঞ্চ থেকে ও নেপথ্যে। সাধু, সাধু, সাধু! রাজা নৃপৎসিং জিন্দাবাদ! নানাসাহেব জিন্দাবাদ।

আহাম্মদশা। নানাসাহেব, নানাসাহেব, নানাসাহেব—আজাদী লড়াই শুরু হবার সাথে সাথে এই নাম আজ হিন্দু মুসলীম সবার মুখে মুখে উঠেছে। একদিনে এ বিপ্লব শুরু হয় নি। আমি জানি—আংরেজের সাথে দোস্তি রেখে তলে তলে সারা ভারতবর্ষে নানাজী কি ভাবে বিপ্লবের এই বীজ ছড়িয়েছিলেন! শহরে শহরে গাঁযে গাঁযে কেল্লায় কেল্লায় ব্যারাকে ব্যারাকে নানাসাহেবের ফুল আর রুটি আজাদীর বয়েদ জারী করেছে হিন্দু মুসলিম সিপাইদের দিলে। তাই আজ তামাম মুলুক থেকে এক সাথে উঠবে আওয়াজ—নানাসাহেব কি জিন্দাবাদ!

মঞ্চে ও নেপথ্যে। নানাসাহেব কি জিন্দাবাদ! নানাসাহেব কি জিন্দাবাদ! নানাসাহেব কি জিন্দাবাদ!

নানা। বন্ধুগণ! আমার একান্ত ইচ্ছা—আমাদের সংঘবদ্ধ বিপ্লব যেমন পররাষ্ট্রলোলুপ দর্পিত ইংরেজকে স্তম্ভিত করেছে, তেমনি আমাদের প্রীতিপূর্ণ ঐক্যের সৌরভেও তারা চমৎকৃত হয়। শকুনের মত তাকিয়ে আছে ইংরেজ—আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ কতক্ষণে আত্মপ্রাধান্যের মোহে

সাম্প্রদায়িক বিরোধের বারুদখানায় পরিণত হয়, আর সুবিধাবাদী ইংরেজও অমনি তাতে অগ্নিসংযোগ করবার ফুরসদ্ পায়! এখন—দিল্লীর এই দরবার থেকে হিন্দু-মুসলিম বিপ্লবীদের মিলিত ধ্বনির প্রচণ্ড আঘাতে ইংরেজদের ঐ হীন প্রচেষ্টাকে ধূলিসাৎ করতে হবে। আমি প্রথমেই এই স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকদের পক্ষ থেকে অভিবাদন করছি এই দরবারে সমবেত জনবরেণ্য দেশনায়ক বীরবৃন্দকে। অভিবাদন জানাচ্ছি ঐ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সমবেত ভারতীয় নির্ভীক সৈনিকবৃন্দকে!

মঞ্চ ও বাহিরে। সাধু, সাধু—নানাসাহেব কি জিন্দাবাদ!

নানা। বন্ধুগণ! অতীতের অতুল প্রতাপশালী মোগল বাদশাহদের বহুবন্দিত সিংহাসন ভারতীয় সৈনিকদের বাহুবলে আজ মুক্ত। ঐ সিংহাসনে বসে প্রাতঃস্মরণীয় বাদশাহ আকবর শাহ অপূর্ব্ব এক সাম্য-নীতিতে ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত করেছিলেন মহান এক সাম্রাজ্য, হিন্দু মুসলমান সমন্বরে তাঁর উদ্দেশে জয়ধ্বনি তুলেছিল—দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা! সেই দিন আজ আবার আমরা ফিরিয়ে আনতে চাই—তেমনি আর এক অপক্ষপাতী ন্যায়নিষ্ঠ সমদর্শী বিপ্লবীকে ঐ সিংহাসনে অভিষিক্ত করে;—যাঁকে অভিনন্দন দেবে আমাদের মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনি—দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা!

লক্ষ্মণ। তিনি কে নানাসাহেব?

নানা। বন্ধুগণ! আপনাদের অনুমোদন পাব আশা করেই—সেই শ্রদ্ধাভাজনকে আমি উপস্থিত করছি আপনাদের সামনে।

সবেগে স্তম্ভের পার্শ্ব দিয়া ভিতরে গেলেন এবং পরক্ষণেই অতিবৃদ্ধ পক্কশ্মশ্রুগুম্ফধারী—বাদশাহ পরিচ্ছদে সজ্জিত বাহাদুর সাহের হাত ধরিয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

লক্ষ্মণ। এ কি!

কুমার সিং। বাদশাহ বংশধর—বাহাদুর শাহ!

সকলে অভিবাদন করিলেন এবং বাহাদুর শাহও প্রত্যভিবাদন করিলেন

নানা। বন্ধুগণ, নেতৃবর্গ, বীর সৈনিকগণ! মহান্ বাদশাহ আকবর শাহের বংশধর বাহাদুর শাহকে আমি উপস্থিত করেছি এই দরবারে আপনাদের সামনে। চেয়ে দেখুন এই মহামনীষীর পানে—পৈতৃক সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করে ইংরেজ দস্যু লুণ্ঠন করেছিল এঁর রাজপাট, মুছে ফেলেছিল বাদশাহী আলামত, ইজ্জত, সম্মান খান্দান্—মুঘল সাম্রাজ্যের যা কিছু ছিল গর্বের বস্তু। যে শৌর্য্যে আপনারা মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব দিল্লী মহানগরী উদ্ধার করেছেন, সেই মহান শৌর্য্যে মোগল বাদশাহের বংশধরকে প্রতিষ্ঠিত করুন ভারতের বাদশাহী তক্তে। সমস্বরে বলুন সকলে—বাদশাহ বাহাদুর শা জিন্দাবাদ!

মঞ্চে ও বাহিরে। বাদশাহ বাহাদুর শা জিন্দাবাদ!

বাহাদুরশাহ। এ কি! এ কি করলেন নানাসাহেব, এ ভাবে আমাকে দরবারে এনে! এ সব কি বলছেন! আমি ত কল্পনাও করিনি যে—

নানা। কিন্তু এ ভিন্ন সমস্যা সমাধানের আর উপায় যে নেই শাহান শা! আসুন—ঐ শূন্য বাদশাহী তক্তকে অলংকৃত করুন—

বাহাদুরশাহ। অতিবৃদ্ধ আমি, ভগ্নদেহ, অক্ষম; এ কঠোর দায়িত্ব কি করে আমি বহন করব নানা সাহেব!

নানা। আমরা সকলেই প্রস্তুত থাকব শাহানশার আজ্ঞা বহন করতে। আপনি আসুন সাহানশা—

বাহাদুরশাহের হাত ধরিয়া মঞ্চে উঠিলেন—তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া মাথায় মুকুট পরাইয়া দিলেন। বাহিরে তোপ ধ্বনি হইল, রণবাদ্য বাজিল।

বাহাদুরশাহ। আমি স্তম্ভিত, বিস্মিত, চমৎকৃত! আমি জানতাম, দিল্লীর এই মসনদ অলংকৃত করবার এক মাত্র অধিকারী—এ বিপ্লবের মহানায়ক, বীর ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব। কিন্তু নিজের স্থান তিনি বয়স ও বংশের খাতিরে আমাকেই ছেড়ে দিলেন—হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য

স্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে। অতএব, এখন এই বাদশাহী তক্ত থেকে আপনাদের বিপ্লবী বাদশাহের প্রথম ফতোয়া—হিন্দু মুসলিম এক হোক; স্বাধীন ভারতে এই ঐক্যের যে সব অন্তরায়, আজ থেকে তফাৎ হোক।

মঞ্চে ও বাহিরে। সাধু, সাধু! বাদশাহ সাহানশা বাহাদুর শা কি জিন্দাবাদ!

আজিম উল্লার প্রবেশ

আজিম। (দুই হাত তুলিয়া) জননির্বাচিত বাদশাহকে সসম্ভ্রমে কুর্নিশ করে—ভারতের বীর নেতৃবৃন্দকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আমাকে বলতে হচ্ছে—ভারতকে সর্বতোভাবে বিদেশীর প্রভাবমুক্ত করবার আগে এ উৎসব যেন ভারতের আত্মাকে ব্যঙ্গ করছে।

কুমার সিং। উজীর আজিম উল্লা!

বাহাদুর শা। কি তোমার বক্তব্য আজিম?

আজিম। শাহানশা! বাস্তববাদী এ বান্দার আর্জি হচ্ছে—আমাদের উৎসব করবার দিন এখনো আসেনি। ঋণ বহ্নি শত্রুর শেষ থাকতে আনন্দ করবার অবসর কোথায়? এ মহাবিপ্লবের নেতা নানা ধুন্ধুপন্থজী ইংরেজ কোম্পানীকে ভারত ছেড়ে দেবার জন্যে যে ফতোয়া দিয়েছিলেন, তার ফয়সলা হতে না হতেই ভারতের বাদশাহী নিয়ে এ সব ঝামেলার কোন মানে হয় না।

বাহাদুরশাহ। সাবাস্! আমি তোমার কথার সমর্থন করছি আজিমউল্লা! সত্যই ইংরেজ কোম্পানী এখনো ভারত ছাড়েনি—ভারতবর্ষের অর্ধেকও আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। এ অবস্থায় বাদশাহীর সেই পুরাতন খানদানি তামাসার মতই মনে হচ্ছে বটে!

বাহাদুর খাঁ। আংরেজ কিন্তু দিল্লীর এই খানদানিকে তামাশা ভাববে না শাহানশা! ইঁদুরের মত আংরেজ এখন গর্তের মধ্যে ঢুকেছে— সম্বল শুধু তোপখানা।

আজিম। দুঃখের কথা, নবাব বাহাদুরের এ ধারণা পালটে দেবার জন্যে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ইংরেজ আপনাদের দিল্লী আসবার ফুরসদে। ইংরেজ-সেনাপতি হ্যাভলক নবাব সাহেবের রোহিলখণ্ড এলাকার দিকে কুচ করেছে নয়া গোরা পল্টন নিয়ে।

নানাসাহেব প্রভৃতি। সে কি!

বাহাদুর খাঁ। বলছ কি আজিমউল্লা! ইংরেজ পল্টন রোহিলখণ্ডে কুচ করেছে!

আজিম। তার পর—জেনারেল রোজ মধ্য ভারতের সমস্ত ইংরেজ ফৌজ নিয়ে ঝান্সী অবরোধ করেছে।

লক্ষ্মণ। বল কি—

নানা। ঝান্সী অবরুদ্ধ হয়েছে! রাণীর প্রচণ্ড শৌর্যে পর্য্যুদস্ত অপদস্ত ইংরেজ—কোন্ ভরসায় এমন দুঃসাহস করল?

আজিম। রাণী সাহেবা কৃপা করে যে স্কীনসাহেবকে উন্মত্ত সিপাহী-দের কোপ থেকে বাঁচিয়ে মুক্তি দিয়েছিলেন—তিনিই হয়েছেন এর উপলক্ষ! তাঁরই সহায়তায় স্যার হিউরোজ এবার বেড়াজালে ঝান্সী ঘিরে ফেলেছেন। বিলেত থেকে এনেছেন নয়া ফৌজ, আর সাংঘাতিক এনফিল্ড রাইফেল। স্যার হুইলার কৌশল করে পাঞ্জাবের শিখদের দলে টেনেছেন। বিপদ চারিদিকে আমাদের। ঝান্সীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে ইংরেজ সর্ব্বস্ব পণ করেছে।

নানা। অনুযোগ তোমার নিরর্থক নয় আজিম। আমরা সকলে দিল্লীর আম-দরবারে মিলিত হয়ে শৌর্য্য নিয়ে গবেষণা করছি, আর পরম সুবিধাবাদী ইংরেজ এই সুযোগে আমাদের অধিকৃত অঞ্চলের

দুটো প্রান্তে যুগপৎ হানা দিয়েছে। রোহিলখণ্ডে হ্যাভলক্, ঝান্সীতে জেনারেল রোজ; নেপথ্যে রয়েছেন স্যার হুইলার--সহায় দুর্দ্ধষ শিখ। এখনি এর প্রতিকার প্রয়োজন শাহান শা!

বাহাদুরশাহ। এর উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য আমি নানা সাহেবকে অনুরোধ করছি।

নানা। শাহানশার আদেশ শিরোধার্য্য করে আমি তাহলে যুক্তি দিচ্ছি—নবাব বাহাদুর খাঁ, এখনি রোহিলখণ্ডে যাত্রা করুন। রাজা নৃপৎসিং, রাণা বেণীরাও সাধু, এ সঙ্কটকালে পূর্ণ শক্তি নিয়ে খাঁ বাহাদুরকে সাহায্য করুন।

বাহাদুর
নৃপৎ
বেণীরাও } আমরা প্রস্তুত।

লক্ষ্মণ। তাহলে ঝান্সী—

নানা। মহাবিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র যে ঝান্সী! ঝান্সীর রাণীর মর্য্যাদার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে ভারতমাতার অতুল মর্য্যাদা।

তান্তিয়া। সে মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমি সর্বাগ্রে আদেশ ভিক্ষা করছি নানাসাহেব!

নানা। এ ভার বহনের তুমিই সর্বাধিক যোগ্য পাত্র তান্তিয়া। তোমার শৌর্য্যে ইংরেজ স্তম্ভিত, কাণপুরে জেনারেল উইণ্ডহ্যামের বিরাট বাহিনী ধ্বংস করে তুমি অপরাজেয় সেনাপতির মর্য্যাদা পেয়েছ। রণকুশল দুর্দ্ধর্ষ বিঠুরবাহিনী আমি তোমার হাতে সমর্পণ করছি তান্তিয়া—ঝান্সীর জন্য। স্পর্দ্ধিত ইংরেজের অবরোধ চূর্ণ করে ঝান্সীর মর্য্যাদা তুমিই রক্ষা কর।

তান্তিয়া। ঝান্সী! ঝান্সী! মহাবিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র ঝান্সী!

বেগে প্রস্থান

নানা। বন্ধুগণ! বীরগণ! স্মরণ কর আমাদের পণ—স্বাধীনতার জন্য আমরণ আমাদের সংগ্রাম চলবে। এর বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই। আমাদের পণ—হয় মৃত্যু, নয় সিদ্ধি। কোষমুক্ত কর তরবারি—সম্মুখে তার পরীক্ষা।

সকলে তরবারি নিষ্কোষিত করিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

কাণপুর প্রাসাদ কক্ষ

টিকা সিং। আদিলা। আজিমউল্লা গম্ভীর ভাবে পদচারণা করিতেছেন।

টিকাসিং। মেয়েগুলোকে ত মারা হয়নি—জল থেকে তুলে বাঁচানো হয়েছে। কম নয়—তিন তিন শো মেম সাহেব। এ গুলো যদি খাবি খেতে খেতে মরত—কিম্বা তীর থেকে গুলি চালাতুম—তাহলে বরং দোষের কথা হতো। কিন্তু গোরা সাপগুলোকে মেরে কি অন্যায় করেছি বলুন?

আজিম। কি অন্যায় করেছ জানিনা; তবে এই ঘটনায় নানা সাহেবের সম্মান সুনাম আখের সব কিছু গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিয়েছ।

টিকাসিং। বা! অমনি বললেই হলো! নানা সাহেবের দুষমনরা জাহান্নমে গেছে বলে,—তাঁর মান সম্ভ্রম ডুবে যাবে কেন?

আজিম। স্যার হুইলারকে নানা সাহেব কথা দিয়েছিলেন—লেফটনাণ্ট কিরকে ছাড়া—ইংরেজ ব্যারাকের সবাইকে নৌকাযোগে অক্ষত ভাবে এলাহাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই আদেশ জানিয়ে নানা সাহেব দিল্লী যান—ফিরে এসে এই দুঃসংবাদ শুনে একবারে ভেঙ্গে পড়েছেন তিনি, খানা পিনা পর্যন্ত বন্ধ করেছেন।

টিকাসিং। কেন, আপনি কি তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলেন

নি? বলেন নি—যে, ঐ কিরকে সাহেবকে না দিয়ে চাতুরী করে ওরা নৌকা ছেড়ে দেয়, আমাদের কথায় কান দেয় নি—তাই আমরা নৌকোর ওপর তোপ দেগেছিলাম।

আজিম। কিন্তু জানো—সেই কিরকে ফিরে এসেছে নানা সাহেবের কাছে?

টিকাসিং। ফিরে এসেছে!

আজিম। প্রাণভয়ে এলাহাবাদে পালিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু স্যার হুইলার তখনি তাকে দুজন পাঞ্জাবীর হেফাজতে নানা সাহেবের কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইংরেজ জাতির ঐ মহত্ত্বের কাছে নিজেকে অনেক ছোট ভেবে নানা সাহেব তাঁর উঁচু মাথা এমনি হেঁট করেছেন যে—বুঝি আর তা উঠবে না।

টিকাসিং। য়ঁ্যা—তাহলে ত, সত্যিই ভাবনার কথা! আমার জন্যে, আমার হঠকারিতায়—

আজিম। দোষ তোমার নয় টিকা সিং—দোষী আমি, সতীচৌরার হত্যাকাণ্ডের জন্যে সব দোষ, সব দায়িত্ব আমার! আমি যদি দিল্লীতে না যেতাম—

আদিলা। তাহলে দোষ আমারই আজিমসাহেব! যাবার সময় আমার উপরেই তুমি সে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু সবস্তবাদী হাঙ্গামার হত্যাকাণ্ডের নায়ক—কিরকে ছিল আমাদের লক্ষ্য; তাকে না পেয়ে—আমিও ত কম উত্তেজিত হইনি। টিকা সিং যখন গোরাদের নৌকা আক্রমণ করতে হুকুম চালায়—বাধা ত দিইনি, বরং…

আজিম। হ্যাঁ আদিলা, উত্তেজনার আবেগে শৈশবের একটা পণ রাখতে গিয়ে এমনি ভুল তুমি করে বসেছিলে—শোধরাবার কোন উপায়ই যার নেই। আর, এই ভুলই আজ দেশের এই চরম ক্ষণে—সুতীক্ষ্ণ ভল্লের মত মহান নানা সাহেবের মর্মস্থলে বিদ্ধ করেছে। ভেঙে গেছে

সুর, শুরু হয়েছে আশা, গুমরে কাঁদছে সারা কানপুর, আর টিটকিরি দিয়ে হাসছে ভারতবর্ষের নিয়তি।

আদিলা। কিন্তু আজিম সাহেব, সতীচৌরা ঘাটের সমস্ত অপবাদ আমি যদি বহন করি—দেওয়ানা সেজে সারা ভারতবর্ষে প্রচার করে বেড়াই—ওগো, দোষ করেছি আমি; ইরপুরের অধিবাসীদের উপর একদিন ইংরেজ যে অত্যাচার করেছিল, তারই প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমি কানপুরে গঙ্গার বুকে গোলাতে ইংরেজদের নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছি—এর জন্যে দায়ী আমি—একা আমি, এ অপরাধ আমার—তবুও কি তাতে গুরুজীর মিথ্যা অপবাদ ঘুচবে না?

আজিম। না আদিলা—না। ইংরেজ জাতটাকে তুমি জান না। সতীচৌরার ঘটনাকে উপলক্ষ করে ওরা তৈরী করবে এক উপাখ্যান—সারা পৃথিবীতে ঘটা করে করবে প্রচার, যার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠবে মহান নানা সাহেবের একটা কল্পিত অতি কদর্য রূপ; আর মুছে যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে সবস্তবাদী হাঙ্গামায় ইরপুর হত্যাকাণ্ডের রক্তময় কাহিনী।

টিকাসিং। তাহলো চলো বাঈসাহেবা, চলো আজিম সাহেব, আমরা তিন জনে এক সঙ্গে নানাসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে তুলেব শাস্তি নিজের হাতে নিই—শহীদ হয়ে।

নানাসাহেবের প্রবেশ

নানা। এ উন্মাদের যুক্তি টিকাসিং। এভাবে মৃত্যুবরণের আখ্যা হবে—অপমৃত্যু; আর ঐ সাত শো ইংরেজ—ভাগীরথী বক্ষে যাদের হয়েছে সলিল সমাধি, তারাই পাবে শহীদের খ্যাতি। সমস্ত ইংরেজ জাতি তাদের প্রণাম করবে, ইতিহাস কীর্তি গাইবে; আর সেই সঙ্গে জগতে প্রচার করবে—নানাসাহেবের কপটাচার, নৃশংশতা।

টিকাসিং। কিন্তু এ যে মিথ্যা—

নানা। কে বলে মিথ্যা! আমি যে রটনার প্রত্যক্ষ পরশ পাচ্ছি। সাত শত নিরস্ত্র নরনারী অসহায় শিশুর রক্তে কাণপুর তলবাহিনী ভাগিরথী পর্য্যন্ত কলুষিত হয়েছে—সেই সব হতাহত হতভাগ্যদের আর্ত্তধ্বনি অন্তিম অভিশাপ ভারতের আত্মাকে কম্পিত করছে! মিথ্যা নয়—আমি, আমি, উপলব্ধি করছি টিকাসিং।

আদিলা। কিন্তু দিনের পর দিন ধরে যিনি একটা জাতকে শুধু পড়েছেন, সে জাতের শঠতা হিংসা শক্তি সব ডুবিয়ে দেবার জন্যে করেছেন রক্তের সাধনা—রক্ত রেখায় এঁকেছেন ভারতের নতুন মানচিত্র, বিপ্লবের সাধনায বসেই—সেই জাতের হাজার খানেক লোকের রক্ত দেখেই তিনি যদি শিউরে ওঠেন—গঙ্গার জলে রক্তের খেলা দেখে তাঁর মনে যদি অনুশোচনা জাগে—মৌর্য্যসম্রাট অশোকের মত তিনিও যদি অহিংসার গানে ভারতের আকাশ ভরাতে চান, তাহলে বলব—এ তাঁর এক নতুনতম ভণ্ডামা, কিম্বা অনুশোচনামূলক একটা ভয়।

নানা। ভণ্ডামী! ভয়! আদিলা, শেষে তুমিও…না, না, হয় ত তুমি সত্যই বলেছ; রক্তের সাধনা করেছে যে লোক, সাধনাসিদ্ধ চিত্তের বাণী যে মুখ দিয়ে হয়েছে উচ্চারিত—সব লাল হোয়ে যাবে লাল রক্তে,—আজ অসহায় সহস্র ইংরেজ নরনারীর বক্ষ-রক্তে আরক্ত গঙ্গার জল দেখে তার চোখে কেন নেমেছিল বর্ষার বাদল—কেন তার এ বৈরাগ্য? সত্যই ভাববার কথা, ভাববার কথা; কর্ম্মহীন জীবনের অলস চিন্তা উত্তেজিত মস্তিষ্কে সিঞ্চিত করেছিল যে বীজ কণা, তাই উপ্ত হয়ে ফুটে বেরিয়েছিল মুখ দিযে—লাল হো যায়েগা সব, লাল কালিতে নয়—লাল রক্তে! তাই ত, তবে, তবে,—আজিম কি বল? তুমিও ত নানাসাহেবের চিন্তার একটা রূপ! তুমি কি বল?

অস্থির ভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন

আজিম। বিহ্বল হবেন না গুরুজী; জিজ্ঞাসা যখন করলেন—

সত্যাই বলব। আদিল্লার যুক্তি এখানে খাটে না গুরু! প্রচেষ্টা একটা করিছি বলে কি ভুলও করতে হবে! ইংরেজের খুনে ভারতের জমিন্ লাল করবার সাধনা করেছিলেন বলেই—মনে কখনো এমন সংকল্পকে স্থানও দেননি যে, হাতের কব্জির মধ্যে ঐ জাতটাকে পেলেই নির্বিচারে কশাইয়ের মতন কোতল করেই যাবেন—যেমন সেদিন হয়েছে।

নানা। তুমি জানতে আজিম—সত্যাই জানতে যে, সে ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে নেই? জানতে তুমি—ইংরেজের খুনে ভারতের মানচিত্র রাঙিয়ে দেবো বলে—এ ধারণা কোনদিনই করিনি যে, অস্ত্রহীন অসহায় অসামরিক ইংরেজদের বুকে এক ধার থেকে ছুরি চালিয়ে যাবো জহ্লাদের নীচ মনোবৃত্তি নিয়ে? বল—বল—তুমি জানতে আজিম, সত্যাই জানতে?

আজিম। নৈলে সতীচোরা ঘাটে কামানের গোলায় নৌকারোহী ইংরেজদের হত্যাকাণ্ডের জন্যে অনুশোচনা আজ কি তুষানলের মত গুরুজীর অন্তরের অন্তস্তলকে দগ্ধ করত! তাই এখন ভাবি, আজন্ম সৈনিকের যে স্থান, গুরুজী সেখানে সাধনার উদ্দেশ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছিলেন।

নানা। তাই কি—আজিম, তাই কি?

আজিম। একই সঙ্গে দুটো বড় কাজ হয় না গুরুজি! অগ্নিকাণ্ড করে সারা দেশের চোখে চমক লাগিয়ে দেবেন—আর সে আগুনে লক্ষ্য বস্তু ছাড়া আর কেউ পড়লেই চোখের জলে তৎক্ষণাৎ সে আগুন নেবাতে যাবেন—তা হয় না। এই দুর্ব্বলতাকে মনে স্থান দেয়নি বলেই জেঙ্গিশ খাঁ তৈমুরলঙ্গ নাদিরশা হতে পেরেছিলেন দিগ্বিজয়ী—এগিয়ে গেছেন একমুখী হয়ে; মুখের বাণী ছিল—মার্ মার্ শত্রু মার্, সংহার কর্! তার মাঝে গো ব্রাহ্মণ, মন্দির মসজিদ, অসহায় অসামরিক, বৃদ্ধ নারী, শিশু পঙ্গু—এ সবের ছিল না কোন বাচ-বিচার।

নানাসাহেব। এইখানেই জঙ্গিশ খাঁ তৈমুরলঙ্গ নাদির শার সঙ্গে

তোমার নানাসাহেবের তফাৎ যে আজিম। তারা যেমন কোন দিন নানাসাহেব হতে পারতো না, নানাসাহেবও তাদের অমানুষিক এলাকায় কখনো পৌছাতে পারবে না। এখানে মস্ত বাধা হচ্ছে—মানবতা। কিন্তু ভাবছি, আদিলাও ত এরই পূজারী ছিল, মানুষের সহজাত সংস্কার—যে-দয়া আর মায়া, তার কোন অভাব ত ওর মধ্যে লক্ষ্য করিনি ; তবে হঠাৎ কেন এত উগ্র ও হলো ? কেন, ওর উপরে আমার স্তস্ত বিশ্বাস—নিবিড় নির্ভরতা এভাবে চূর্ণ করলো ? ভারতের ইতিহাসে হতভাগ্য নানাসাহেবকে চিরনিন্দিত করবার জন্যে ঐ ঘৃণ্য হিংসাচারকে কেন অক্ষয় উপাদানের মর্য্যাদা দিলো—কেন, কেন, কেন এ সর্ব্বনাশ করলো ?

আদিলা। তা' জানতে হলে অতীতের আর এক হত্যাশালার যবনিকা তুলে ধরতে হয় গুরুজী! কুরবানি চাইছিল শৈশব থেকে আদিলার মনের দ্বারে ইরপুরের হত্যাচিহ্নিত বহু আত্মা। বিশ্বাস করুন গুরুজী, তারা সেদিন রাক্ষসের মত এসে মনে জাগিয়েছিল উত্তেজনা ; চোখের সামনে জাগিয়ে দেয়—কিরকের সাথী তার গোরা জহ্লাদদের সংহারলীলা—অনাথ অসহায় নিরস্ত্র ভারতীয়দের উপর নির্ব্বিচারে অস্ত্রচালনার স্মৃতি! অমনি বুঝি জেঙ্গিস খাঁ তৈমুরলঙ্গ নাদিরসার রক্তর ছোঁয়াচ লাগল আদিলার রক্তে—তার পর কি করেছিল, মনে নেই—তার মানবতা তখন মরে গিয়েছিল, তার ওপরে চেপে বসেছিল এক রাক্ষস—

আজিম। নানাসাহেবের বাবাকে ইংরেজ মেরেছিল তোয়াজ করে ; সে মার ছিল অন্তরের। কিন্তু আদিলার বাবা—যান মান দিয়েছিলেন ইংরেজের তলোয়ারে। তাই গঙ্গার বুকে ইংরেজ নর-নারী ভরা নৌকোর উপরে যখন গোলা দাগছিল টিকা সিং—বারণ করতে হাত ওঠেনি আদিলার—ইরপুরের কোতলখানার ছবি অমনি ওর চোখের সামনে

তুলে ধরেছিল বেগমী। অলিন্দ থেকে গঙ্গার বুকে মৃত্যুর সে তাণ্ডব নৃত্য দেখে সে সয়তানী নাকি আনন্দে নেচেছিল।

নানাসাহেব। তাই নাকি? আর সেই বেগমমীর হেফাজতেই সবেদা কুঠিতে হতাবশিষ্ট ইংরেজ মহিলাদের রাখা হয়েছে! লেফটন্যাণ্ট ফিরকেও সেই কুঠিতে আছে। টিকা সিং—আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি খবর নাও—দেখ, দেখ, তাদের কি অবস্থা এখন।

টিকাসিংহের প্রস্থান

নানাসাহেব। এই তিন শো প্রাণীই তাহলে সতীচৌরার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা নিয়ে এলাহাবাদে স্যার হুইলারের কাছে ফিরে যাবে! কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না—কোন্ ভাষায় স্যার হুইলারকে ঐ দুর্ঘটনার কথা লিখব!

আজিম। লেখবার প্রয়োজন হবে না গুরুজি—আমি নিজেই এ অনাচারের বার্ত্তা বহন করে নিয়ে যাবো স্যার হুইলারের কাছে।

নানাসাহেব। তুমি যাবে আজিম—তুমি যাবে। বহু দৌত্য-কার্য্য তোমার কৃতিত্বে উজ্জ্বল হোয়ে আছে—এই শেষ দৌত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে কতকটা শান্তি দাও। এ দুর্ঘটনার কারণ ও বিবরণ সব জানিয়ে তাঁকে বলবে—এই নির্ম্মম হত্যার সকল দোষ ও দায়িত্ব একাই বহন করছেন বিপ্লবী নানা ধুন্ধুপন্থ।

আজিম। এ কি বলছেন গুরুজি—

আদিলা। না, না, না—

টিকাসিংহের বেগে প্রবেশ

টিকা। ও হো হো হো—সর্ব্বনাশ করেছে নানাসাহেব, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে—

নানাসাহেব। তুমি যে কাঁপছ টিকাসিং—স্থির হয়ে বলো।

টিকা। কি বলব! ভয়ঙ্কর—উ! কি ভয়ঙ্কর! সবেদা কুঠী লাল হয়ে গেছে রক্তে—

নানা আজিম আদিলা। রক্তে—

টিকা। থৈ থৈ করছে অত বড় ঘরখানা—এক হাঁটু রক্ত! আর সেই রক্তের দরিয়ায় খাঁড়া হাতে করে নাচছে রাক্ষসী বেগমী।

নানাসাহেব। বেগমী! তাহলে—

টিকা। যতগুলো বিবি, কাচ্ছা বাচ্ছা সেখানে ছিল, ঐ কিবকে পর্য্যন্ত—সবাইকে কেটেছে—কেউ বেঁচে নেই প্রভু! উঃ!

সকলের মুখ দিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ নির্গত হইল

নানা। এ কি বলছ টিকা সিং, বেগমী বাঁদী একলা অতগুলো মানুষকে—

টিকা। একদল কশাইকে এনে টাকা খাইয়ে এ কাজ করেছে রাক্ষসী।

আদিলা। সে রাক্ষসীকে—

টিকা। ধরবার কথা বলছেন? সে ফুরসদও সে দেয়নি—আমাকে দেখেই হাতের খাঁড়া নিজের গলায় বসিয়ে বেগমী হয়েছে ছিন্নমস্তা!

নানা। বলতে পার আজিম—এ প্রতিশোধ, না অদৃষ্টের পরিহাস! তুমি নিষ্কৃতি পেলে আজিম—আর কিছু বলবার নেই। কিন্তু আমার? কে দেবে আমাকে নিষ্কৃতি! কে বিশ্বাস করবে,—একটা তুর্কী বাঁদীর এই কীর্ত্তি! এর জন্য দায়ী নানা ধুন্ধুপন্থ, দায়ী এ মহাবিপ্লব। নারী ও শিশুর রক্তে প্রবাহিত নদীর উপর স্বাধীনতার সৌধ—না, না, না, অসম্ভব, হোতে পারে না; আমি অশক্ত, আমার সব শেষ—সব শেষ—

লক্ষ্মণরাওএর প্রবেশ

লক্ষ্মণ। এ তো বিপ্লবীর কথা নয় নানা ধুন্ধুপন্থ—এ যে তোমারই উক্তির প্রতিবাদ। যে ব্রত গ্রহণ করেছ, যত বিগ্রহ বা নিগ্রহ আসুক—

সিদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত ছুটি নেই। আমি দেব—নূতন শক্তি আর নবীন উদ্যম ঝান্সীর নামে।

নানা। ঝান্সীর নামে! এখানকার অনাচার আমাকে স্তব্ধ করেছিল—ঝান্সীর খবর নিতে পারিনি—

লক্ষ্মণ। কানপুর থেকে ঝান্সীর অবস্থা জেনে আমরা সেই মত ব্যবস্থা করব স্থির ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এইমাত্র সংবাদ এসেছে—ঝান্সীর নাভিশ্বাস উপস্থিত; বারুদের বুরুজ পুড়ে গেছে—রক্ষার আর কোন উপায় নেই!

নানা। সে কি! তান্তিয়া কি করল তাহলে? তার প্রচণ্ড চাপে ইংরেজের অবরোধ যে চূর্ণ হবার কথা—

লক্ষ্মণ। তান্তিয়ার কোন সংবাদ নেই—তেরো দিন তেরো রাত ধরে অবরুদ্ধ সৈনিকদের নিয়ে রাণী যুদ্ধ করছেন।

নানা। কিন্তু আমার বিখ্যাত বিঠুর বাহিনী যে তান্তিয়ার হাতে; তারই বিরাট শৌর্য্যে…ও! কোথায় গেল তান্তিয়া? কিন্তু সে চিন্তার এখন অবসর কোথায়! সত্যই আপনি নূতন শক্তি সঞ্চারিত করলেন নানাসাহেবের অবসাদগ্রস্ত জীবনে—ঝান্সীর নামে আবার জেগে উঠছে কোষরুদ্ধ কৃপাণ! রাণীর রাখী যে নানার মণিবন্ধে

রাওসাহেবের প্রবেশ

রাও। দাদাজী—

নানা। বা! ঠিক সময়ে তুমি এসেছ ভাইজী! রাজ্যহারা পিতার দত্তক আমরা দুটি ভাই। পিতৃ আজ্ঞা ছিল—ইংরেজের সঙ্গে কোন দিন যেন বিবাদে লিপ্ত না হই। সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছি—ইংরেজ আগেই সন্ধি লঙ্ঘন করেছিল বলে। পিতার আত্মাকে জানিয়েছি সে কথা—স্বর্গ থেকে তিনি তা শুনেছেন। আজ তাঁকেই সাক্ষ্য করে

নেতৃত্বের সঙ্গে সর্ব্বদায়িত্ব ও কর্ত্তব্যভার তোমার হাতেই সমর্পণ করছি ভাইজী! তোমাকে সাহায্য করবেন আজিম, আদিলা, টিকা সিং এবং আর সকলেই।

রাও। দাদাজী কি আমাদের ত্যাগ করে যেতে চান?

নানা। ভারতের মাটীর সঙ্গে দাদাজীর প্রাণের যে নিবিড় সম্বন্ধ ভাইজী—ত্যাগ করতে কি পারি? কিন্তু কি করি—কাণপুরে অনাচার-বিষ নীলকণ্ঠের মত কণ্ঠে ধরে যেতে হোচ্ছে রাখীর মান রাখতে।

আদিলা। না, না, গুরুজী—আপনি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক; কাণপুরে যে অনাচার হযেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করব আমি নিজে—আমি একা।

নানা। তা হয় না আদিলা। সব পাপ সব তাপ সব কিছু অপরাধের জন্য আমি দায়ী—আমি যে তোমাদের নেতা। চলুন রাওজী, আমার লক্ষ্য এখন ঝান্সী।

সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

পথ

আনন্দ স্বামী ও উল্কাবাঈ গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন।

স্বামীজী। তাহলে দেশদ্রোহীরাই দেশকে ডোবালে!

উল্কা। তা ছাড়া আর কি বলব স্বামীজী! যেই ইংরেজদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে কেল্লা দখল করে রাণী আবার সিংহাসন আলো করে বসলেন, সেই সময়—রাণীর সেই পরম শত্রু লালা মীরচাঁদ, আর শেঠ মদনলাল অনেক ধনরত্ন নজরাণা দিয়ে রাণীমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে মাপ চাইলে—আশ্রয় ভিক্ষা করলে। দয়াময়ী রাণী তাতে গলে গেলেন—নগরে বাস করবার আশ্রয় দিলেন—দরবারেও স্থান দিলেন।

স্বামীজী। মমতাময়ী মা মায়ের দৃষ্টিতেই ঐ দুই পাষণ্ডকে দেখে আপনার করতে চেয়েছিলেন, বুঝিছি।

উল্কা। তার পর—শুনেছেন ত, স্কীন সাহেবকে রাণী কি ভাবে রক্ষা করে ইংরেজের ছাউনীতে পাঠিয়ে দেন! কিন্তু সেই স্কীন সাহেবকে পেযেই ইংরেজ-সরকার তাঁকে মেজর জেনারেল করে ঝান্সীর বিপক্ষেই লাগালেন। ওঁর বিবি বারণ করেছিলেন, কিন্তু স্কীন সাহেব তাঁর কথায় কাণ দেয়নি। তাতে তিনি রাগ করে বিলেত চলে যান। তার পর, স্কীন সাহেব আসতেই—ঐ দুই ঘরের বিভীষণ তলে তলে সয়তানী সুরু করে দিলে। কেল্লার বারুদের বুরুজে আগুন লাগানো—তোপী সাহেবকে মাত করা—সবই ওদের কাণ্ড! উ! ভাবতে গেলে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে গুরুজী!

স্বামীজী। কিন্তু তোপী সাহেবের ব্যাপারটা এমনি আজগুবি যে বিশ্বাস হয় না—

উল্কা। ভাল করে ভেবে দেখলে কিন্তু তাঁর দোষও দেওয়া যায়না গুরুজী! দিল্লী থেকে ছুটে আসছেন তিনি, এ-খবর পেয়েই ঐ দুই সয়তান ঝান্সীর সীমান্তে এগিয়ে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করলো দানা পানি নিয়ে। বিশ হাজার যোদ্ধা—বৃকোদরের ক্ষুধা নিয়ে বিশ্রাম করতে বসল সেখানে। ডাল রুটি আর ভাঙের ভাঁটি খুলে দিলে সয়তানরা—খাবার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হলো বিষের ক্রিয়া—সেই সঙ্গে মাটি চাপা বারুদে লাগলো আগুন, আর হিউ হুইলারের আমদানী তাজা পাঞ্জাবী ফৌজ চারদিক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের মতন! ওদিকে রাণী তখন কেল্লায় বসে প্রতীক্ষা করছেন—কখন আসেন ফৌজ নিয়ে তোপী সাহেব!

স্বামীজী। এ খবর নিশ্চয়ই এখনো রাণীমা শোনেননি—নানা সাহেবও নয়।

উল্কা। হ্যাঁ গুরুজী, সেই জন্যেই ত কাণপুরে চলেছি—খবরটা

দিয়েই আমাকে বেরুতে হবে—ঐ দুই সয়তানের সন্ধানে! আমি যে দেশদ্রোহীদের নির্ম্মূল করবার পণ করেছি দেশের নামে!

স্বামীজী। দেশমাতা তোমার পণ রক্ষা করুন। তার আগে তোপীর সন্ধান করে তবে উৎসাহ জাগাতে হবে আবার বিপ্লবীদের মনে। সেই গান ধর মা!

উভয়ের গান

উভয়ের গান

আঁধারের হবে অবসান
বিপ্লবী সৈনিক অন্তর মথিয়া
জাগে ঐ জননীর জাগে আহ্বান।
ঘুচিবে রে ঘোর অমারাতি, হের ঐ নবারুণ ভাতি
শক্তির দুন্দুভি মুক্তির মন্দিরে
পুন বাজিবে রে নির্ভয় বন্দনা গান।
মুছে ফেল অবসাদ গ্লানি, ভারতের হবে জয় জানি
কর্ম্ম সে বর্ম্ম হোক, তোল তোল ধ্বনি—
হাসি মুখে বলি দিব প্রাণ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

ঝান্সী দুর্গের একাংশ।

বাহিরের কোলাহল শুনা যাইতেছে। কতিপয় নারী সৈন্যের প্রবেশ।

১ম। মা মহালক্ষীর এ হচ্ছে পরীক্ষা! দুর্গ গেল গেল অবস্থা, রাণীমা আসতেই আবার ইংরেজ হঠে গেল।

২য়। রাণীমার কথা মনে হলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সারা দিন একভাবে দুর্গ রক্ষা করে প্রাসাদে গেলেন . মা, হাত মুখ ধুয়ে সবে

এক মুঠো অন্ন নিয়ে বসেছেন ; ইষ্টদেবীকে নিবেদন করে মুখে তুলবেন ভাতের গ্রাস, অমনি ইংরেজ দিলে আবার হানা ; মুখের অন্ন ফেলে ছুটে এলেন রাণী।

৩য়। মা জগদ্ধাত্রী যেন নেমে এলেন মর্ত্ত্যে। গোলা বারুদ নেই—শুধু পাথর বল্লম তীর, তাতেই অস্থির হযে গোরাগুলো সব পালাল। ঐ রাণীমা আসছেন।

হাতের মুক্ত তরবারি কোষবদ্ধ করিতে করিতে রাণী প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সীতা, রাণীর পিছনে গোলন্দাজ-নায়ক গোস খাঁ

রাণী। আমার জন্যে ভাববার কিছু নেই, আমি ঠিক আছি। ক্লান্ত হলেও অশক্ত হইনি এখনো।

সীতা। প্রাসাদে চল দিদি, মুখের অন্ন ফেলে এসেছ—

রাণী। না—প্রাসাদে আর যাব না। ওরা হয়ত ভেবেছে, বারুদের বুরুজ যখন পুড়ে গেছে, কেল্লা থেকে গোলাগুলী ছুটছে না—কতক্ষণ আর বাধা দেবে!

গোস খাঁ। উ! বারুদের জন্যে কি খোয়ারই হলো মা!

রাণী। আমার চার চারটে ছেলের কথা খালি ভাবি! ঘনগর্জ্জ, শত্রু সংহার, আজাদী, নলদার—মুখগুলি চুণ করে অনাহারে পড়ে আছে! তাদের মুখে দিতে কিছু নেই, কিছু নেই!

গোস খাঁ। এক গাড়ী বারুদ—এক গাড়ী খালি বারুদ যদি এসময় পেতাম মা—আংরেজ কামানীদের তাহলে দেখতাম ঝান্সীর ঝাঁজ!

রাণী। গোলাবারুদের অভাবে ঝান্সীর গোলন্দাজদের নিয়ে যে ভাবে তোমরা পাথর বৃষ্টি করে ইংরেজদের হঠিয়ে দিয়েছ গোস খাঁ, তার তুলনা নেই। যাও বাবা, তোমরা একটু বিশ্রাম করগে।

গোস খাঁ। বিশ্রাম! না মা না, ও কথা ব'ল না মা, ব'ল না!

মুখের দানাপানি ছেড়ে এসে তুমি মা লড়াই দিলে, নিজে টহল দিচ্ছ এখনো—পাছে আবার আংরেজ আসে! আর আমরা বিশ্রাম করবো! এখন আপশোষ হচ্ছে—কেন তখন রুটিগুলো গিলেছিলুম! না খেলেই ভাল করতাম।

রাণী। কিন্তু না খেয়ে কি করে লড়াই করবে গোস খাঁ? আমার কথা কেন ধরছ বাবা, ভুলে যাও—ভুলে যাও। অনাহারের কথা আজকের সাফল্যের আনন্দে ভুলে গেছি বাবা! উ! যখন মনে পড়ে—পাথর ফেলে, বল্লম আর তীর ছুঁড়ে আমরা আজ ইংরেজকে হঠিয়ে দিয়েছি—

গোস খাঁ। আফশোস্ হচ্ছে মা—বারুদ যদি পেতাম, এখনো যদি পাই! আচ্ছা মা, কি হলো তোপী সাহেবের? হাউই ছুঁড়ে জানিয়ে দিলেন—আসছেন; আশায় আশায় পথ পানে তাকিয়ে রইলাম—

রাণী। নসীব, গোস খাঁ—নসীব। নৈলে আমাদের বারুদের বুরুজ পুড়ে যায়! নানা ধুন্ধুপন্থজী দিল্লীর দরবারে; কাকাজীও সেখানে। অথচ, আশ্চর্য্য! খবর এলো—ফৌজ নিয়ে আসছেন তান্তিয়া তোপী! তার পরেই সব চুপ চাপ—কোন সংবাদ নেই আর। হয় ত, এ সব ইংরেজরই চাতুরী, একটা নতুন কিছু চাল।

লক্ষ্মণরাওএর প্রবেশ

লক্ষ্মণ। ঠিক ধরেছ মা—চাতুরী, চাল। কিন্তু চালিয়েছে দেশদ্রোহী দুটো শয়তান।

রাণী। কাকাজী! এসেছেন আপনি? কিন্তু কেমন করে এলেন—ওরা যে সমস্ত পথ ঘাট বন্ধ করে—

লক্ষ্মণ। মায়ের ডাকে ছেলে যখন আসে ঘরের টানে—পথের বাধা আপনি সরে যায়। ঝান্সী অবরুদ্ধ শুনে যে হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

এসেছি—শুধু কি আমি, ঝান্সীকে যারা ভালবাসে, ঝান্সীর জন্যে যাদের আঁতে দরদ লাগে—বিপদ শুনে তারাও এসেছে মা—গিরগিটির মতন বুকে হেঁটে সেই আঁধার সুড়ঙ্গ পথে—

রাণী। আর কে কাকাজী—কার কথা বলছেন?

নানা সাহেবের প্রবেশ

নানা। যার হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলে বোন। আসতে হয়েছে রাখির টানে—ঝান্সী বিপন্ন শুনে।

রাণী। ভাইজি! তুমি! এসেছ!

গোস খাঁ। সেলাম সেলাম নানা সাহেব! সেই এক দিন, আর—আজ একদিন হুজুর!

নানা। দিল্লীর দরবারে গিয়ে আর্জিম জানালো, ঝান্সী অবরোধ করেছে ইংরেজ—সবার রক্তে তখন মাদল বাজে। মত্ত আবেগে তোপী এল এগিয়ে—সংগে দিলাম বিঠুরের দুর্ব্বার মারাঠা বাহিনী।

রাণী। ঝান্সী তখনো ইংরেজের অজস্র আক্রমণ উপেক্ষা করে পাহাড়ের মত স্থির—তেরো দিন ধরে অবিশ্রান্ত গোলা দেগেও তারা ঝান্সীর প্রাচীর স্পর্শ করতে পারে নি; স্তব্ধ তারা দেশী মিস্ত্রীর হাতে তৈরী ঝান্সীর তোপখানার অগ্নি বর্ষণে! সর্ব্বশক্তি ব্যর্থ দেখে অবরোধ তোলবার আয়োজন করছে ইংরেজ, এখনি সময় আগুন লাগল বারুদের বুরুজে; থেমে গেল ঘনগর্জ্জ নলদার শত্রুসংহার আজাদীর গর্জ্জন—

গোস খাঁ। চীৎকার তুলে তখন আসমান কাঁপিয়ে দিলাম হুজুর—বারুদ, বারুদ, খালি এক গাড়ী বারুদ—

ছিন্ন ভিন্ন বিশৃঙ্খল বেশে রুক্ষকেশে উন্মত্ত ভঙ্গিতে তান্তিয়ার প্রবেশ

তান্তিয়া। আর—পথশ্রান্ত নিয়তিচালিত হতভাগ্য তান্তিয়া তখন

বিশ হাজার তাজা ফৌজ, কামান, গোলা, অজস্র বারুদ নিয়ে ঝান্সীর সীমান্তে ছদ্মবেশী সয়তানের আতিথ্য গ্রহণ করছে।

রাণী। কে! কে! তোপী! তান্তিয়া! তুমি! এ কি তোমার বেশ—এ কি মূর্ত্তি?

নানা। অবাক হযে শোন বহিন—তলোয়ারবাজ তান্তিয়া তলোয়ার চালাবার আগেই বুদ্ধিবাজের চালাকীর প্যাঁচে মাত হয়ে গিয়েছিল বারুদ দিয়ে সাজানো সয়তানী ময়দানে।

রাণী। সে কি!

লক্ষ্মণ। উ! নিয়তির কি সর্ব্বগ্রাসী লীলা! পাণিপথ, পলাশী, ঝান্সী—সর্ব্বত্রই একই খেলা।

তান্তিয়া। কিন্তু তোপীর এ কি শাস্তি বলতে পারেন রাও সাহেব? সর্ব্বনাশী নিয়তি কেন তখন এই জড়বুদ্ধি অমানুষকে অনুশোচনার আগুনে সারা জীবন দগ্ধ হবার জন্যে বাঁচিয়ে রাখলেন বলতে পারেন?

নানা। ভুলের প্রায়শ্চিত্য করবার জন্যে—এও নিয়তির লীলা, তোপী ভাই!

রাণী। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়েই শুনছিলাম। সত্যই কি এ নিয়তির লীলা, না—সয়তানের খেলা! উ!

লক্ষ্মণ। বুঝতে পারছ না মা,—ঝান্সীর সিংহাসনে বসে ইংরেজের পদলেহনকারী—যে দুটো বেইমানকে মায়ের স্নেহে মার্জ্জনা করেছিলে, সেই শেঠ মদনলাল আর লালা মীরচাঁদ—

রাণী। উ! মীরচাঁদ! মদনলাল! কাকাজি, কাকাজি, সেই দুটো ইতর দেশদ্রোহী নরপিশাচকে—

তান্তিয়া। রাস্তার কুকুরের মত খুন করব বলে আমার কুলপতির নামে শপথ করেছি রাণীজী! যদি সপ্তাহ মধ্যে পণ রক্ষা করতে না পারি—নিজের হাতে কণ্ঠনালি চেপে পিসে এ ব্যর্থ জীবনের অবসান করব।

নানা। ভুলে যাচ্ছ তোপী, স্বাধীনতাযুদ্ধের বেদীমূলে উৎসৃষ্ট হয়ে আছে আমাদের বিপ্লবী জীবন। আত্মতৃপ্তির জন্যে আত্মাহুতি দেবার সাধ্যও নেই বিপ্লবীর। আমি দেখাব তোমাকে প্রায়শ্চিত্তের পথ, সেইখানেই তোমার মুক্তি।

তাত্তিয়া। সেই পথই তাহলে দেখাও আমাকে নানাভাই, হোক যতই দুর্গম—দানবশক্তিতে আমি হব অভিযাত্রী।

এই সময় আকাশ পথে একটা পাখার ঝটাপট শব্দ হইতেই সকলে চমকিত হইয়া চাহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতবর্ণের এক পারাবত ঘুরিতে ঘুরিতে নিচে নামিয়া আসিল।

রাণী। ওকি—

রাণী ছুটিয়া গেলেন ও পরক্ষণে শ্বেতবর্ণ একটি পারাবতকে ধরিয়া প্রবেশ করিলেন

রাণী। পায়রার পায়ে সোনার শিকলে বাঁধা চিঠি—একি! চিঠির সঙ্গে রাখি!

চিঠি পড়িতে লাগিলেন

প্রিয় ভগিনী মুন্না! তুমি ভাগ্যবতী। তোমার নাম আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর মুখে। আমি ভাগ্যহীনা। গোয়ালিয়ার উদ্ধার কর বোন! পত্র পাঠালাম পারাবত মারফৎ। সত্বর না এলে গোয়ালিয়ার ইংরেজের কবলে যাবে—শঠ দেওয়ান দিনকর রাওএর চক্রান্তে। রাখি পাঠালাম আমন্ত্রণ জানিয়ে। প্রতীক্ষায় আছি—বিলম্ব করোনা।

স্নেহের বোন—দেবী।

রাণী। হায়রে বরাত! সর্ব্বহারা হতে চলেছে যে অভাগী—তাকেই সর্ব্বময়ী ভেবে সিন্ধিয়া মহিষী নিষ্কৃতির আশায় রাখী পাঠিয়েছেন! যদি তিনি জানতেন—

নানা। কিন্তু সারা হিন্দুস্থানের আত্মা যে আজ রাণীর অনুগামী। গোয়ালিয়ার মহিষীর রাখীর মান রাখতেই হবে ঝান্সীর রাণীকে।

রাণী। তোমার কথায় অন্তর-মন্দিরে আবার যে আরতির বাজনা বেজে উঠছে নানাভাই! রক্তে লাগছে দোলা, জেগে উঠছে আশা—

তাম্তিয়া। জাগতেই হবে—জাগতেই হবে; মৃত্যুমুখী তাম্তিয়ার প্রায়শ্চিত্ত পিপাসা, হিসাবী নানার পথ নির্দ্দেশ, গোয়ালিয়ারের রাণীর রাখীর আহ্বান—আবার নতুন প্রেরণা দেবে ঝান্সীর রাণীকে—তার আলোকে নতুন রূপে জেগে উঠবে রাণীর হাতের তলোয়ার।

লক্ষ্মণ। তাহলে ত আর চিন্তারও অবসর নেই মা! নতুন উদ্যমে ইংরেজের দুর্গ আক্রমণের আগেই—

নানা। ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে গোয়ালিয়ারের পথে আমাদের রাণীর জয়যাত্রা শুরু হবে।

রাণী। কিন্তু, তোমার হিসাব যে এখানে ভুল হলো নানা ভাই। ঝান্সীর রাণী—রাণীর মতই রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধরে শত চক্ষু ইংরেজের চোখের উপর দিয়ে—রাখির মান রাখতে যাবে গোয়ালিয়ারে। তারই আয়োজন কর ভাইজী!

নানা। ঠিক, ঠিক, হিসাবের ভুল আমি এখনি শুধরে নিচ্ছি বোন! এখানেও রাণীর শৌর্য্য হবে অপরাজেয়। গোস খাঁ, শুনেছি ঝান্সীর দুর্গ আক্রমণে ইংরেজ সেনাপতি বার বার কপট যুদ্ধ করেছে। আজ আমরাও ইংরেজের সেই নীতি ইংরেজের প্রতি প্রয়োগ করে—তাদের বিস্মিত চোখের উপর দিয়ে চলে যেতে চাই।

গোস খাঁ। বুঝিছি হুজুর! তাই হবে। আমি কেল্লার দক্ষিণ দরজায় ঝামেলা লাগাবো—ভুলকালাম কাণ্ড বাধাবো সেখানে; অমনি চারদিক থেকে সমস্ত কামান বন্দুক নিয়ে ইংরেজ ফৌজ সেখানে জমায়েত হবে।

নানা। সেই সুযোগে কেল্লার উত্তর দরজা উন্মুক্ত করে রক্ষী গোরাদের রক্ত-সিক্ত-পথে রাণী করবেন জয়যাত্রা।

গোস খাঁ। সাবাস! সাবাস! বেহেস্তে কদম ফেলার পথ হুজুর দেখিয়ে দিলেন। সালাম হুজুর! সালাম মা! এবার জ্যান্ত গোলা হয়ে ইংরেজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাক লাগিয়ে দেব।

প্রস্থান

রাণী। কিন্তু তা হলে—ওরা যে—

নানা। স্থির হও রাণী! পিছনে ফিরে তাকাবার আর অবসর নেই; আমরা বিপ্লবী—দৃষ্টি আমাদের সামনে।

সকলের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

গোয়ালিয়ার। দেওয়ান দিনকর রাওএর উদ্যান বাটিকার অলিন্দ।

মেজর-জেনারেল স্কীন সাহেব, হায়দ্রাবাদের দেওয়ান সালাবৎজঙ্গ, দিনকর রাও লালা মীরচাঁদ, শেঠ মদনলাল পরামর্শ করিতেছেন।

সালাবৎজঙ্গ। আমাদের আলোচনা এখানেই নিরুদ্বেগে চলতে পারবে ত দেওয়ান সাহেব?

দিনকর রাও। নিশ্চয়ই, এর ত্রিসীমানায় কেউ আসবে না। আর যাতে না আসে, সাহেব নিজেই তার ব্যবস্থা করেছেন—ওঁর সঙ্গে যে গোয়েন্দা-সাহেব এসেছেন—তাঁকেই ওখানে মোতায়েন রাখা হয়েছে।

সালাবৎ। গোয়েন্দা সাহেবটি আবার কে?

স্কীন। Brother-in-law of স্যার হিউ হুইলার—বহুৎ বিখ্যাত ব্যক্তি আছেন।

শেঠ মদনলাল। হাঃ হাঃ হাঃ—নাম শোনেন নি···শশধর সাহেব! ইনিই ত সিপাহী বিদ্রোহের রন্ধ্রটির সন্ধান করে—নানা সাহেবের নির্ঘাত চালটা বানচাল করে দেন—

সালাবৎ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—এই লোকই মঙ্গল পাঁড়েকে ধরিয়ে দিয়েছিল—

মীরচাঁদ। এখন ইনি ঝান্সীর রাণী আর নানা সাহেবকে ধরবার ফিকিরে আছেন। ওঁর নাকি ধারণা—এই গোয়ালিয়ারেই তারা এসেছে কিম্বা আসছে। হাঃ হাঃ হাঃ!

স্কীন। You Lala Mirchand আপনি হাস্য করিতেছেন but our friend শশধর কি কহিতেছে—অবাক হইয়া শুনেন। You শশধর—

শশধরের প্রবেশ সিপাহীর সজ্জায়

শশধর। Yes স্যার। আমি ওঁর কথা শুনিছি স্যার! কিন্তু ওঁর চেয়ে আমার কথার দাম বেশী স্যার—আমি হচ্ছি ইনফরমার! আমি বলছি—এই গোয়ালিয়ার সহরেই মিলবে—ঝান্সীর রাণী।

মদনলাল। ব্যাস্—তবে আর ভাবনা কি, তুমি যখন হাজির আছ, রাণী এলেই পাকড়াও করবে।

শশধর। নিশ্চয়ই। রাণীকে না ধরতে পারলে আমার যে নিস্কৃতি নেই—মুক্তি নেই।

মীরচাঁদ। সে কি হে শশধর! একি বলছ?

শশধর। ঠিক বলছি। আমার Sister—এই বোন স্যার, বোন—আমার জামাইবাবু স্যার হুইলারের ইস্ত্রী স্যার—কি বলেছেন জানেন?—আমি নাকি অভিশপ্ত মানুষ। তাই বললেন—শাপমুক্তি তোমার নিজের হাতে। অর্থাৎ কিনা, রাণীকে ধরলেই আমার শাপমুক্তি হবে। তাই

না তাঁর কথাতে রাণীকে ধরবার জন্যে পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছি। এক বার পেলে হয়।

স্কীন। Certainly টুমী রাণীকে পাইবে শশধর—you must.

শশধর। এখন আমার ওপর সাহেবের কি হুকুম?

স্কীন। To wait, শশধর—only to wait and watch. টুমীর সীটে বসিয়া Wait and watch করিতে থাক।

শশধর। All right Sir! সেই ভালো, সেই ভালো!

প্রস্থান

মীরচাঁদ। রাণী রাণী করে লোকটা ক্ষেপে উঠেছে দেখছি!

মদনলাল। ক্ষেপেছ তুমি লালাজী! মঙ্গল পাঁড়েকে ধরে চাকরী বাগিয়েছে শশধরজী—এখন রাণীকে ধরে জমিদারী বাগাবার মতলবে আছে।

সালাবৎ। তাহলে এখন কাজের কথা হোক—

স্কীন। Yes, yes. In very begining হামী বলিতেছে—The Queen of Jhanshi হামিদিগকে বহুট বহুট শিক্ষা দিয়াছে।

মদনলাল। শিক্ষা ব'লে শিক্ষা? যারে বলে বিরাশী সিক্কা ওজনের থাপ্পড়। সাহেবদের কথায় Tit for Tat. কি রকম করে হিম সিম খাইয়ে দিলে অত বড় ঝুনো জেনারেল রোজ সাহেবকে! ঝান্সী ঘেরাও করে যখন নাস্তানাবুদ হতে বসেছেন—ঠিক সেই সময় পিছন থেকে ফৌজ নিয়ে তান্তিয়া তোপী চেপে ধরে আর কি!

মীরচাঁদ। সাহেবের অবস্থা তখন সসেমিরে—সামনের কেল্লায় বাঘিনী, পিছনে সিংহী! ভয় পেয়ে অবরোধ তোলবার জন্যে হাঁক ডাক সুরু করলেন সাহেব!

স্কীন। But you have save that critical situation. টুমীরা প্ল্যান করিয়া টোপীকে মাত করিয়া দিলে। That's a act of

Miracle (মিরাক্যল্)—I mean যাদু। তোপী and Jhanshi মাটি করিয়াছে—these two fellow—লালা মীরচাঁদ and শেঠ মদনলাল।

সালাবৎ। তাই নাকি!

দিনকর। বলেন কি! শেঠ মদনলালজী ত মহাজনী করেন জানতাম, কিন্তু এ সব মহামারী ব্যাপারে—

মদনলাল। মহামারীই নামিয়েছিলেন। যেই রাণী ঝান্সী দখল করে সিংহাসনে বসলেন, আমরাও এই মানিকজোড় অমনি রাণীর সামনে রীতিমত নজরানা রেখে—কান মলে, নাকে খত কেটে—একেবারে অনুগত প্রজা হয়ে গেলাম ; আর মনে মনে জপতে লাগলাম—কবে আবার ইংরেজ বাহাদুর এসে ঝান্সীর উপরে হামলা চালান—

মীরচাঁদ। হাজার হোক নারী-বুদ্ধি ত! ভেবেছিলেন, তাঁর দু-দুটো জবরদস্ত দুষমনকে গোলাম বানিয়ে ফেলেছেন, তাই নিয়ে কি জাঁক! তার পর, যেই জেনারেল রোজ সাহেবের শুভাগমন হলো, আমাদের দিল গুলোও অমনি নেচে উঠল ; ফুরসদ খুঁজতে লাগলাম। দেখলাম, যখন রোজ সাহেব আর হালে পানি পাচ্ছেন না—ইংরেজের মান ইজ্জৎ সব যায়—

মদনলাল। সেই মোক্ষম সময় কেল্লার বুরুজে বারুদ খানায় আচমকা আগুন লাগল—পুড়ে গেল রাণীর বরাত। কিন্তু সেটা যে এই শেঠ মদনলালজীর ওয়াজীব হাতের খেলা, এটা ঝান্সীর কেউ জানতে পারল না। জানল শুধু—জেনারেল রোজ সাহেব, আর এই কর্ণেল—না, না, থুড়ি! মেজর জেনারেল সাহেব!

স্কীন। Yes, Yes—

মীরচাঁদ। তার পর, সেই মওকায় কেল্লা থেকে বেরিয়ে এসে মাথা খেলিয়ে তোপীর ফৌজকে মাত করল কাদের হিম্মত—কে তারা—

মদনলাল। সাহেব ত সামনে বসে ; উনিই বলুন—

স্কীন। You, you—এই লালা মীরচাঁদ, এই শেঠ মদনলাল—ইহারা দুই ব্যক্তি ইহাদের দেশের প্রতি ট্রেচারী করিয়া হামিদের Power and prestige save করিয়াছে। Now British High Command সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, হায়দ্রাবাদ and গোয়ালিয়ার হামীদের সহায় থাকিলে British prestige and power বিলকুল কায়েম থাকবে। এই দেওয়ান সালারজঙ্গ যেমন করিয়া হিজ এক্সসেলেন্সী নিজাম বাহাদুরের হায়দ্রাবাদ ফোর্ট and ট্রুপ্‌স হামীদের হস্তে দিয়াছেন, Now, হিজ এক্সসেলেন্সী সিন্ধিয়া বাহাদুর ভি তেমন করিয়া গোয়ালিয়ার ফোর্ট হামীদের হস্তে তুলিয়া দেন, সেই প্রস্তাব লইয়া হামী দেওয়ান দিনকর সাহেবের কুঠিতে আসিয়াছে।

দিনকর। আর—সাহেব কেন যে সিন্ধিয়া সাহেবের দরবারে না গিয়ে তাঁর দেওয়ানের গোলামখানায় সপারিষদ এসেছেন—সেটা সাহেবও জানেন।

স্কীন। আলবট জানে—হিজ হাইনেস্ সিন্ধিয়া সাহেব আপনকার হাতে toy, I mean খেলানা আছেন।

দিনকর। আর, ওদিকে গোয়ালিয়ার ফোর্টের ওপর যে ইংরেজ বাহাদুরের নজর পড়েছে—একথা আর চাপা নেই, অনেকেই জেনেছে। এই নিয়ে একটা বিরোধী দলও গড়ে উঠেছে—সে দল রাণীর কাছে আস্কারা পাচ্ছে। এখন উচিত হচ্ছে সাহেব, ঝাঁ করে চুক্তি-নামাটা পাকা করে কেল্লাটা আপনাদের হাতে নেওয়া। কথা চালাচালি বা গড়িমসির আর সময় নেই।

স্কীন। You speak so well দেওয়ান সাহেব, that it is really a pleasure—I am surprised! আপনি যথার্থ যুক্তি দিয়াছেন you are a genious.

দিনকর। তা ত বুঝছি সাহেব! এখন আপনাদেরও বোঝা

উচিত—বৃটিশ কোম্পানী বাহাদুরের জন্যে কত অপবাদ বিপত্তি ক্ষয় ক্ষতি আমাদের মাথা পেতে নিতে হচ্ছে—শেষ পর্য্যন্ত আমরা না ডুবি—

স্কীন। No No, Dewan Saheb, Never. আপনারা যেমন করিয়া হায়দ্রাবাদ এবং গোয়ালিয়ারকে ডুবাইতেছেন, হামী লোক তেমন করিয়া আপনাদিগকে ডুবাইবে না।

মদনলাল। সাহেব যা বলেছেন, একে বারে হিসেব করা কথা। এই দেখুন না—ঝান্সীর যুদ্ধে দুই বন্ধু মদৎ দিয়েছিলাম; তার জন্যে কি বখশিস ফরমায়েস হয়েছে, আমার বন্ধুর মুখেই শুনুন—

মীরচাঁদ। ঝান্সীর নিজামতী পাবো—পাকা হয়ে গেছে; আর দেওয়ানীর ভার পাচ্ছেন মদনলালজী।

সালাবৎ }
দিনকর } বা! বা! বা!

স্কীন। এখন হামীদের কাজ—

দিনকর। সেই কথাই বলছি সাহেব। চারদিকের যেরকম অবস্থা, তাতে একটা দিনও দেরী করা চলবে না। আজই সন্ধ্যার পর সিন্ধিয়া বাস্তে একটা নাচের মজলিস করেন, আর সেখানে আমার তাঁবের লোক জন ছাড়া কেউ খবর না পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ মজলিসেই চুক্তি পত্রে দস্তখত হবে।

সালাবৎ। সাবাস! দেখুন ত, দশটা দিনের কাজ দশটা ঘণ্টার মধ্যে হাসিল করবার কি খাসা ব্যবস্থা করে ফেললেন দেওয়ান সাহেব!

স্কীন। Exactly—I am really happy. হামি বহুৎ খুসি হইয়াছে দেওয়ান।

দিনকর। ও হাসি খুসি এখন চেপে রাখুন সাহেব। শুনুন তবে বলি—যদি তালয় তালয় চুপক্ষের দস্তখৎ হয়ে যায়—আর, সেই সঙ্গে তোপ পড়ে; আর ওদিকে কেল্লার ওপরে উড়তে থাকে ইংরেজ

সরকারের পতাকা পত পত করে—আপনার দলের লোকেরাও সেই সঙ্গে হিপ হিপ হুররে আওয়াজ তুলে সবাইকে তাক লাগিযে দিতে পারে—তখন খুসি হযে হাসবেন, আমরাও খুসি মনে তখন জযধ্বনি তুলবো—বুঝলেন।

স্কীন। Yes, হামি বুঝিয়াছে—All right হামি টাহা করিবে। তবে খুসি মনে শ্রবণ করেন—জেনারেল হিউ রোজ with his ট্রূপস্ রেসিডেন্সীর মধ্যে হাজির আছেন and হিউ হুইলার সাহেব বিস্তর পাঞ্জাবী ফৌজ I mean, Sikh soldiers লইয়া কুচ করিয়াছেন to capture গোযালিয়ার।

দিনকর। বুঝিছি সাহেব, গোপনে যুদ্ধের আয়োজন করে রেখেছেন, আর প্রকাশ্যে চালাচ্ছেন তোষণ-নীতি—সাবাস্—সাবাস্!

সকলের প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

গোযালিয়ার—সিন্ধিয়ার মজলিস

গোয়ালিযার—সিন্ধিযার মজলিস। পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত সিন্ধিয়া জিয়াজীরাও, স্বতন্ত্র আসনে মেজর স্কীন, তাঁহার এডিকং, দিনকর রাও, সালাবৎজঙ্গ, মীরচাঁদ, মদনলাল, শশধর প্রভৃতি। ফরাসে নর্তকীর সজ্জায় সজ্জিত উল্কাবাঈ নাচিতেছে। নাচের আসরে তবলচি, সারেঙ্গী প্রভৃতি সঙ্গতিরা সঙ্গত করিতেছে। উল্কা নৃত্য করিতে করিতে সহসা সিন্ধিয়ার দিকে আগাইয়া গিয়া অভিবাদন করিল।

উল্কা। বন্দেগী মহারাজ সিন্ধিয়াজী! তামাম হিন্দুস্থানের মধ্যে কালোয়াতীর পীঠস্থান যে গোয়ালিয়ার—তার মালদার মালিকের মজলিসে এই খোদ্‌দা নাচওয়ালী নাচগানের কেরামতী দেখাবার ফুরসৎ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছে।

সিন্ধিয়া। সাবাস! কিন্তু 'খোদ্বন্দা' বলে কেন তুমি নিজেকে ছোট করছ বাঈজী? তুমি ক্ষুদ্র নও—খুব বড়। তুমি খাসা নাচ দেখিয়েছ—সিন্ধিয়ার খুনে চমক লাগিয়েছে তোমার নাচ। এই নাও বাঈজী, সিন্ধিয়ার হাতের বখশিস্—

ফুলদানি হইতে এক ছড়া ফুলের মালা লইয়া উল্কার হাতে দিলেন। উল্কা সেই মালা মাথায় ঠেকাইয়া গলায় পরিল।

উল্কা। বহুৎ খুব! সিন্ধিয়া মহারাজের হাতের এ বখশিস বাঁদীর দিন ভরিয়ে দিলে।

সিন্ধিয়া। নাচের সঙ্গে এবার বাঈজীর গাওনা চলুক।

উল্কা। সিন্ধিয়া মহারাজের হুকুম মাথা পেতে নিলাম।

গান

(বধু) হাত বাড়িয়ে চাইছো যারে
যায়না পাওয়া তারে,
রঙীন নেশার স্বপ্ন জেনো
ভাঙবে বারে বারে।
ফুলের লোভে কাঁটার ক্ষত
সুধার মাঝে গরল শত
হাসির সাথে বুক যে বঁধু
ভিজাবে নয়ন ধারে।
শান্ত সুনীল আকাশ মাঝে
হঠাৎ বুঝি বজ্র বাজে
প্রলয় ধ্বনি উঠছে শোন
রুদ্র বীণার তারে।

নৃত্যগীতের মধ্যে চুক্তি সংক্রান্ত দলিল লইয়া দিনকররাও, সালারৎজঙ্গ ও কীনের পরামর্শ। সিন্ধিয়াকে লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গিত।—দিনকর দলিলখানা সিন্ধিয়ার সামনে ধরিতে তিনি বিরক্তভাবে সরাইয়া দিলেন।

সিন্ধিয়া। আ! আপনারা ভারি বেরসিক দেখছি। গানের মাঝখানেই দলিল দস্তাবেজ নিয়ে গোল বাধাচ্ছেন—ছ্যা! এ সব ত পালাচ্ছেনা; গানটা শেষ হোক—

দিনকররাও। শুধু একটা দস্তখৎ বই ত নয়! গান শুনতে শুনতেই কলমের একটা টান—ঐ দেখুন, রেসিডেণ্ট সাহেবও দলিলে দস্তখৎ করবার জন্যে কলম ধরে বসে আছেন!

সালাবৎ। আমাদের অভিপ্রায় হচ্ছে—একই সময়ে এক সঙ্গে গোয়ালিয়ার সরকারের তরফ থেকে মহারাজ সিন্ধিয়া বাহাদুর, আর—বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে রেসিডেণ্ট অনরেবল মেজর জেনারেল স্কীন বাহাদুর দস্তখৎ করেন। যেমন আমাদের মহামান্য নিজাম সরকারের সাথে ফয়সলা হয়েছে।

স্কীন। Yes, this is an auspicious time to sign a historical deed. I am ready, now Your Royal Highness, Let us sign.

স্কীন সাহেব তাঁহার দূরবর্ত্তী আসন হইতে উঠিয়া সিন্ধিয়ার আসনের কাছে গেলেন দলিলে স্বাক্ষর করিবার জন্য।

দিনকররাও। এই কলম নিন মহারাজ! দস্তখত······

উল্কা উৎকর্ণ হইয়া সব কথা শুনিতেছিল—এই সময় নৃত্য-চপল-ভঙ্গিতে একেবারে সিন্ধিয়া ও স্কীনের সম্মুখে আসিয়া দিনকর রাওয়ের হাত হইতে কলমটি সহসা কাড়িয়া লইল।

উল্কা। সিন্ধিয়া মহারাজ ও দলিলে দস্তখত করবেন না—

স্কীন। What!

উল্কা। আশ্চর্য্য! মিষ্টার স্কীন, এখনো তোমার চৈতন্য হয় নি—নিজামের পায়ে বেড়ি পরিয়ে আর একটা বেড়ি এনেছ—সিন্ধিয়ার পায়ে পরিয়ে দিতে! কিন্তু তা হবে না—

স্কীন। Shut up you Sily girl!

উল্কা। ঝান্সীর রাণী সাহেবার মেহেরবাণীতে যে প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল—এই বেইমানীর জন্মে তার হোক অবসান।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ছুরিকা বাহির করিয়া স্কীনকে আঘাত করিল।
স্কীন সাহেব আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেলেন।

দিনকর
সালাবৎ
প্রভৃতি } খুন করলে—সাহেবকে খুন করলে!
ধর-ধর-ধর—

স্কীনের এডিকং উল্কাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুঁড়িল। কিন্তু উল্কা বসিয়া পড়িতে তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল! উল্কা ছুটিয়া গিয়া তাহাকেও ছুরিকাঘাত করিল। সে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তবলচি, সারেঙ্গী প্রভৃতি গাত্রবস্ত্র ফেলিয়া দিয়া দিনকর সালাবৎজঙ্গ, মীরচাঁদ, মদনলাল প্রভৃতির গতিরোধ করিল।

সিন্ধিয়া। (দণ্ডায়মান হইয়া) বাঈজী! বাঈজী! ঠাণ্ডা হও—থামো; এ সব কি কাণ্ড?

উল্কা। দণ্ড—সিন্ধিয়া মহারাজ! অপরাধের দণ্ড। এখনো শেষ হয়নি—এই যে শেঠ মদনলাল—লালা মীরচাঁদ! মনে আছে—ঝান্সীকে ডুবিয়ে এসেছ, তান্তিয়া তোপীকে মাত করেছ—তার বখশিস—এই নাও……

তান্তিয়া টোপীর প্রবেশ

তান্তিয়া। থামো উল্কা—থামো; হাত নামাও। তান্তিয়া এসেছে দেশদ্রোহী সয়তানের রক্তে ঝান্সীর তর্পণ করতে—

উল্কা। তোপী সাহেব! এসেছেন, ফিরে এসেছেন—আঃ—ভাইজী!

তান্তিয়া। প্রায়শ্চিত্ত-পিপাসায় পাগল হয়ে ছুটে এসেছি বোন—ঐ শোন, জয়ধ্বনি।

মঞ্চে ও নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। জয় মা ঝান্সীশ্বরী—জয় মা ঝান্সীর রাণী—

তান্তিয়া। রাণীর জয়ধ্বনির সঙ্গে আমি দিই মহাবলি—আর্তধ্বনি উঠুক—মা—মা—মা—

ছুটিয়া গিয়া লালা মীরচাঁদের উদ্দেশে

এই যে ইংরেজ প্রভুর পদলেহী কুকুর—তান্তিয়া মাত হয়েও মরেনি; নামিয়ে এনেছে মহাবিপ্লবরূপিণী মহাশক্তি মা—চান তিনি বিশ্বাসঘাতকের রক্তরাঙা প্রাণ—সাধ্য থাকে যুদ্ধ কর, কোমরে তলোয়ার ত ঝুলছে—যুদ্ধ কর—

মীরচাঁদ। না—না—না—সে সাধ্য আমার নেই—ক্ষমা, ক্ষমা কর আমাকে—ক্ষমা—

তান্তিয়া। হাঃ হাঃ হাঃ—ক্ষমা! বলির সময় পশু কি বলে জানি না; কিন্তু নরপশু চায় ক্ষমা—হাঃ হাঃ হাঃ। রাণীমা করেছিলেন ক্ষমা—তার ফলে ঝান্সী হারাতে হলো রাণীকে—মাত হয়ে গেল তোপীর পল্টন। এখনো বলে—ক্ষমা! ক্ষমা! ক্ষমা। হাঃ হাঃ হাঃ—বাস্ !

হাসির সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রাঘাত—প্রত্যেক আঘাতে মীরচাঁদের আর্তনাদ—এইভাবে তিনবারের পর পতন ও মৃত্যু—

মদনলাল। মের না—আমাকে মের না; সর্বস্ব দেব—যা কিছু আছে—সব! মণি মুক্তো জহরৎ—সোনা রূপা—মোহর টাকা—অনেক অনেক—সব কিছু দেব—বাঁচাও।

তান্তিয়া। জগৎশেঠও একথা নিধনকালে বলেছিল নবাব মীরকাসিমকে—কিন্তু শোনেননি নবাব; আমিও শুনব না! এ বিপ্লব

যদি ব্যর্থ হয়, তার জন্যে দায়ী ঐ দেশদ্রোহী মীরচাঁদ—আর শেঠ মদনলাল! দেশভক্তের ধর্ম হচ্ছে দেশবৈরীর রক্তে দেশমাতার তর্পণ!

মদনলাল। মের না—মের না—মের না—

তান্তিযা। তা হয় না—মা চাইছেন রক্ত—হাঃ হাঃ হাঃ—

অস্ত্রাঘাত, আর্তনাদ করিয়া মদনলালের পতন।

রাণী লক্ষ্মীবাঈএর প্রবেশ

রাণী। তান্তিয়া—

তান্তিয়া। মা এসেই বলি নিলেন। জয় মা! জয় মা!

রাণী। জযধ্বনি তোল তান্তিয়া সিন্ধিয়া-মহিষী গোযালিয়ারের মহারাণীর উদ্দেশে—যাঁর রাখীকে পাথেয় করে আমরা তাঁর মর্য্যাদা রাখতে পেরেছি।

তান্তিয়া। তাই হোক মা!

তান্তিয়া প্রভৃতি। গোয়ালিয়ার মহারাণীজী জিন্দাবাদ।

সিন্ধিয়া। এ আমি কি শুনছি! বুঝতে পেরেছি—আপনিই তান্তিয়া টোপী; উপলব্ধি করছি—সারা হিন্দুস্থানের নারীআত্মা—ঝান্সীর বীরমাতা রাণী লক্ষ্মীবাঈজীর পদস্পর্শে সিন্ধিয়ার পুরী পবিত্র হয়েছে। এ শির আপনিই নত হচ্ছে দেবীর চরণতলে।

রাণী। দেবী এসেছে গোয়ালিয়রের দেবীর আহ্বানে—প্রাণের টানে। কিন্তু শুনে সিন্ধিয়া চমৎকৃত হবেন—মন্দির ছেড়ে ঝান্সীর দেবীকে আজ পথে নেমে আসতে হয়েছে।

সিন্ধিয়া। দেবীর আসার আগেই গড়ে উঠে তাঁর বেদী; ভক্ত করে পূজার আয়োজন—বসে বোধন। সিন্ধিয়া তার আসন ছেড়ে দিচ্ছে, দেবীর প্রতিষ্ঠা হোক।

নানাসাহেবের প্রবেশ

নানা। কিন্তু সবহারা দেবী যে সর্বনাশার সাধনায় মহাযাত্রা সুরু করেছেন সিন্ধিয়া—বসবার অবসর কই? মেজর স্কীনের সঙ্গেই ইংরেজ চক্রান্তের অবসান হয় নি—রেসিডেন্সীর মধ্যে দুটো পল্টন লুকিয়ে ছিল—হিউ রোজ সেই ফৌজ নিয়ে আমাদের আক্রমণ করেছে।

সিন্ধিয়া। দেওয়ান সাহেব! শুনছেন আপনার ইংরেজের কীর্তি?

বৃটিশ রণবাদ্য, ঘন ঘন তোপ ধ্বনি—আজিম উল্লার প্রবেশ

নানা। কি খবর আজিম? এ তোপ রণবাদ্য—

আজিম। ইংরেজের। স্যার হিউরোজ কামান সর্বত্র বসিয়েছে—এখন মস্ত ভাবনা, কি করে রাণীমাকে···হ্যাঁ—একমাত্র উপায় ঐ প্রাসাদ—

রাণী। না শিখণ্ডী, প্রাসাদে আশ্রয় নিয়ে আমরা পুরবাসীদের বিপন্ন করব না। আমরা এসেছি গোযালিয়ারের মর্য্যাদা রক্ষা করতে—এ কথা সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে বাবা!

নানা। তাহলে সিন্ধিযাকে এখনি প্রাসাদে যেতে হয়!

সিন্ধিয়া। সিন্ধিয়া যতই অধঃপতিত হোক, সৈনিকের ব্রত এখনো ভোলে নি নানাসাহেব!

রাণী। কিন্তু আমি অনুরোধ করছি, আপনি এখনি প্রাসাদে চলে যান—সিন্ধিয়া।

সিন্ধিয়া। এ কি আদেশ করছেন রাণীসাহেবা!

রাণী। যে আগুন আমরা বহন করে এনেছি, তাতে যদি সিন্ধিয়ার পুরপ্রাসাদ পুড়ে যায়, আমরা যে শহীদ হয়েও শান্তি পাবনা সিন্ধিয়া! আপনি যান—আমি মিনতি করছি—

নানা। রাণীর অনুরোধ রাখুন সিন্ধিয়া, আর বিলম্ব করবেন না—এখনি এ স্থান রণস্থলে পরিণত হবে।

রাণী। ইংরেজের পরমভক্ত ঐ দুই দেওয়ানই বর্ম হোয়ে সিন্ধিয়ার পৃষ্ঠরক্ষা করবে—ভয় নেই। যান আপনি—শীঘ্র যান—

সিন্ধিয়া ও দেওয়ানদ্বয়ের প্রস্থান

রাণী। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম। আসবার সময় পথে সীতা আর দামুকে রাও কাকার হাতে সঁপে দিয়ে যখন কাশী পাঠাই—এমনি করে বেঁকে দাঁড়িয়েছিল দামু—কিছুতেই সে কাশী যাবেনা, আমার সঙ্গে গোয়ালিয়ারে আসবে, লড়াই করবে। যাক্—এখন ত মুক্তির অবস্থা, তবে কিসের ভয় ?

তাস্তিয়া। ভাবছি—কি করি ? এগিয়ে গিয়ে ইংরেজ পল্টনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব, না—এইখানেই করব ওদের প্রতীক্ষা !

নানা। যে কজন সৈনিক আমাদের সঙ্গে আছে, তুমি তাদের নিয়ে এখানকার প্রবেশদ্বার রক্ষা কর—এই অবসরে রাণীকে নিয়ে আমি কাল্পতে যাই—একটা কথা মনে রাখতে হবে তাস্তিয়া—গোয়ালিয়ারের রাণীর রাখীর মান রেখেছেন রাণী—এখন আমাদের রাখতে হবে রাণীর মান—সম্মুখে তার পরীক্ষা।

তাস্তিয়া। তাহলে ইংরেজের সর্বগ্রাসী দৃষ্টি আমাদের উপরেই টেনে আনতে হবে—এর জন্যে দোষ ত্রুটি ভুল ভ্রান্তি অপরাধ অপমান শাস্তি সব কিছু মাথা পেতে তুলে নিতে চললাম। এই হোক তাস্তিয়া তোপীর ভুলের প্রায়শ্চিত্য।

বেগে প্রস্থান

আজিম। শুধু আপনি নন তাস্তিয়া সাহেব, প্রায়শ্চিত্য আমাদের সকলকেই করতে হবে।

প্রস্থান

রাণী। কিন্তু রাণীকে ত্যাগ করে—তা হবে না ; রাণীর স্থান সবার আগে—মৃত্যুর পথেও—

সকলের প্রস্থান

জনৈক কর্ণেল ও শশধরের প্রবেশ

কর্ণেল। জেনারেল হামীকে অর্ডার করিয়াছে—টুমি রাণীকে ডেখাইয়া ডিবে—Queen of Jhanshi—সমঝা?

শশধর। জানি লেফটেন্যাণ্ট সাহেব, জানি। জেনারেল সাহেবের অর্ডার—রাণীকে পেলেই আমরা দুজনে এক সঙ্গে ফায়ার করবো। সাহেবের ভয়—আমরা নাকি রাণীকে দেবী অর্থাৎ গডেশ ভাবি, তাই আমার হাত থেকে যদি না গুলি ছোটে—হাঃ হাঃ হাঃ!

কর্ণেল। টুমী লোক কাউয়ার্ড আছে, সেই নিমিত্ত এক infamous and contemptible woman—টুমীদের নিকট ডেবী godess হইয়াছে!

শশধর। চোখে যদি দেখতে সাহেব, তাহলে woman বলে নাক সেঁটকাতে না—মাথা হেঁট করে—

কর্ণেল। Silence! who comes there—See you Babu, See, like a picture of জেযান ডি আর্ক—কুইন এলিজাবেথ—a dreadful and beautiful—

শশধর। তাইত, তাইত! সেই জগদ্ধাত্রী প্রতিমা—জীবন্ত!

কর্ণেল। What—What! কি কহিটেছে You Babu?

শশধর। ঠিক ঠাওব করতে পারছি না—বড্‌ডো ধোঁযা কিনা! তুমি এইখানে দাঁড়াও সাহেব—আমি দেখি—উনি রাণী কিনা!

রাণীর প্রবেশ—শশধর নিকটে গেল

রাণী। কে তুমি?

শশধর। আমি শশধর—দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, তোমার শত্রু মা!

রাণী। কি!

তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন

শশধর। (চাপা গলায়) পালাও মা—পালাও! ওখানে—

কর্ণেল। Yes, she is queen—But I must—

কর্ণেল রাইফেলের গুলি ছুঁড়িল—শশধর রাণীকে আড়াল করিয়া কর্ণেলের দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইতে—গুলী বিদ্ধ হইয়া পড়িয়া গেল।

রাণী। এ কি হলো? তুমি—

শশধর। দেশের শত্রু আজ দেশের ছেলে হযে মায়ের জন্যে প্রাণ দিলো—শাস্তি নিলো দেশদ্রোহীতার। পালাও মা, পালাও—

কর্ণেল এই সময় হাটু গাড়িয়া বসিয়া পুনরায় গুলী ছুঁড়িতেছে—এমন সময় উল্কা আসিয়া তাহাকে ছুরিকাঘাত করিতে কর্ণেল চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল।

রাণী। এ কে উল্কা—জানিস? ঐ গোরার গুলী নিজে বুক পেতে নিয়ে আমাকে বাঁচালো; বললো—দেশদ্রোহী, কিন্তু দেশের ছেলে!

উল্কা। শশধর! গোয়েন্দা শশধর! তুমি! তুমি ঐ গোরার গুলী বুক পেতে নিয়ে রাণীকে রক্ষা করলে!

শশধর। মা! মা! ক্ষমা—

উল্কা। মা তোমাকে ক্ষমা করেছেন।

শশধর। একদিন তোমার গালে চুণ দিয়েছিলুম দেশের শত্রু ছিলে—তাই। আর আজ রক্তের তিলক এঁকে দিচ্ছি তোমার কপালে—দেশের শহীদ ছেলে জেনে।

নানাসাহেবের প্রবেশ

নানা। পথ মুক্ত মুন্না—কাল্পী, কাল্পী—

রাণী। না না না—

নানা। আমাকে সেনাধ্যক্ষ করেছ রাণী—আমার আদেশ—কাল্পী। এই পথ—সামনে আছে ঘোড়া। সঙ্গে যাবে উল্কা।

রাণী। আর তুমি—নানা ভাই ?

নানা। আমার জন্য ভেবনা বোন, তোমার লক্ষ্য সামনে—কাল্পীর পথে।

সকলের প্রস্থান

নবম দৃশ্য

কাল্পী—বনপথ

রাণী আহত অবস্থায় তরবারির উপর ভর দিয়া প্রবেশ করিলেন
পশ্চাতে ক্ষত বিক্ষত দেহে উল্কা।

রাণী। দেশদ্রোহীদের জন্য—ও! হায় ভারত জননী! সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

উল্কা। এস্থান নিরাপদ মনে হচ্ছে রাণী—চারদিকে গভীর বন। বোধ হয় শত্রু শূন্য। যা করেছ মানুষে পারে না, এখানে একটু বিশ্রাম নাও—

রাণী। সত্যিই আর দাঁড়াতে পারছিনে উল্কা! কিন্তু—তুইও কি কম করেছিস রে! সার্থক মায়ের দুধ খেয়েছিলি বোন—

ডানলাপের প্রবেশ

ডানলাপ। Here you are! Hands up—

রাণী। তোমাকে হত্যা করবো না, দেশে ফিরে যাও—

ডানলাপ রাণীকে আক্রমণ করিল

মৃত্যু তোমায় ডাকছে আমার দোষ নেই।

অস্ত্র দ্বারা রাণী ডানলাপের আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন। উভয়ের অসি যুদ্ধ। এই সময় পিছন হইতে একজন গোরা রাণীকে গুলী করিতে বন্দুক তুলিতে উল্কা তাহার

উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল ছুরিকা হস্তে। গুলী বিদ্ধ হইয়া উল্কা পড়িয়া গেল। রাণী এই সময় ডানলাপকে নিহত করিয়া সেই গোরার দিকে ছুটিলেন। গোরার দ্বিতীয় গুলী রাণীকে বিদ্ধ করিল। সেই অবস্থায় রাণী গোরাকে তরবারির আঘাতে বধ করিয়া পড়িয়া গেলেন।

উল্কা। রাণী চললাম—মা! ও!

রাণী। আমিও চলেছি রে!

নানাসাহেবের প্রবেশ

নানা। মুন্না—মুন্না—

রাণী। ভাইজী! এসেছ—

নানা। উ! একি! মুন্না—বোন—ঝান্সীর রাণী—ভারতের আত্মা যে তুমি—

রাণী। উল্কা আগেই চলে গেলো—আমি শুধু প্রাণটাকে ধরে রেখেছি তোমার প্রতীক্ষায় ভাইজী!

নানা। জানি, আমরা সবাই মৃত্যুপথ যাত্রী—বিপ্লবীর শেষ গতি। তবু যে মনটাকে সামলাতে পারছি না বোন! সে প্রাণখোলা হাসিও যে আজ মুখে আসছে না। চারদিকে বাজছে বিষাণ, হাত ছানি দিয়ে ডাকছে ঐ করাল বদনা মৃত্যু; তবুও ভাবতে পারছি না—ভারতের আত্মা চলেছে দেহ ছেড়ে—ও!

রাণী। এই আমার নিয়তি—কিন্তু রেখে যাচ্ছি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা; আর মিনতি জানাচ্ছি তারই দিকে চেয়ে—তোমাকে বাঁচতে হবে ভাইজী!

নানা। উ! তুমি বলছ এ কথা মুন্না—তুমি বলছ!

রাণী। এ যে বিপ্লবীর কথা ভাইজী! এ কথা তোমাকে রাখতেই হবে। তুমি ধরা দিলে, কিম্বা মৃত্যু বরণ করলে, বিপ্লবীরা হারিয়ে ফেলবে

মনোবল—ভেঙে যাবে স্বাধীনতার স্বপ্ন। কিন্তু—কিন্তু তুমি থাকলে, তোমার সঙ্গে থাকবে ভবিষ্যতের আশা। তাই তোমাকে বাঁচতে হবে ভাইজি—ইংরেজের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে।

নানা। মুন্না—মুন্না—ও! এই তোমার শেষ কথা?

রাণী। হ্যাঁ—ভাইজি, মুন্নার আত্মার পানে চেয়ে কর এই শপথ। মহাপ্রস্থানের পথগামিনী সর্ব্বংহাবার কানে ভাবী আশার বাণীর ঝংকার তোল ভাইজি—এ বিপ্লবের বহ্নি রাবণের চুল্লীর মত জ্বলতে থাকবে—যতদিন না হিন্দুস্থান স্বাধীন হবে।

নানা। তাই হোক বোন—বিপ্লবী ভারতের আত্মারূপিনী তুমি, তোমারই অন্তর্ব্বাণী নানা ধুন্ধুপন্থের কণ্ঠ দিয়ে ঝংকার তুলুক—তাকেই পাথেয় করে তোমার মহাপ্রস্থান সার্থক হোক!—এই পরাজয়ে ভারতের মুক্তি-পাগলদের হতাশ হবার কিছু নেই! এই মহাবিপ্লবের সমাধির উপর নূতন ভারতের সৌধ গড়ে উঠবে। আর আগামী যুগের তরুণ ভারত নূতন করে বোঝা পড়া করবে এই শঠ ইংরেজ বেনিয়াদের সঙ্গে। সারা ভারত জুড়ে জাগবে নূতন উদ্দীপনা, আসবে নূতন রূপে নানা ধুন্ধুপন্থ, বীর তান্তিয়া তোপী, মঙ্গল পাঁড়ে, নূতন লক্ষ্মীবাঈ—ঝান্সীর রাণী!

যবনিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬